প্রকাশক
শ্রীপরেশচন্দ্র পাল
বাসুদেবপুর, পোঃ বাণীপুর
হাওড়া

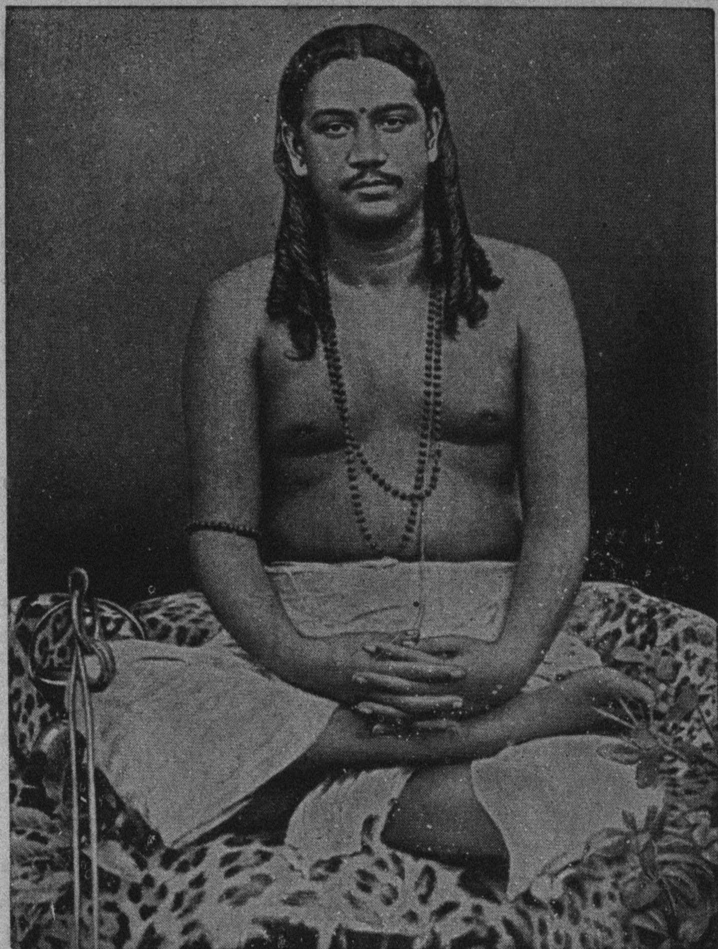
প্রথম প্রকাশ
ঝুলন যাত্রা
হরিবাসর
শ্রাবন
১৩৬৭

প্রাপ্তিস্থান
১। শ্রীকানাই লাল সাধুখাঁ
জয়গুরু ভবন
বাসুদেবপুর, পোঃ বাণীপুর
হাওড়া

২। শ্রীগুরু তৈল শিল্পাগার
গোলাপবাগ
পোঃ আন্দুল-মৌড়ী
হাওড়া

৩। রাজগঞ্জ ফার্ম্মেসী
পোঃ বাণীপুর
হাওড়া

মুদ্রক
সত্যরঞ্জন জানা
মাদার প্রিণ্টার্স
৩৮এইচ/১৮/১, মানিকতলা মেন রোড,
কলিকাতা-৭০০০৫৪



শ্রী১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব

জয় জগদ্বন্ধু হরি

"গুরু-কৃপা-ধারা" গুরু কৃপায় প্রবাহিত ধারা নদীতে পরিণত হইয়া সাগর অভিমুখে চলিয়াছে। লেখনীরূপে লেখক কানাই—ব্রজের কানাইর শ্রীচরণে যে করুণার উদ্বেলিত সাগর তাহাতেই ধারার চরম বিশ্রাম।

যে কবিতাটি পড়ি সেইটিই মধুমাখা। গুরুকৃপায় স্নাত হইয়া কানাই মধুময় ঠাকুরের মধু সন্ধানে ছুটিতে ছুটিতে আস্বাদন পাইয়াছেন, নিকুঞ্জের মধুচক্রের। ঐ আস্বাদনে ভরপুর হও। আন চিন্তা ভুলিয়া যাও। আরও লেখ। ভূরিদা হও—প্রভুপদে এই প্রার্থনা করি।

আশীর্ব্বাদক—

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

ওঁ

—আশীর্ব্বাদ—

"গুরু-কৃপা-ধারা" বইখানির যথাক্রমে ১ম, ২য় খণ্ডের পর সম্প্রতি তৃতীয় খণ্ড পড়লাম। লেখক শ্রীকানাই লাল সাধুখাঁ (কবিদা)। শ্রীগুরু চরণে উৎসর্গীকৃত লেখকের জীবন ধন্য হইয়াছে, গুরুদেবের আশীর্ব্বানীই তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে অনুলিখিত হইয়াছে।

এই অনুকে বুঝিবার জন্য অনুভূতির প্রয়োজন। দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক তাহার বিদগ্ধ জীবনের অভিজ্ঞতায় কাব্যে ও সাহিত্যে রসচক্র রচনা করে, কবি ও সাহিত্যিক রসপিপাসুরা যদি কবির অনুরূপ রসবোধে সমর্থ ও পরিতৃপ্ত হয়, তবে কবিতার বা সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন হয়। কবিব জীবনে নিরভিমান ও অহংকার শূন্যতা গুরু-প্রণাম মন্ত্রে বিশ্ব বন্দনায় জগৎগুরুর কৃপা-আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছে।

"সকলেই গুরু মোর সাধু পাপী কিংবা চোর
সকলারি পরিনাম, শিক্ষা দেয় মোরে।
শিশু হতে বৃদ্ধাবধি মিশি যথা নিরবধি
সর্ব্বত্রই "গুরুকৃপা" ঝয়ে মোর শিরে ॥" পৃষ্ঠা ৩

মধুকর যেমন ফুল, আবর্জ্জনা, নোংরা হইতেও মধুচক্রে পবিত্র মধু সঞ্চয় করিয়া জীব ও দেবতার কাজে লাগাইয়া থাকে, কবি এখানে নীলমণির কবিতা সংযোজন করিয়া তাহার গীতি কবিতার রস, নিজ-রসে সমৃদ্ধ করিয়া, মহান ভাবে ও উদারতায়—মহাভাবের প্রকাশ করিয়াছেন।

"তার সাথে সাথে আমারও চোখেতে—
ঝরিতেছে আঁখিজল। পৃষ্ঠা ৯৮

যেমন সামান্য অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ হইতে অগ্নি-সংগ্রহ করিয়া মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তেমন 'অনুভূতি-প্রবণ' মন সামান্য অনুভূতি লইয়া গবেষণায় অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার করিতে পারে। আকাশে বাতাসে মাটীর নীচে সমুদ্রের তলায় যে সম্পদ অনাদি অনন্তকাল হইতে গচ্ছিত

রহিয়াছে, আবিষ্কারক তাহার অভূতপূর্ব্ব আস্বাদনে তাহাই নূতন বলিয়া আবিষ্কার করিয়া থাকে। কবির কবিতাগুলি তাহাকে বিরাট যোগসূত্রে সংস্থাপন করিয়াছে।

তাই লিখিয়াছে—

"সে যে নাহি হয় ক্ষুদ্র পরিচয়—
কোন একে নহে বদ্ধ।
অনন্ত আকারে অনন্ত প্রকারে—
সে যে অনন্তে নিবদ্ধ॥" পৃষ্ঠা ৭১

জন্মের সাথে সাথে মৃত্যু আছে, তেমন এই জন্মেই সর্ব্বাত্তমকে পাওয়ার সুযোগ আছে। সাধন সিদ্ধির দৃঢ় নিশ্চয়তায় কবি লিখিয়াছে—

"পূর্ণেরে আস্বাদ করে পূর্ণ হবে বলে,
হে মন; দুর্লভ জন্ম পেয়েছে ভূতলে" পৃষ্ঠা ৭০

সাহিত্যের অনুকরণ বাস্তব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। যদি রস পিপাসুরা নিজ জীবনে বাস্তব সত্য বলিয়া অনুভূতিতে অনুভব করিতে পারে তবেই রসবোধে পরিতৃপ্ততা আসিবে। কাব্য ও সাহিত্য বাস্তবের ছায়ামাত্র। জীবন সাধনায় কাব্য ও কবিতা যদি নিজের জানবার প্রয়াস মিটাইতে পারে, তবে কবি ও কাব্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, কবি নিজেই তার কবিতায় পাঠকের সাথে যোগসূত্র সংস্থাপন করিয়া নিজ সাধনায় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ অনুভূতি গ্রহণ করিবার কথা বলিরাছে।

"আমার মাঝে তোমার ছায়া
ধরেছে এই দেহ কায়া।
... ...
... ...
মধুর হতে অতি মধুর
দেখাও তারে তোমার লীলা॥" পৃষ্ঠা ৮২

কবির জীবনে যে "সত্য-অনুভূতি" লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহার

আশীর্ব্বাণীরূপ কবিতা-মালাতে সেই সত্য যথার্থভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

"ছন্দে ছন্দে আমার মাঝে
ফুটেছে যত গান
... ...
... ...
গুরু কৃপা ধারা নামে
জানাই গ্রন্থাকারে।" পৃষ্ঠা ৩

আরিষ্টটলের মতে, "সাহিত্যে জীবনের রূপ পুনর্বিন্যস্ত হয়ে থাকে," কবিতাগুলি কেবলমাত্র বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গ বাস্তবতার সাথে মিলিয়া অপূর্ব মাধুর্য্যতা সৃষ্টি করিয়াছে। দুই ধারা একত্রে মিলিয়া তাহারই কবিতায় লিখিত হইয়াছে—

অন্তরে বাহিরে ওঠে—
সে সুরেরি তান॥" পৃষ্ঠা ১৫৮

কবিতায় বাস্তবতা নেই। বাস্তব চিত্র মাত্র। কবি নিজেই তাহার কবিতায় সমালোচকের ভূমিকায় মহাসত্যরূপে সমালোচনা করিয়া সমাধান করিয়াছে—

"এতো সত্য; ইষ্টস্পর্শ তাহাতেও আছে।
তাঁর স্পর্শ না থাকিলে সকলি যে মিছে॥" পৃষ্ঠ ২৪৫

এরূপ সত্য তাহার প্রতিটি কবিতার প্রতিটি ছন্দে প্রকাশ ঘটিয়াছে। জীবনের জ্বালায়, যন্ত্রণায়, দুঃখে যাহা যাহা সত্য উপলব্ধি ঘটিয়াছে তাহা অকপটে সহজ সরলভাবে ভাষায় ও কাব্তার ছন্দে ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে।

"জীবের জীবনে যত কিছু ভাবে
হতেছে যা প্রতিক্ষণে,
... ...
স্থূলে সূক্ষ্মে অন্তরে বাহিরে
দেখি যেন অন্তর্যামী॥ পৃষ্ঠা ২৯১

ঈশ্বর জীব দেহে প্রবেশ করিয়া কাম ক্রোধাদি হইতে, দয়া, মায়া, করুনায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে মিলিয়া মিশিয়া ভাবে ভাষায় একাকার হইয়া থাকে ॥ দুর্লভ মনুষ্য জন্মে কবি মহাভাবের অধিকারী হওয়ায়, জীবকুল এবং মনুষ্য সাধনার সার্থক সাফল্য দেখিয়াছে। দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে সত্যকে সঠিকভাবে বুঝিয়াছে, দেখিয়াছে এবং লিখিয়াছে—

এই সত্যই হন্ সৎ-চিদ-আনন্দ—
সাধক সে রস পায়।
মায়া যবনিকা মুক্ত হয়ে ক্রমে—
সে রসেই ভেসে যায় ॥ পৃষ্ঠা ৩৩১

সর্ব্বশেষ তার অভিমান শূণ্যতা ও দীনতা উপসংহারে শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ তাহাকে যে কোন সমালোচনার উর্দ্ধে রাখিয়াছে।

আমি গুরুদেবের চরণপ্রান্তে বসিয়া, কবির মহাজীবনের সাধনার ফল 'গুরু-কৃপা ধারা' গ্রন্থখানি বিশ্বের অগণিত মানুষের কাছে (জগতে একই গুরুদেব) ঈশ্বরের আশীর্ব্বানীরূপে জীবনে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভক্তিতে প্রভাবিত করুক, কবির জীবন সার্থকতা লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা করি।

নিবেদন ইতি—
বিনীত
ডঃ বাসুদেব চক্রবর্তী ডি, ডি, পি এইচ ডি, (বেনারস)
সুপারভাইজার এণ্ড ডাইরেক্টর—
বোর্ড অফ কাশী ধর্মপীঠ এবং কাশী পণ্ডিত সভা
প্রধান সম্পাদক
"শ্রীগুরু সংবাদ"

—প্রকাশকের নিবেদন—

কোন কিছু দেখার মত দেখতে হলে দৃষ্টি করিবার মত একটা বিশিষ্ট স্থান চাই। যে স্থান হইতে যে বস্তুকে দেখিতে হইবে—সেই স্থান হইতে দেখিলে প্রকৃত দেখা হয়। শাস্ত্র এই দেখাকেই "তত্ত্বতঃ-দেখা" বলে। আমি মনে করি কানাইদা তাহাই দেখিয়াছেন।

তিনি একদিন বলেন—"দেখো ভাই পরেশ,—ঠাকুর ঘরে গিয়ে ধ্যানে বসলে, কিছুক্ষণ ধ্যান করার পরে আমার ইষ্টের ধ্যান ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয়ে কবিতাকারে ফুটে ওঠে,—তখন ধ্যানাসনে বসেই কবিতা লেখায় কে যেন বাধ্য করে ও অলক্ষ্যে ভাব ও ভাষা জুগিয়ে দেয়। আর ইষ্টের ধ্যান হয়না। বলতো কি করি ?

বললাম—"যাঁর ধ্যান করতে বসেন তাঁর কথাই তো লিখছেন, একইতো কথা। যাহা দেখিতেছেন ধ্যান-নেত্রে,—তাহাই লিখিতেছেন লেখনী দ্বারা আমাদের জন্য। প্রকৃত তত্ত্ব-পিপাসু-মুমুক্ষুজন আপনার ধ্যানলব্ধ কবিতাগুলি পড়ে নিজ নিজ সাধন পথে জটিলতা ও জড়তা মুক্ত হ'য়ে তত্ত্বের প্রশস্ত-পথ দেখতে পাবে। আমরা ধ্যানে বসলে মন চলে যায় বাটে মাঠে হাটে বাজারে—রাজনীতি তর্কে। আমাদের ধ্যান হয়না। যেটুকু হয় তাও কোন না কোনোরূপ নিজ স্বার্থের জন্য। আর আপনার ধ্যান হয় দশের জন্য।

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা—প্রত্যেকে আমরা পরের তরে॥"

এই মহাজন বানীর অনুকরণে আপনার ধ্যান। অতএব ধ্যান-লব্ধ কবিতাগুলি দিন—আমি দশের জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করি।"

আমার এই প্রকাশ করার বক্তব্যে কানাইদা বললেন "প্রকাশ কর কিন্তু "ব্যবসায়াত্মিকা-ভাব" যেন না থাকে। অর্থাৎ বিনামূল্যে গ্রন্থগুলি অনুরাগী জন ও বিদ্যোৎসমাজে পৌঁছে দিতে হবে." পুস্তক ছাপানর ব্যয় কেমন করে যোগাড় হবে ?

একথা শুনে বলেন "শিশু ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগে তার খাদ্য ও লালন পালনের জন্য "মাতৃস্নেহ ও স্তনসুধা" পাঠিয়ে দেন যিনি,—তিনিই এর ব্যয়ভার বহন করবেন."

এরূপ অমায়িক কথায় ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আমি দ্বিতীয় খণ্ড "গুরু কৃপা ধারা" প্রকাশ করেছি এখন আবার তৃতীয় খণ্ড

"গুরু কৃপা ধারা" প্রকাশ ও আপনাদের হাতে পৌঁছে দেবার ভারও গ্রহণ করলাম। এই গ্রন্থখানি পড়ে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, খৃষ্টান ও ইসলাম সকলেই স্ব স্ব মত ও পথের মধ্যেই প্রকৃত সত্যের "সুগম-পথটি" দেখতে পাবে আশা করি।

দেশের বর্ত্তমান বস্তুবাদের যুগে সাধারণ গৃহস্থ থেকে সমাজ রাষ্ট্র সকলেই শান্তির "শীতল ছায়া" বঞ্চিত হয়ে "অশান্তির মরুভূমিতে" বিচরণ করছে। কিন্তু প্রকৃত শান্তি আছে ধর্ম্মের মধ্যে। সেই ধর্ম্মলাভ করতে হলে প্রথমেই চাই মনুষ্যত্ব, তৎসহ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রসঙ্গাদি করার প্রয়োজন।

আমাদের এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা উক্ত প্রয়োজনে কিঞ্চিৎ ইন্ধন যোগানো; - শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনকালে কাঠ-বিড়ালীর প্রচেষ্টার মত।

তৃতীয় খণ্ডের প্রতিটি কবিতা আমি মনোযোগ সহকারে পুনঃ পুনঃ পড়ে বড়ই তৃপ্তি পেয়েছি, তাই আশা করি আপনারা নিরপেক্ষ ভাবে মর্ম্ম উপলব্ধির চেষ্টা করলে পরিতৃপ্ত হবেন। সকলের কাছে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই গ্রন্থের মধ্যে লেখকের বা আমার যে কোন রকমের ভুল ভ্রান্তি বা দোষত্রুটি লক্ষ্য হলে,- উপেক্ষা না করে দয়া করে আমাদের জানাবেন। তাহা সংশোধনের চেষ্টা করবো।

সবশেষে স্বামী বিবেকানন্দের দুটি বাণী এখানে উল্লেখ করে আমার নিবেদন শেষ করছি—

১। তিনিই বাস্তবিক মহান, যাঁহার নিঃস্বার্থ সহানুভূতি আছে। তিনিই বাস্তবিক মহান, যিনি আপনার চক্ষে আপনি অতি ক্ষুদ্র এবং উচ্চপদ লাভরূপ সম্মানকে অতি তুচ্ছ বোধ করেন। তিনিই যথার্থ পণ্ডিত, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হন্ এবং আপনার ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করেন। —"সত্যের শিক্ষা"—

২। ধন অর্জ্জন খারাপ নয়, কারণ—এ ধন বিতরণের জন্য। গৃহস্থ জীবনও সমাজের কেন্দ্র। ধন উপার্জ্জন করে তা সৎভাবে ব্যয় করাই তাঁর উপাসনা, কারণ,—সন্ন্যাসী গুহায় বসে প্রার্থনার দ্বারা যে কাজ করে গৃহস্থ সৎ উপায়ে ধন অর্জন করে সৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করে সেই কাজই করে; এই উভয়ক্ষেত্রেই ঈশ্বর-ভক্তিজাত আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ দেখিতে পাই। —"কর্মযোগ"—

নিবেদন ইতি
শ্রীপরেশ চন্দ্র পাল

"জয় গুরু"

ভূমিকা

[স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী]*

শ্রীগুরুচরণ মধুপ ভক্ত সাধুখাঁ কানাইলাল,
লভি শ্রীগুরুর স্নেহাশীর্ব্বাদ অপার করুণা ধারা।
লিখে চলেছেন খণ্ডে খণ্ডে রাখিয়া সমান তাল,
কবিতা গ্রন্থ 'গুরু কৃপা ধারা' হইয়া আত্মহারা।।

সদ্‌গুরু স্বামী নিগমানন্দ জীবন-দেবতা তাঁর,
অন্তরেরও অন্তরতম অন্তস্তলেতে বসি—।
করেছেন তাঁর চিত্তকমল বিকশিত রসাধার,
তাঁহার কৃপায় হৃদয়গ্রন্থী গিয়াছে তাঁহার খসি।।

তাঁর চরণেই নিবেদিত তাঁর উপাদেয় এই গ্রন্থ,
উৎসর্গেতে হৃদয় খুলিয়া লিখেছেন তাহা তিনি।
গ্রন্থ নয়তো অনুপম যেন পরমামৃত মন্থ,
অথবা মধুর কলনিনাদিনী স্নিগ্ধা-স্রোতস্বিনী।।

সত্যদ্রষ্টা সত্যানন্দ মহীয়ান গুরুবর,
অতি স্নেহভরে কৃপা বরষিয়া দিয়েছেন তাঁরে দীক্ষা।
ভক্তের মহানামব্রতজীউ বুঝে তাঁর অন্তর,
দিয়ে চলেছেন প্রতিনিয়তই অমৃতময়ী শিক্ষা।।

এ-দুই গুরুর স্নেহ ভালবাসা কৃপার পরশ লভি,
ধন্য শান্ত তৃপ্ত হয়েছে তাঁহার জীবন খানি।
হয়েছেন তিনি শ্রুতির ভাষায় "মনীষী এবং কবি,"
বিগলিত প্রাণ যুগপৎ মহাপ্রেমিক এবং জ্ঞানী।।

তৃতীয় খণ্ড ভূমিকা লিখিতে করেছেন অনুরোধ,
প্রদীপ জ্বেলে কি স্বয়ং-প্রকাশ সূর্য্যে দেখাতে হয়?
পাঠকবর্গ গ্রন্থ পড়িয়া করিবেন রসবোধ,
প্রতিটি কবিতা দিবে যে তাহার আপনার পরিচয়।।

"যাহা সত্য" এই হৃদয়গ্রাহিনী কবিতার মাধ্যমে,
জানিলাম তিনি বিশ্বজননী মায়ের পরম ভক্ত ।
তাঁহারই করুণা ইচ্ছাশক্তি হৃদয়ে তাঁহার নেমে,
করেছেন তাঁরে ঝরণা ধারায় কবিতা লিখিতে শক্ত ।।

গ্রন্থারম্ভে যুক্ত সূক্ত "মহাজন বাণী মালা,
করিবে সবার চেতোদর্পণ মার্জ্জিত নির্ম্মল ।
জুড়াইয়া দিবে হৃদয়ের সব তাপ সন্তাপ জ্বালা,
করিবে তাহারে শান্ত স্নিগ্ধ সাতিশয় সুশীতল ।।

গ্রন্থের শেষে সন্নিবিষ্ট "ঘটনা ও প্রার্থনা",
উপসংহারে চরম এবং পরম শরণাগতি ।
সবার হৃদয়ে এঁকে দিবে প্রেম-সম্প্রীতি-আলপনা,
হইবে সবার শ্রীগুরু চরণে ভক্তি মতি ও রতি ।।

জ্ঞান ও ভক্তি পুষ্পে গ্রথিত অপরূপ এই হার,
সুরভিতে ভরা অতি মনোরম সুন্দর অনুপম ।
দিয়াছেন তিনি সকলের করে প্রীতিসহ উপহার,
খুলে দিবে ইহা সত্যদৃষ্টি নাশিবে চিত্ত ভ্রম ।।

ভগ্ন-স্বাস্থ্যে বেশী লিখিবার শক্তি আমার নাই,
অথচ কিছু না লিখিলে যে তিনি পাইবেন মনে ব্যথা ।
স্নেহবশে অতি সংক্ষেপে কিছু লিখিতে হইল তাই,
দৈন্যপূর্ণ অতি নগণ্য সামান্য দুচার কথা ।।

গুরু কৃপা ধারা কবিতার মালা দুলুক সবার গলে,
সকলে লভুক পরমানন্দ শান্তি এবং তৃপ্তি ।
কঠিন হৃদয়ও ইহার পরশে যাক সবাকার গ'লে,
পাঠকগণের অন্তর মাঝে ফুটুক জ্ঞানের দীপ্তি ।।

* "মোহান্ত"—আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ।
* "সম্পাদক"—সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র 'আর্য্যদর্পণ' মাসিক পত্রিকা ।

"জয় গুরু"

শ্রীযুক্ত কানাইলাল সাধুখাঁ (কানাই দা) রচিত "গুরু কৃপা ধারা" নামে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দুইখানি গ্রন্থ ইতি পূর্ব্বে প্রকাশ হয়েছে, এবার তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁহার তিনখানি গ্রন্থের সমুদয় কবিতাগুলি পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে তিনি আত্মা বা প্রাণকে তাঁহার লেখার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে উল্লেখ করেছেন। এই প্রাণই যে বিভিন্ন নাম রূপে আমাদের সকলারই আরাধ্য, এ তত্ত্বটি বোঝাতে চেয়েছেন। মূল সত্য না বুঝে আমরা অযথা বা ভুল বশে বিরোধ করে থাকি।

এই ভুল যখন আমরা নিজের বোধে বুঝতে পারি, তখনই তার সমাধানের প্রচেষ্টা আসে। এখানে তাহা লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র সম্মত ভাবে ভগবৎ প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি—

"আত্ম তত্ত্ব"

পুরুষ এবং প্রকৃতিকে সঠিকভাবে জানার নাম 'আত্ম জ্ঞান'— অর্থাৎ আমি কে? "আমি সোহহং" অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই আমি। এইরূপ প্রজ্ঞার নাম আমি বা সমাধি।

যিনি পুরুষোত্তম্ তিনি পরমাত্মা, ব্রহ্ম, নিরঞ্জন প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। তাঁহার সেই নিরঞ্জন-সত্ত্বা হইতে তিনি যখন প্রকৃতি বা শক্তিরূপ গ্রহণ করেন তখন তাঁহার নাম হয় "মহামায়া"।

অতএব পরমাত্মা ও মহামায়া অভিন্ন। পরমাত্মা নির্গুণ ব্রহ্ম আর মহামায়া সগুণ ব্রহ্ম, এই মহামায়াই শক্তি। যতক্ষণ সাধনা আছে, দেহ আছে, চিন্তা আছে, শাস্ত্র আছে, ততক্ষণ আত্মাই মায়ারূপে অভিব্যক্ত। যখন পরমাত্মা—তখন শাস্ত্র নাই, সাধনা নাই, ভাষা নাই, চিন্তা নাই।

ভাষা চিন্তা বা সাধনার মধ্যে আসিলেই আত্মা মায়ারূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। এই পরমাত্মাই দেবী সূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও

চণ্ডীতে ইনি মহামায়া রূপে অভিবর্ণিত হইয়াছেন। এই মহামায়াই প্রথম অহংবোধে ফুটিয়া উঠেন। অহংবোধটি ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্বরূপ তাহা অবাঙ্মনসগোচর।

যেই অহংবোধ জাগিল, অমনি অঘটন ঘটন পটীয়সী মহামায়া প্রকাশ পাইলেন। সেই প্রথম যে অহংবোধ ফুটিয়া উঠিল ঐ আমিটি মহান ও এক। তখন দ্বিতীয় আর একটা আমি ছিল না। উহার অর্থাৎ সেই এক আমির ইচ্ছা হইল—বহুভাবে প্রকাশ হইব, বহুত্বের খেলা খেলিব। এই ইচ্ছা লইয়া উনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে প্রকাশ হইলেন। ইহাই তান্ত্রিকগণের কারণার্ণবে মহাকালীর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে প্রসব। এই প্রসব বা প্রকাশ নির্গুণের ত্রিগুণাশ্রয়। যাহা অব্যক্ত ছিল তাহাই ব্যক্ত হইল।

এই অব্যক্তরূপা মহাপ্রাণময়ী মহামায়াই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র অধীশ্বরী। মহামায়াই ঈশ্বর, মহামায়াই ব্রহ্ম। আমরা যে জীব আমি জীব আমি—করি তাহা—কে? মহামায়া। এই মহামায়াই জীব আমি, ঈশ্বর আমি, পরম আমি।

এই আমিই আমাদের ইষ্টদেব এবং ইনিই আমাদের হৃদয় অনুভূত প্রাণ। এই প্রাণের কথাই পঞ্চানন পঞ্চ মুখে কীর্ত্তন করেন। বেদ পুরাণ উপনিষদ তন্ত্র গীতা চণ্ডী সকলের বিষয় বস্তু এই প্রাণ। এই প্রাণই মহামায়া। এই প্রাণকেই আমরা "প্রাণকৃষ্ণ" বলি। এত নিকটে তিনি এত আপন তিনি,—তাঁর সত্ত্বায়, তাঁর অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব, তিনি আছেন বলিয়া আমাদের দেহমন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, স্ত্রীপুত্র, ধন যশ ইত্যাদি যত কিছু সবই আছে। এগুলি যে আমাদের প্রাণের প্রকাশ বা প্রাণ,—তাহা না বুঝিয়া এই প্রাণকে ভুলিয়া আমরা দেখিতেছি দেহ, মন, বুদ্ধি, স্ত্রী, পুত্র ধন যশ ইত্যাদি—অর্থাৎ জগৎ বা বিষয়। হায় কপাল! কিছুতেই বুঝি না—ইহা মায়ের আকর্ষণ।

অব্যক্তা প্রাণময়ী মা আমাদের মুক্তি দিবার জন্য ব্যক্তরূপ ধরিয়া কহিতেছেন—"এই তো আমি বিশ্বরূপে, জগৎরূপে—এত নিকটে

রহিয়াছি। আমাকে দেখিয়াও খুঁজিতেছিস্? বাঃ বেশতো! ও খোঁজার দৃষ্টি বন্ধ কর্। বন্ধ করে স্থূল সূক্ষ্ম কারণে সর্বত্র প্রাণ বলে আমাকে দেখ্, মা বলে আমাকে ডাক—সত্যি বলছি আমাকে পাবি, আমাতে মিলে যাবি।"

হায় হায় মাগো! ইহার পর আর কিছু জানিবার নাই, শুনিবার নাই, বলিবার নাই, বুঝিবার নাই। শুধু এই ভাবে দেখিবার অভ্যাসটুকু স্বভাবে আসিলে বুঝিতাম আমাদের ঐ একটুখানি প্রাণই-বিশ্বপ্রাণ। চিত্ত বলিতে, অহংকার বলিতে, বিশ্ব বলিতে, চিত্ত-বৃত্তি বলিতে, চিত্ত-বিক্ষেপ বলিতে—সবই আমাদের প্রাণ। প্রাণ ব্যতীত, মা ব্যতীত আমাদের ও জগতের পৃথক কোন সত্ত্বা নাই। এই প্রত্যয় যতদিন না আসিবে ততদিন বার বার জন্ম মৃত্যু ঘটিবে ও ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে হইবে।

সাধনা সাধনা করিয়া—সাধনা হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা একান্ত সন্নিহিত প্রত্যক্ষ ভগবানকে ছাড়িয়া,—তাঁহাকে পাইবার জন্য অন্ধের মত হাতড়াইতেছি, এখানে সেখানে ছুটিয়া তাঁহাকে খুঁজিতেছি এবং ভাবিতেছি কোন্ সপ্তমস্বর্গের পরপারে তিনি।

শাস্ত্রে আছে-অন্তরে যিনি প্রাণ, বাহিরে তিনি বিষ্ণু। বিষ্ণু অর্থে ব্যাপক। ইহার ভাবার্থ,-অন্তরের অব্যক্ত প্রাণই বাহিরে বিশ্বদৃশ্য রূপে ব্যাপ্তিশীল। এই জগৎই তাঁহার মূর্ত্তি; তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ", "ময়া ততমিদং সর্ব্বং" "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" ইত্যাদি মহাবাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। গীতায় শ্রীভগবান প্রাণের এই ব্যাপকতাকেই বিশ্বরূপে দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীভগবান তাঁহার এই অব্যক্ত প্রাণময় ভাবকেই ব্যক্ত করিয়াছেন বিশ্বরূপে।

ভ্রম বশতঃ প্রাণের ব্যাপকতায় দৃষ্টি না রাখিয়া ব্যষ্টি নাম ও রূপকে মাত্র অজ্ঞানতা বশে আমরা ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করি, আর সবকে দূরে রাখি। গীতায় শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥" গীতা ৭।২৪
"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্॥" গীত ৯।১১

এই ব্যক্তিভাবে লওয়ার অর্থ—একটি ব্যষ্টি-মূর্ত্তিকে মাত্র ঈশ্বর ভাবা। অবশ্য সাধনার শিশু অবস্থায় ইহার প্রয়োজন স্বীকার্য্য। ক্রমশঃ আমাদের সাধনার অগ্রগতি-পথে আগাইতে হইবে "যত্র জীব তত্র শিব", "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে—তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"—এই লক্ষ্যে লক্ষ্য না থাকায় সাধনা করিয়াও আমরা চক্ষুষ্মান হই না। প্রাণই যে সব,—না দেখিয়া ব্যষ্টি মূর্ত্তি লইয়া আমরা অন্ধ থাকি। এই ভ্রম সেদিন যায় যেদিন মা আমার দয়া করিয়া গুরুরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহার অজ্ঞানান্ধ-চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা উন্মীলিত করিয়া দেন।

সে-ই, মাত্র সে-ই—বিশ্বের প্রতি অনু পরমাণুতে মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পায় ও নিয়ত আনন্দে নিমগ্ন থাকে। তখনই "নিত্যানন্দের" কৃপা অনুভব হয়। শ্রীগীতায় এই ভাবের উক্তি আছে—

"ইদন্তুতে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥
অশ্রদ্ধধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥"

গীতা ৯ম অঃ—১।২।৩

যাহা হউক সার কথা এই যে, দিবা রাত্রির মধ্যে অন্ততঃ একবার যদি এই সংগ্রাম অর্থাৎ উপরোক্তভাবে প্রাণকে,—প্রাণের বা ইষ্টের ব্যাপকতাকে দেখিবার অভ্যাস করা যায়, তবে সাধন মার্গ নিশ্চয়

অতিশয় সুগম হইয়া যাইবে। এই অভ্যাস স্বীয় প্রভাবে স্বভাবে পরিণত হইয়া আত্মপ্রত্যয় আনিয়া শান্তি ও আনন্দ দান করে; ইহার নাম 'ভজত্বং' অর্থাৎ মা তুমি আমাকে ভজনা কর; কেননা—প্রাণ না থাকিলে আমাদের কিছুই থাকে না। এই প্রাণই একদিকে বিশ্বদৃশ্য সাজিয়া অন্যদিকে দ্রষ্টা হইয়া নিজেই নিজেকে দেখিতেছেন, ভোক্তা হইয়া নিজেই নিজেকে ভোগ করিতেছেন—ইহারই নাম স্বগতভেদ বা লীলা।

ঠাকুর রবীন্দ্র নাথ তাই বলিয়াছেন—" আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে—আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান"। এই দ্রষ্টাও দৃশ্যের একাত্ম প্রত্যয় রূপ যে মিলন তাহাই যোগ অর্থাৎ বহুর এক হওয়া। এই একই সর্ব্বভাব-বিনির্ম্মুক্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা; ইনিই হচ্ছেন আমি। ইনি সত্য শাশ্বত, ইহাতে নিত্যযুক্ততা উপলব্ধি করাই 'ব্রাহ্মীস্থিতি'।

তাই বলি মাগো—তুমি আমাকে ভজনা কর। তুমি (এখানে তুমি অর্থে প্রাণ বা ঈশ্বর) আমাকে ভজনা করিলেই এই মিথ্যা আমিটি হারাইয়া যাইবে। আমি যদি তোমাকে ভজনা করিতে যাই (এখানে আমি অর্থে জীবভাব) তবে ওটি থাকিয়া যায়।

তাই ঋষিরা প্রার্থনা করিয়াছেন "মা তুমি প্রকাশিত হও, তুমি আবির্ভূত হও, তুমি এস।" এইভাবে স্বগত ভেদে প্রাণ দিয়া প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণের প্রতিবিম্ব বিশ্বদৃশ্যকে, প্রাণ দিয়া দেখিবার অভ্যাস বা সাধনা না থাকিলে অর্থাৎ প্রাণ ব্যতীত, মা ব্যতীত আমার বা জগতের কোন সত্ত্বা নাই, একমাত্র প্রাণই সব;—এরূপ উপলব্ধি না আসিলে দীর্ঘকাল বেদান্তাদি অধ্যয়ন, জপধ্যান, তপস্যা করিলেও অন্তর হইতে ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয় না।

মা—মাগো! এতদিনে বেশ বুঝিতে পারিলাম, তোমার স্তব তোমার সাধনা তুমিই কর। তুমি যদি নিজেই নিজেকে প্রকাশিত না কর—নিজে ইচ্ছা করিয়া ধরা না দাও, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে তোমাকে ধরিতে বা বুঝিতে পারে

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" যত শাস্ত্র জ্ঞান, যত বেদ অধ্যয়ন, যত কঠোর তপস্যা হউক না কেন, যদি তুমি পূর্ব্বোক্তভাবে আকর্ষণ না কর এবং কৃপা করিয়া ধরা না দাও তবে কাহারও সাধ্য নাই যে তোমাকে জানিতে বুঝিতে বা ধরিতে পারে।

"তুমি কৃপা কবে ধরা নাহি দিলে
দেবতা বা নরে ধরিতে না পারে।
তুমি গুণাতীতা ত্রিগুণে ভূষিতা—
—হয়ে মা সাকারে আছ নিরাকারে॥

বেদ ও বেদান্ত স্বরূপ একান্ত
বোঝাতে বোঝাতে হ'ল সবে শ্রান্ত।
তোমার অ-রূপ স্ব-রূপ কিরূপ
মীমাংসা-মীমাংসা করিতে না পারে॥

সে অরূপ রূপ অব্যক্ত স্বরূপ
কিরূপে বুঝিব মন যে বিরূপ।
এ বিরূপ মনে জাগো নিশি দিনে
বোঝা হবে সোজা তব সঙ্গগুণে॥

কৃপা কর দাসে "কমল" সন্ত্রাসে
আঁখিনীরে ভাসে-এসে ভববাসে।
ওগো ও জননী ধরা দাও তুমি
এ মিনতি শুধু ও চরণ-পরে॥

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।
ঝোড়হাট—হাওড়া।
(ব্রহ্মর্ষি সত্যদেবের তত্ত্বাবলম্বনে)

—ঃ ভ্রম সংশোধন ঃ—

পাতার নং	কোন লাইনে	হয়েছে	যা হবে
৫	৬	চবণ	চরণ
১৪	১২	সব সকম	সব রকম
১৭	১	বিরাইট	বিরাট
২২	১৬	সূক্ষ্ম কপা	সূক্ষ্ম কৃপা
২৫	১১	অব্রক্ষ	আব্রক্ষ
২৭	১	মাস্ত্র	মাত্র
৪২	২০	যাদ	যদি
৮০	২০	একসেবাদ্বিতীয়ম্	এক মেবাদ্বিতীয়ম্
১৬১	১১	রষ	রয়
১৬৮	৭	তাই চা থাকে	তাই না থাকে
১৭৮	২২	রয়েছে হে হরি	রয়েছো হে হরি
২৩৪	১৯	মায়ার বলে	মায়ার বশে
২৪৭	১	বোলে	খোলে
২৪৮	দ্রষ্টব্য	১।১২	২।১৬
২৯১	১৭	মনুষ্যত্বে স্থিত হরে	মনুষ্যত্বে স্থিত হলে তবে
২৯১	২০	ক্রুমে	ক্রমে
৩১৯	১২	এ দেহেতে আসে নাই	এ দেহেতে আসো নাই
৩৩০	২৩	'দিয়ে	দিতে

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

গুরু প্রণাম

সকলেই গুরু মোর সাধু পাপী কিংবা চোর
সকলারই পরিণাম, শিক্ষা দেয় মোরে।
শিশু হতে বৃদ্ধাবধি মিশি যথা নিরবধি
সর্ব্বত্রই "গুরুকৃপা" ঝরে মোর শিরে।।
যা আছে এ বিশ্বময় সবে মোর গুরু হয়
সবা কাছে আমি যেন কিছু শিক্ষা পাই।
তাই আমি নতশিরে গুরুবোধে সবাকারে
সশ্রদ্ধ হৃদয়ে আজি প্রণাম জানাই।।

শ্রীগুরু পদাশ্রিত
শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ

প্রকৃত সত্য

ছন্দে ছন্দে আমার মাঝে
ফুটছে যত গান।
যে যাই বলুক, আমি জানি—
গুরু কৃপার দান।।
গুরুর গাওয়া এ গানগুলি—
শোনাতে সবারে।
"গুরু-কৃপা-ধারা" নামে—
জানাই গ্রন্থাকারে।।

—কানাই—

উৎসর্গ

ঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীচরণে

হে গুরো—

তোমার "কৃপা-সাগর" উজিয়ে এসে
ভিজিয়ে দিল শুষ্কচর।
তারই সাথে যে বীজ দিলে
পড়লো এসে তার উপর ॥
সেই বীজের এই চারা গাছে
যে ফুল ফুটেছে।
তোমার গলায় পরাতে, দীন
এ মালা গেঁথেছে ॥

তোমার সভায় বসে আছে
অনেক মহান গুণী।
এ মালা হাতে সেথায় যেতে
নিজেয় হেয় গণি।
তাই আজি হে দূরে থেকে
প্রণাম করে যাই।
মালাখানি শ্রীচরণে
উৎসর্গ জানাই ॥

গুরু চরণাশ্রিত
দীন—"কানাই"

"জয় গুরু"

হে গুরো—

নিরাশায় আশা তুমি—
অকূলেতে কূল।
তুমি হে মঙ্গলময়—
ভেঙে দাও ভুল॥
কি আর চাহিব দেব—
তোমার চবণ তলে।
তুমি যার সে আবার—
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে॥

এই মাত্র ভিক্ষা মাগি
যেভাবে যখন থাকি।
তুমিই আমার তাই—
সদা যেন মনে রাখি॥

ওগো দয়াময় তুমি থাকো কাছে কাছে
আলো করি আমার জীবন।
সম্পদে বিপদে কিংবা অন্ধকার রাতে
চিরজ্যোতিঃ রহ অনুক্ষণ॥

—"সংগ্রহ"—

যাহা সত্য

জীবনপথে লীলা তোমার
যখন যেমন দেখি ।
সেই আবেশে অবশেতে—
ততটুকুই লিখি ।।
লেখনী মুখে তোমায় দেখে
নিজেরে যাই ভুলে ।
তোমার কথা করতে প্রকাশ—
তোমায় দেখি মূলে ।।

এম্‌নি করে ভুবন ভরে—
কতই না প্রকারে ।
অহর্নিশি করছো লীলা—
কে বর্নিবে তারে ।।
যেটুকু যেথায় প্রকাশ করতে—
তোমার ইচ্ছা হয় ।
"আধার-বিশেষ" মাঝে সে ভাব—
স্বতঃই উপজয় ।।

আপন লীলার বশে বশে—
সবায় রাখো তুমি ।
তোমার শক্তি মাঝে সবাই—
বেড়ায় হেথায় ভ্রমি ।
তাইতো মাগো ;—আমি লিখি
এই ধারণা মিছে ।
তোমার শক্তি তোমার ইচ্ছায়—
এ লেখা লিখিছে ।।

নিবেদন

আর ঘুমায়োনা মাগো—
জাগো দয়া ক'রে।
আমি ছেড়ে তুমি হয়ে—
বস' হৃদিপুরে।
এ আমিত্বের ক্ষীণ-ঘোর—
রবে যতদিন।
লীলাময়ী রূপে দেখা—
দিও ততদিন ।।

আমার প্রার্থনা মাগো—
এখানেই শেষ।
নিঃসর্ত্তে চরণে তব—
দিনু অবশেষ ।।
চিরসত্য যা হতেছে—
অন্তহীন লীলা।
স্ব-মায়ার আবেশেতে—
হেথা দুটি বেলা ।।

জননীগো করুণায়
এ সন্তানে নিয়ে—
একধারে শুধুমাত্র—
রাখো মা বসায়ে ।।
তারপরে যেথা নেবে—
সে ইচ্ছা তোমার।
স্বর্গ বা নরকে রাখো—
বাধা নাই আর ।।

মহাজন বাণী

এই জগৎ-লীলা আনন্দ-স্বরূপের আনন্দ-লীলা, জীব যখন ইহা বুঝে যে সে এই খেলার সাথী তখনই মানব জীবন সার্থক হয়।

'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হ'ল ধন্য হ'ল মানব-জীবন।'

—ভাগবত জীবন কথা—

ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিণ্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এই জন্য কৃচ্ছ্র সাধনাকে যখন কোন ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচার বিচারকেই মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে আবদ্ধ করে রাখে; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে—এইজন্য সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয়; নিয়ম পালনের একটা অহংকার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়ম পালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই সকল নিয়মকে "ধ্রুব-ধর্ম" বলে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।

—রবীন্দ্র রচনা থেকে—

পাপী ও অসৎ লোকই বাহিরে পাপ দেখিতে পায়, কিন্তু সাধু পাপ দেখিতে পান না। অত্যন্ত অসাধু পুরুষেরা এই জগৎকে নরকরূপে দেখে, যাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহারা ইহাকে স্বর্গরূপে; আর যাঁহারা পূর্ণ সিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা জগৎকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর রূপে দেখেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ—

আন্তরিকতা থাকিলে এবং ইচ্ছার প্রাবল্য হইলে সকল সুবিধা হইয়া থাকে। প্রভু অন্তর্যামী, তিনি ভিতর দেখেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ভিতর থেকে তাঁকে যেরূপ প্রার্থনা জানাইবে, দেখিবে শীঘ্র অথবা বিলম্বে সে বাসনা তিনি পূর্ণ করিবেনই করিবেন।··· ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া তাঁহাকেই অন্তরে বাহিরে সতত অনুধ্যান করিয়া জীবন ধন্য কর—ইহাপেক্ষা আর অধিক কি প্রার্থনা থাকিতে পারে?

—"স্বামী তুরীয়ানন্দ"—

শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরু সতত তোমার হৃদয়ে বসিয়া আছেন, তুমি তাহা অনুভব করিতে সতত যত্নবান হও।

অহংকার আর অভিমানই আত্মসমর্পণের প্রতিবন্ধক।

গুরু শক্তি সর্ব্বদাই ধাবিত হচ্ছে; গুরুকে সর্বভূতে দেখিয়া গুরু বুদ্ধিতে বা ভগবদ্ বুদ্ধিতে সকলের সেবা করিবে।

সেবা বুদ্ধিতে জাগতিক সব কর্ম করলে তাই ভগবৎ-আরাধনা বলে গণ্য হয়। সংসারের সব কাজই যখন ঠাকুরের বলে ধারণা হয়ে যাবে, তখনই ভাব পাকা হবে।···তোমার পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিজনের সেবার নিমিত্ত যে টাকা আসে, তাহাও ঠাকুর সেবার

নিমিত্ত আসিতেছে এই বোধ রাখিবে। তোমার নিজের শরীরের জন্য যে সেবার দরকার হয়...তাহাও যখন করিবে ভগবৎ সেবা বোধেই করিবে। এই দেহরূপ মন্দিরটাতে তিনি বাস করিতেছেন —এইটি তাঁর মন্দির বোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে ও রক্ষা করিতে হইবে - এরূপ সেবা বুদ্ধি লইয়া চলিবে।...যখন যে কার্য্য যে কোন ব্যক্তি দ্বারা সাধিত হয় তাহা বাস্তবিক ভগবৎ প্রেরিত— এইরূপ মনে করিয়া নির্বিকার চিত্তে থাকিতে পারিলে চিত্ত শান্ত হইয়া প্রকৃত শরণাগতির ভাব আসে।

—"শ্রীশ্রীসন্তদাস কথামৃত"—

মানুষ দুদিনেই প্রতিষ্ঠা চায়, প্রভুত্ব চায়। এই জন্যেই সমর্পনের ধারা ধ'রে চলতে এত আপত্তি। এই অপূর্ণতা নিয়েই কত মানুষ পূর্ণতার অভিনয় করে যায়। কিন্তু হলে কি হবে সেই জীবনের কোন সাত্ত্বিক প্রেরণা সঞ্চারের ক্ষমতা নেই।

অভিনয়ে একদিন আত্মগ্লানি হয়ই। তোমরা অভিনয় ছাড়ো, নিখুঁতভাবে মানুষ হয়ে উঠ। সত্যকে আশ্রয় কর, সত্য লাভ ক'রে এই মর্ত্য জগতে অমৃতানন্দ অনুভব কর।

—ঠাকুর নিগমানন্দ—

যে অনুষ্ঠানে প্রাণের স্ফূরণ হয় না, ভাবের বিকাশ হয় না, সেই অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী আমি মোটেই নই। মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে হৃদয়ে ভাব পোষণ করবার আপ্রাণ চেষ্টা কর। জীবনে জ্ঞান ও প্রেমের বিকাশ যাতে হয়, তার জন্য আজ থেকে বদ্ধ পরিকর হও। জেনে রেখো শঙ্কর গৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তিই আমাদের লক্ষ্য নয়, তাঁদের ভাব প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য।

—ঠাকুর নিগমানন্দ—

পুঁথিগত জ্ঞানীর অভাব নাই। তাহারা কি জগতের অবিদ্যা মালিন্য দূর করিতে সক্ষম? অবিদ্যাকে দূর করা যায় জ্ঞানের আলোকে, সেই জ্ঞানের দীপ্তিতে তোমাদের অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক, ইহাই আমার আশীর্বাদ।

—ঠাকুর নিগমনন্দ—

বন্ধনাদি বাহিরে কোথাও নাই, সমস্তই ভিতরে থাকে। আপনার মনে বন্ধন, ভ্রান্তিবশতঃ বাহিরে অনুমিত হয় মাত্র। আপনার সুকৃতি বলে এবং ভগবৎ কৃপায় যখন মন নির্মল হয়, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বুঝিতে পারিলেও বন্ধনমুক্ত হওয়া সহজ নহে। গুরুর ও নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা থাকিলে তবে বন্ধনমুক্তি ঘটে।

…সংসারের অনিত্যত্ব বুঝিয়া যে নিত্যধন লাভ করিবার জন্য সর্বত্যাগী হইয়াছে—তাহাই তাহার সৌভাগ্যের পরিচয়।

—"স্বামী তুরীয়ানন্দ"—

তুমি যদি সত্যিই পবিত্র হও, তাহলে তুমি অপবিত্র দেখবে কি করে? কারণ ভেতরে যা থাকে, তাই থাকে বাইরে। আমাদের নিজেদের ভেতরেই অপবিত্রতা না থাকলে আমরা কখনও বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পারি না। এইটি বেদান্তের একটি ব্যবহারিক দিক এবং আমি আশা করি, আমরা সকলেই এটি জীবনে রূপায়িত করতে চেষ্টা করব।

পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ।

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু
সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ
কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।

আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাই। আমি সারা জীবন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই দেখিনি, তুমিও দেখনি। এই চেয়ারটাকে দেখতে হলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বর দেখতে হয়, তারপর তাঁরই ভেতর দিয়ে চেয়ারটিকে দেখতে হয়। তিনি দিনরাত জগতে থেকে 'আমি আছি, আমি আছি' বলছেন। যে মুহূর্তে তুমি বল আমি আছি, সেই মুহূর্তেই সেই সত্তাকে জানছ। কোথায় আমরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাবো, যদি আমরা তাঁকে আমাদের হৃদয়ে, সমস্ত প্রাণীর ভিতরে না দেখতে পাই ?

—স্বামী বিবেকানন্দ—

সমস্ত মন ঢেলে তাঁকে ডাকতে পার ? 'ডাকা' মানে কি জান ? ডাকা মানে ভগবানে আত্মসমর্পণ করা। মন্ত্রের অর্থই যে তাঁতে আত্মসমর্পণ করা, নিজেকে ভগবানে আহুতি দেওয়া—আহুতি দেওয়া মানে একীভূত হয়ে যাওয়া। অগ্নিতে যা আহুতি দেওয়া হয়—তা অগ্নিতে মিশে যায়, কিনা অগ্নির স্বরূপই হয়ে যায়। ...অগ্নিসংস্পর্শে

ময়লা পুড়ে যায়। ভগবান সর্বদোষরহিত। কোন মলিন সংস্কার তাঁতে থাকবে কি করে? সুতরাং তাঁতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে যিনি সমর্পণ করবেন, আহুতি দেবেন, তিনি তো তখনই ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হবেন।

তাঁর মনে আর কু-সংস্কার থাকবে কিরূপে? যে-মুহূর্তে তিনি নিজেকে শ্রীগুরুচরণে, শ্রীভগবৎ-চরণে (গুরু ও ভগবান একই জানবে) সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন, নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু কই সেই ত্যাগ—সেই সমর্পণ। ···যিনি অহংকার-অভিমানশূন্য হয়ে গুরুচরণে সর্বস্ব সমর্পণ করেন, তাঁকে গুরু তৎক্ষণাৎ আত্মসাৎ করেন। অহংকার ও অভিমানই তো মানুষকে প্রমত্ত ও বিষয়াভিমুখ করে রাখে। অহংকারই মানুষকে দীন সেবক হতে দেয় না।

—সন্তদাস কথামৃত—

যেমন ব্রহ্ম সত্য এবং ব্রহ্মের বিভূতিরূপে জগৎ সত্য, তেমনি তার কেন্দ্রে চিদ্‌ঘন বিগ্রহরূপে জীবও সত্য। জীব সত্য, জীব ব্রহ্ম, জীব চিন্ময়, জীব আনন্দময়—এই তার স্বরূপ। এই স্বরূপ বিরূপ হয়েছে খণ্ডবোধের দরুন। আমরা ভূমা হয়ে নাই, বৃহৎ হয়ে নাই—আছি ‘অল্প’ হয়ে, ‘জগুপ্সিত’ বা সঙ্কুচিত হয়ে। তাই আমরা চঞ্চল, আমরা মূঢ়, আমরা নিরানন্দ। এক অক্ষোভ্য, আনন্দসত্তা আমাদের স্বরূপ; কিন্তু প্রাকৃত ভূমিতে এই আনন্দই আমাদের চেতনায় জাগে সুখ দুঃখ আর উপেক্ষার এলোমেলো সাড়া হয়ে। জীবনের অনুকূল আর প্রতিকূল বেদনায় সুখ আর দুঃখের দ্বন্দ্ব, আর অসাড়তার উপেক্ষা —এই হল প্রাকৃত অনুভবের রীতি।

—শ্রীশ্রীঅরবিন্দের রচনা থেকে

সমস্ত উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া এবং অপরের কল্যাণ করা। দরিদ্র, দুর্বল, রুগী—সবার মধ্যেই যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই ঠিক ঠিক শিবের উপাসনা করেন। আর যে কেবল প্রতিমার মধ্যে শিবের উপাসনা করে, তার উপাসনা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। যে কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তার চেয়ে যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একজন দরিদ্রকেও শিববোধে সেবা করে, তার প্রতি শিব বেশী প্রসন্ন হন।

এক ধনী ব্যক্তির একটি বাগান এবং দুটি মালী ছিল। তাদের মধ্যে একজন খুব অলস, সে কোন কাজই করত না, কিন্তু প্রভু আসা মাত্র হাতজোড় করে—'প্রভুর কী রূপ কী গুণ' বলে তাঁর সামনে নাচত। অপর মালীটি বেশী কথা বলতে জানত না—সে খুব পরিশ্রম করে প্রভুর বাগানে সব সকম ফুল ফল ও শাক সবজি উৎপাদন করত এবং সেগুলি মাথায় করে অনেক দূরে প্রভুর বাড়িতে নিয়ে যেত। এই দুজন মালীর মধ্যে প্রভু কাকে বেশী ভালবাসেন? শিব আমাদের সকলের প্রভু, এবং এই জগৎ তাঁর উদ্যান আর এখানেও দুধরনের মালী আছে। এক শ্রেণীর মালী অলস, কপট; কেবল শিবের রূপের—তাঁর চোখ নাক ও অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গের বর্ণনা করবে; আর এক শ্রেণীর মালী আছেন—যাঁরা শিবের দুর্বল সন্তানদের জন্য, তাঁর সৃষ্ট সমস্ত প্রাণীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন। এই দুই শ্রেণীর ভক্তের মধ্যে কে শিবের বেশী প্রিয় হবেন? নিশ্চয়ই যিনি শিবের সন্তানদের সেবা করেন।

—বিবেকানন্দের রচনা থেকে।

মানুষ ঈশ্বরের প্রতিরূপ। মানব জন্ম সব জন্মের সেরা। মানুষের মনোরাজ্যে এমন সব গুপ্ত সম্পদ নিহিত রয়েছে যা জগতের আর কোথাও নেই। ডুবুরীর মত নিজের অন্তরের গভীরতায় ডুবে অহর্নিশি

এই সব রত্ন উদ্ধারের চেষ্টা কর। অন্তরের জ্বলদগ্নি প্রকাশ করে জীবন ও জগৎকে আলোকিত কর্। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

যে দিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই দেখা যায় যে একটি অখণ্ড সত্তার নিত্যতা সর্বত্র প্রকাশিত রয়েছে। অথচ সেই সত্তাটিকে সহজে ধরা যায় না। ইহার কারণ কি? তিনি সকলের ভিতর ওতপ্রোত হয়ে আছেন। যেরূপ রাজশক্তির দ্বারা রাজার পরিচয় হয়, অথবা তাপের দ্বারা অগ্নির পরিচয় হয়, সেরূপ ব্যক্ত জগৎ সেই অব্যক্তর পরিচয় দেয়। সৃষ্ট বস্তুর বিশ্লেষণ করতে করতে—দেখা যায় যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং ইহা তিনি,—যাহা চেতনা বলিয়া অভিহিত হয়।

—সদ-বাণী থেকে।

তোমরা যদি হিমালয়ের কন্যা মা পার্বতীকে অথবা রাজা দক্ষের কন্যা মা সতীকে কেবল মা দুর্গা বলিয়া জানিয়া থাক এবং বৎসরান্তে তাঁহারই পূজা করিয়া থাক তাহা হইলে জানিও মা দুর্গাকে তোমাদের সম্যক জানা হয় নাই। তোমরা যদি সমস্ত দেবতার তেজ হইতে উদ্ভুত মহিষাসুরমর্দিনীকে মা পার্বতীর দেহ হইতে আবির্ভূতা শুম্ভ-নিশুম্ভ ঘাতিনীকে-অম্বিকাকে-কৌশিকীকে-শিবাকে একমাত্র মা দুর্গা বলিয়া জানিয়া থাক তাহা হইলে জানিবে তোমরা মায়ের সম্যক পরিচয় পাও নাই। অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় মায়েরও মাত্র এক অংশকেই জানিয়াছ। বিপন্ন দেবতা বা আর্ত ভক্তদের উদ্ধারের জন্য এবং অসুরকুলকে বিনাশ করিবার জন্য বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সময়ে মা আবির্ভূতা হইলেও তাঁহার নিজস্ব একটি স্বরূপ আছে। মা নিজেও বলিয়াছেন—দানবের অত্যাচার হইলেই আমি আবির্ভূতা হই। শ্রীভগবানও গীতায় বলিয়াছেন—ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আসি। তিনি গীতায় আরও স্বীকার কয়িয়াছেন—আমার বহু জন্ম হইয়াছে।—বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। শাস্ত্র বলে—ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা সাধকেরই হিতের জন্য। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। লীলা নিত্য নহে;—আবির্ভাবও নিত্য নহে। আবির্ভাবের পর তিরোধান হয়। লীলা শেষ হইলে তিনি অন্তর্ধান করেন। কোথা হইতে আবির্ভাব হয়, তিরোধানের পর আবার কোথায় চলিয়া যান তাহা জানিতে হইবে। তটস্থ লক্ষণকে জানিলেই স্বরূপকে সম্যক জানা হয় না। তাঁহার আবির্ভাব লীলাকে জানিলেই তাহাকে সম্যক জানা হইল না। আমাদের জানিতে হইবে যথার্থ মাকে—মায়ের স্বরূপকে। জানিতে হইবে, দেখিতে হইবে, তাহাকে পাইতে হইবে। মাকে মায়ের মতন না পাইলে, তাঁহার স্নেহময় বক্ষে প্রবেশ

করিয়া তাঁহার প্রেম সুধায় অভিসিক্ত হতে না পারিলে, তাঁহার বিরাইট প্রেম সুধায় জীবত্বের খণ্ডভাবকে ডুবাইয়া দিতে না পারিলে, তাঁহার বিরাট প্রেম সুধার অর্থ পাওয়া বা মাকে সম্যক পাওয়া হয় না। মায়ের পূজাও হয় না। যে সাধক মাকে দেখে নাই, জানে নাই, হৃদয় বেদীতে বসাইতে পারে নাই, দহর আকাশে তাহার নিত্য অবস্থিতি অনুভব করে নাই সে মায়ের পূজা করিবে কিরূপে? মাকে দেখিতে হইবে দহরে;—শুধু দহরেই নহে, স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে। শুধু অন্তরের নিভৃত গুহাতে তাঁহার গুণাগত স্বরূপকে অনুভব করিলে চলিবে না। নির্ঝরিণী যেমন পর্বতের গুহা হইতে প্রবাহিত হইয়া কত নগর কত প্রান্তর বহিয়া চলিয়া যায় সেইরূপ আমাদের অন্তরের সুরধুনি চিন্ময় দেবীর অন্তর হইতে কারণে সূক্ষ্মে ও স্থূলদেহে পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে হইতে বিশ্বের সমস্ত নামরূপের মধ্যে ধরা দিবে ছোঁওয়া দিবে। আমরা তাহাকে অগ্নিতে, জলে, ওষধিতে, বনস্পতিতে পর্যন্ত অনুভব করিব। কল্পনায় নহে বাস্তবে। যেমন আমরা দয়া প্রেম ভালবাসাকে অনুভব করি, যেমন আমরা কোন ক্রোধ হিংসাকে অনুভব করি মনেপ্রাণে দেহে সেইরূপ নহে, তাহা অপেক্ষাও গভীরতরভাবে অনুভব করিব মাকে স্থূল সূক্ষ্ম কারণে। কাম ও ক্রোধের স্পর্শ আমরা শুধু কল্পনার জগতেই অনুভব করি না তাহার জ্বালাময় স্পর্শ ক্ষণে ক্ষণে প্রাণে হাড়ে মাংসে মজ্জাতে অণুতে অনুভব করি। দয়া ও স্নেহকে যখন অনুভব করি তাহাও আমাদের বাহিরে ফুটিয়া উঠে। ফুটিয়া উঠে ভাবে আচরণে হাতে পায়ে চোখে শরীরের প্রতি অণুতে অণুতে। চিন্ময়ী প্রেমময়ী সৎস্বরূপা জননীকেও আমরা শুধু গভীর সমাধিতে গুণাতীত ভূমিতেই অনুভব করি না; অনুভব করি সহস্রার হইতে মূলাধার পর্যন্ত। মাথার কেশ হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত তাহার নিবিড় ঘন স্পর্শে মোদিত হই। তখন নয়ন মুদিয়াও তাঁহাকে অন্তরে দেখিতে পাই, চাহিয়াও বিশ্বের অনন্ত রূপের মধ্যে তাঁহাকেই রূপায়িত দেখি। ইহা মানবী মূর্তি নহে।

চিন্ময়ীর চিন্ময় রূপ। এই চিন্ময়ীই আবির্ভূতা হন সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতিশীলদের বিনাশের জন্য। আবির্ভাবে দেখি তাঁহার দেবী-মূর্ত্তি, মানবী-মূর্ত্তি। তাহার একাংশে বিশ্বভুবনকে ধারণ করিয়াও দেবী ও মানবীমূর্তিতে প্রকটিত হইয়াও তিনি অপর অংশে শুদ্ধ নিষ্কল বিরাট। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

—পাথেয় থেকে

অমৃত কথা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য
গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য
তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

—'যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি প্রকৃত ধর্ম সংস্থান নিমিত্ত অবতীর্ণ হই।' যখনই ভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষার জন্য আচার্যের প্রয়োজন হয়, তখনই তিনি আচার্য রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি যথার্থ গুরু এবং জগৎও তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয়। তিনিই মায়ান্ধ ও বিষয়াসক্ত জীবের চোখ ফুটাইয়া দেন। একভাবে তিনিই সমস্ত জগৎ রূপে বিরাজিত, স্থাবর, জঙ্গম, যাহা কিছু দেখিতে পাই, সকলই তাঁহার প্রতিকৃতি, অন্যভাবে তিনিই সমস্ত জীবজন্তুতে চৈতন্য স্বরূপে বর্তমান আছেন। আবার প্রকৃত ধর্ম ও শান্তি স্থাপন করিবার জন্য তিনি জগদ্‌গুরু রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি মনুষ্য শরীরে মায়ার অধীশ্বর রূপে অবতীর্ণ হইয়া মায়াবশ জীবকে মুক্তির প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করেন। যুগে যুগে শরীর বিভিন্ন

হইলেও অবতার ভিন্ন ভিন্ন নয়, একই। তিনিই প্রয়োজনানুসারে নানারূপে অবতীর্ণ হন। যখন যেরূপ ভাবের দরকার, তখন সেরূপ ভাবে অবতীর্ণ হইয়া তিনি লোক শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে তিনি বহুবার অবতীর্ণ হইয়া বহুভাবে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এইজন্যই ভারতবর্ষ সকল জ্ঞানের আকর স্বরূপ ছিল। যখন আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তিনি হাত ধরিয়া এই ভারতবর্ষকে তুলিয়াছেন। সেইজন্যই এখনও পদদলিত, অত্যাচারিত ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতে কত কত ধর্মবীর ও কর্মবীর আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে পথ দেখাইতেছেন। সেইজন্য আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত ধর্মক্ষেত্রে অন্যান্য দেশাপেক্ষা প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মেতেই আমাদের উন্নতি। আমাদের দেশ ধর্মগত প্রাণ, ধর্মেতেই যেন বাঁচিয়া আছে। এখানে নিত্য ক্রিয়া শৌচাদি হইতে বিবাহ পদ্ধতি গুরুতর সামাজিক নিয়ম সকলও ধর্মের অঙ্গ স্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে।

সমস্ত আমরা ঠিক ঠিক করিতে পারি আর নাই পারি, আমাদের সমস্ত আচার ব্যবহার, চালচলন সমস্তই যে ধর্মলাভের জন্য, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নেই। অবশ্য অন্যান্য দেশ অন্যান্য বিষয়ে খুব বড় হইয়াছে। অন্যান্য দেশ রাজনীতি, সমাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ঐহিক উন্নতিতে জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে। ভারতের প্রাণ ধর্মের উপর স্থাপিত, ধর্মবলেই ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, আবার ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই যে ভবিষ্যতে ইহার উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারই সূচনা স্বরূপ আজকাল চতুর্দিকে নামে রুচি, সাধন-ভজনে শ্রদ্ধা ও ভগবান লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাইতেছি এবং চতুর্দিকে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় আলোচনা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। পূর্বে জ্ঞান বলিলেই লোকে কিম্ভূতকিমাকার ভাবিত, জ্ঞানী বলেলেই নাস্তিক ভাবিয়া ঘৃণার চক্ষে চাহিত। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিলে ভক্ত কানে হাত দিত। আবার জ্ঞানীও ভক্তকে

কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া উড়াইয়া দিত। এইরূপে বহুকাল ধরিয়া ভক্তি ও জ্ঞানের পথের সাধকদিগের ভিতর এইরূপ বিরোধ চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান ও ভক্তির আচার্য ও প্রচারক, তাঁহাদের মধ্যে এ ভাবের বিরোধ কোনকালে ছিল না।

একটা গল্প আছে, শিব ও রামের বিরোধ হইয়াছিল, তাহাতে শিবের চেলা ভূত ও রামের চেলা বানরের ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তার পরে শিব ও রামের মিলন হইল, উভয়ে একপ্রাণ, একআত্মা হইলেন, কিন্তু বানর ও ভূতের যুদ্ধ আর থামিল না, আচার্যগণের কোনো বিরোধ ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহাদের অনুবর্তিগণ চিরকালই বিবাদ করিয়া মরিতেছে। আজকাল বোধহয় সে বিরোধের ভাব যেন ক্রমশই কমিতেছে। সে হাওয়া যেন ক্রমেই মন্দীভূত হইতেছে। যোগ, কর্ম, জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সমস্তই এক ভগবান হইতে প্রসূত। এই চারিটি পথ অবলম্বন করিয়াই মানবের ধর্মলাভ হইতে পারে।

জ্ঞান-ভক্তি সমন্বয় থেকে।

গুরু কৃপা

আজকে জীবন ধন্য বলে
হচ্ছে আমার মনে।
গুরুর পরশ পাচ্ছি যেন
কারণ অকারণে ।।
সৎ-চিৎ-আনন্দ তিনি
নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দময়।
আমার মাঝেই "আমি রূপে"
দেখছি যেন তাঁর উদয়।
মনে হয় সেই নিত্যানন্দের
"নিত্য-প্রেমের" ধারা—
প্রাণে মনে পরশ দিয়ে
করছে আপন হারা ।।
এখনো তাঁর পূর্ণানন্দের
স্বাদ পাইনি প্রাণে।
এ জীবনে পাবো কিনা
সেটা তিনিই জানে ।।
অসীম-কৃপার ধারা বেয়ে
সেই সচ্চিদানন্দ।
স্থূল-রূপেতে প্রকাশ হলেন
শ্রীনিগমানন্দ ।।
চিদাবরণ মুক্ত করতে
কৃপা শক্তি দানি।
আমার মত পাষণ্ডকে—
রাখলো হেথায় আনি ।।

এই আনন্দে হৃদয় আমার
হয়েছে ভরপুর।
জানি তুমি নেবেই টেনে—
হোক্‌না যত দূর ॥
হয় জীবনে নয় মরণে
নয়তো আবার এনে।
সেই জীবনে পূর্ণ করে—
নেবেই তুমি টেনে ॥

হে মহানাম লহগো প্রণাম

ব্রত মহানাম লহগো প্রণাম
অন্তরচারী ওগো ব্রহ্মচারী।
শ্রীনিগমানন্দ কৃপা ও আনন্দ
করিছেন দান, তব দেহ ধরি ॥
মোর এ জীবনে এক শুভক্ষণে
"সত্যানন্দ" রূপে টানিয়া অধমে—
সূক্ষ্ম-কৃপা-ধারা বরষার পারা
দানিছে আজিও তোমারি মাধ্যমে ॥

গুরু দুই নাই এক সব ঠাঁই
তোমার মাঝেতে একেরেই পাই।
সেই চিৎসত্তা সেই ভগবত্তা
তব দেহে আমি হেরি সর্ব্বদাই ॥

তাই চলা পথে ক্ষুদ্র প্রণামেতে
প্রাণের যা সত্য,—করি নিবেদন।
সে সত্য তোমাতে পাই সমতাতে
কৃপা কণাটুকু মোর আকিঞ্চন।

কৃপা ভিখারী

শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ

পূজাবোধ

এই আমারি পূজার মন্ত্র—
তোমারি গান গাওয়া।
এই আমারি ধ্যান ধারণা—
তোমায় পেতে চাওয়া॥
এই আমারি সাধন ভজন—
তোমার কথাই কওয়া।
এই আমারি তীর্থ ভ্রমণ
তোমার কাছেই যাওয়া॥

এই আমারি পূজা হে নাথ
সবার সেবার মাঝে।
এই আমারি পূজানুষ্ঠান—
নিত্যকার এই কাজে॥
এই আমারি সঙ্গ তব—
সবার সাথে মিশে।
এই আমারি "ভেক্" প্রভু হে—
সাধারণ এই বেশে॥

এই-আমারি সমাপন গো—
তোমার কর্ম্মবোধে ।
এই আমারি সুবিশ্বাস গো—
নেবেই তুমি সেধে ।।
এই আমারি জ্ঞান বিজ্ঞান—
অন্তরেরি টানে—
তোমার "পূজাবোধে" যা হয়—
লও প্রভু সম্মানে ।।

প্রার্থনা

নম্র নতশিরে রাখোহে আমারে
তোমারি চরণতলে ।
অহং-অভিমান হোক অবসান
দুটি নয়নের জলে ।।
নিজেরে মহীতে জাহির করিতে
যেন না বাসনা জাগে ।
অন্তর বাহিরে রাখো প্রভু ঘিরে
তব প্রেম সুরভি রাগে ।।

যেন গো তোমারে বিশ্ব-দৃশ্য পরে
আব্রহ্ম-কীটে হেরি—
তব শ্রীচরণে ভক্তিনত প্রাণে
প্রণাম করিতে পারি ।।

রেখোনা আমারে মত্ত বাহ্যাচারে
সর্ব্বাচারে তোমা সনে—
হে করুণাময় রেখোহে আমায়
জীবনে কিংবা মরণে ।।

প্রার্থনা

পাবো নাকি এ জীবনে মাগো তব দরশন ।
শিক্ষা দীক্ষা সাধনা কি যাবে মোর অকারণ ?
এ সত্য জেনেছি মাত্র সবই তুমি মাগো ।।
অন্তর বাহিরে তুমিই সর্বভাবে জাগো ।।

সর্বভাবে বোধে তোমায় পারিনা ধরিতে ।
অব্রহ্ম-কীটে মাগো পাইনা দেখিতে ।।
সর্বনাম ও রূপে মাগো তোমারি বিকাশ ।
প্রতিষ্ঠিত হ'লনা তো এহেন বিশ্বাস ।।

এই স্থূল বিশ্বসহ পুত্র পরিজন ।
এতো মা তোমারি সত্য সাক্ষাত স্ফূরণ ।।
সাক্ষাতে তোমার দেখা কবে আমি পাবো ।
মা বলে চোখের জলে চরণে লুটাবো ?

সদ্‌গুরু রূপে বাধা মুক্ত করিবারে—
করুণার-পরশ মাগো দিয়েছ আমারে ।।
তবু কেন সংস্কারটি কাটিছেনা মোর ।
জানাই মা অশ্রুজলে খুলে দাও ডোর ।।

তোমার করুণা ছাড়া দ্বিতীয় তো নাই।
সাধনার শক্তি তাও করুণাতে পাই ।।
যেমনে যেভাবে হয় কাছে টেনে নাও।
কৃপাময়ী জননী গো কৃপাকণা দাও ।।

জনৈক মাতৃভক্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঝোড়হাট গ্রাম অরবিন্দ নাম
পদবীটি হয় "ঘোষ"।
মাতৃমন্ত্রে লীন অভিমান হীন
সদা তিনি সন্তোষ ।।
"কমল" নামেতে মায়ের সঙ্গীতে
ভরপুর তাঁর প্রাণ।
মা যে প্রাণময়ী এই বোধে রহি
কর্ম্ম তিনি করে যান ।।
কোন ভেক্ নাই কিন্তু সর্ব্বদাই
জীবনের প্রতি কর্ম্মে।
মাকে দেখে যায় মায়েতেই রয়
অতীব "সহজ-ধর্ম্মে"।
অসংখ্য ধারায় গান গেয়ে যায়
গহন গভীর তত্ত্ব।
তার গুটি কত প্রকাশেতে রত
হয়েছি ! যা আছে গুপ্ত।

শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ

"ভক্তকমলের" স্ব-রচিত গানের কয়েকটি মাত্র :—

১। নিহিত যে তত্ত্ব কথা
সর্বশাস্ত্রে আছে গাঁথা
প্রেমিক বিনা কেউ পারে না—দিতে তার সঠিক বারতা।
দেখে সাগর মানচিত্রে
প্রকাশ করবে কোন্ সূত্রে
যে দেখেনি সাগর কভু—বর্ণনা তার সবই বৃথা ।।

প্রাণে সাড়া দেবে যেথা
তত্ত্ব-কথা শুন্‌বে সেথা
তার গভীর অভিজ্ঞতা—দেবে আলো, আঁধার যথা।।
"কমল" বলে একটি কথা
থাক্‌লে জানার ব্যাকুলতা
মা জানাবে গুহ্য কথা—সত্যাসত্য নয় অন্যথা।

২। সদাই চলি ভ্রান্তি বশে
এ ভ্রান্তি আমার ভাঙলো না।
মা বিনা যে আর কিছু নাই
এ বিশ্বাস তো কৈ হ'লনা।।
ভাবি,—শাস্ত্র এনে ধাঁধা
আত্ম-যোগে দিচ্ছে বাধা,
সাকার কি নিরাকার ভজি
এ দ্বন্দ্ব মনের ঘুচলো না।
শুনি কর্ম্মে আনে বন্ধন
শুনি বন্ধন কর্ম্মেই ছেদন
কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক
সে ঠিকের ঠিকতো পেলাম না।

বলে কেহ জ্ঞানে মুক্তি
মুক্তি আনে শুনি ভক্তি
এ দুয়ের দ্বন্দ্বে পড়ে
অকুলেতে ভাসি গো মা।
'কমল' বলে এত দ্বন্দ
রেখেও দেখি ঋষিবৃন্দ
এক বোঝাতে মতে মতে
গরমিলে মিল রেখেছে মা।
সেটাই কেবল মা বুঝিনা
কি হবে তাই ভাবি শ্যামা ॥

৩। তোমার মহিমা অপার করুণা
না বুঝিলে ওমা প্রশান্তি মেলেনা।
তাই সাধুজনে তব স্তব-গানে
করে আঁখিনীরে বুঝের প্রার্থনা।

কোথা পাব তব রূপ অবয়ব
মীমাংসা বুঝাতে হয়েছে নীরব।
শাস্ত্র মেনে হার বলে নিরাকার
আছে তবু নানা রূপের রচনা ॥

সরলে গরলে স্বর্গ রসাতলে
অনল অনিলে আছ না সলিলে।
আছো সর্ব্বভূতে ভালোতে মন্দতে
আছো সর্বরূপে আঁধার আলোতে ॥

বেদান্তের সার এ বাদ উদার
এতে বিশ্বাস যার ধন্য জন্ম তার।
দেখে সর্ব্ববিশ্ব নাম রূপ দৃশ্য
পটে চিত্রসম ভাসে,—সত্ত্বায়-মা।
ওগো মা কমলে-এদীন 'কমলে'
এ বুঝে কবে গো রাখিবে'মা শ্যামা।।

৪। জাগো মা অন্তরে-জাগো মা বাহিরে
জাগো জাগো মাগো মোর মনে প্রাণে।
আমারে হারায়ে তোমাতে মিশায়ে
থাকি যেন মাগো আমি নিশি দিনে।।
দারা পরিজন তনয়-রতন
নদী গিরি আর বন উপবন
দেখি যেন সব হ'য়ে আছো তুমি
করুণা করিতে শুধু অকিঞ্চনে।।

শব্দ গন্ধ রসে যেন মা পরশে
পেয়ে গো তোমারে থাকি মা হরষে।
শয়নে স্বপনে চিন্তা জাগরণে
জাগো তুমি মাগো "কমলেরি" ধ্যানে।
তোমাময় হয়ে শেষের সে দিনে
যেন আমি যাই সে চির শয়নে।
নয়নের নীরে প্রার্থনা করে
কাতরে চরণে এই শুধু দীনে।

৫ । তোমায় জানে দুচার জনা
নানা জনে বলছে নানা
কেহ বলে ওহে শ্যাম
কেহ বলে ওমা শ্যামা ॥

হয়ে কানা বলছে নানা,
যেন তুমি কতই চেনা ॥
ওদের আবার দম্ভ কত
বলছে ওরা খুশি মত
কালী ভজে হবে কলা
কৃষ্ণ নাম মন জপনা ॥

প্রতিবাদে বলছে এরা
কি জানিস রে অজ্ঞ তোরা
ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি
প্রসব করেন ত্রিনয়না ।

পাঁচ রূপেতে সাধন ভজন
যারা গো তোমায় করেনা
মুসলীম বৌদ্ধ খৃষ্টান
তারা কি তোমায় পাবে না ?

সাধক করে এ দ্বন্দের মিল
সেখানে নাই দৃষ্টি এক তিল
বিষয় যেথা বিবাদ সেথা
বিষয় রাখতেই দল গড়ি মা

'কমল' বলে কুতুহলে
'প্রেমিক' 'প্রসাদ' গেছেন বলে
এ বিশ্বরূপ মায়ের স্বরূপ,
ধরেই অরূপ আরাধনা ।।

৬। কি হবে তারিণী ও দুঃখ-হারিণী
অনাত্মা প্রত্যয় গেলনা শিবানী ।
না গেলে হবে না, শুনেছি মা শ্যামা
সে আত্ম-প্রত্যয়, ওগো ও জননী ।।
আমি প্রাণ আত্মা শুনেও মানিনা,
প্রাণই যে মা আমি, বুঝেও দেখিনা,
এ আমি যে সব নাহি অনুভব
তাই আমি বদ্ধ, এ দেহে ভবানী

গীতা চণ্ডী পড়ে আমিতে না ফিরে,
বিষয়েরে ধরে মরি ঘুরে ঘুরে,
ত্যাগ যোগ কত কথা মুখে ঝরে,
বিজ্ঞ সেজে ঘুরি অজ্ঞ একেবারে ।

ব্যাঘ্র-শাবক হয়ে মেষপাল সনে,
মিশে জন্মাবধি গেছি মেষ ব'নে ।
কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান কথার ফোয়ারা
ঝরে শুধু মুখে, তিনে প্রজ্ঞা হারা ।।

যে অহং মা আমি—তারে নাহি নমি
তাহা যে গো প্রাণ—নাহি মোর জ্ঞান ।

এ আমি যে সব—হলে অনুভব
বিষয়ে ঘটেনা পুনরাবর্ত্তন ।।
বুঝিবে "কমল" আর কবে বল
সোহহং ছাড়া নাহি গতি নারায়ণী ।।

৭। গেছে ব'য়ে কত জনম
গুরুর খোঁজ তো নিলেনা মন
গুরু বিনা কে বলনা শিখাবে স্ব-রূপ সাধন।
প'ড়ে গেলে দিয়ে ফাঁকি
গুরুগীতা বুঝলেনা কি
বুলি বলা পাখীর মতন করলে মন্ত্র উচ্চারণ ।।

মর্ম্ম কথা মর্ম্মে গাঁথা থাকে যেন শোন যুক্তি
গুরু যে প্রাণ গুরু যে জ্ঞান—জানলে তবে আসবে ভক্তি।
গুরু, ইষ্ট, মন্ত্র যে এক
এককে কেন কর বিভাগ
বুঝবে যখন মজবে তখন—কাঁদবে অন্তর ভাসবে নয়ন।
গুরুকে প্রাণ, প্রাণকে গুরু
যে ভাবে তার সহায় গুরু
মদ্‌গুরু শ্রীজগৎগুরু,—গুরুই সবার চিৎ বা চেতন।
গুরুকে ভাবিলে মানুষ
বুঝবো তোমার হয়নিকো হুঁস
জ্ঞানই গুরুর প্রতিমূর্ত্তি,—জ্ঞানই যে প্রাণ, কর স্মরণ ।।

৮। মুক্ত যদি হবে ও মন
শোন বলি বিধি নিয়ম।
উদ্দেশ্য হীনের পূজন
অবিধি তা বেদের লিখন ॥
আত্ম-ভাব শূণ্য সাধনা,
মুক্তি দিতে যে পারেনা,
সর্ব শাস্ত্রেই এই "প্রাণ-আমির"—শত মুখে করে কীর্ত্তন।
এই আমিকে সবে ভজে,
যীশু খোদা নামে ম'জে
এই আমিকেই কেহ পূজে,
সাজিয়ে কৃষ্ণকালী সাজে।
এভাব হ'লে প্রাণময়,
জ্ঞানে মূর্ত্তি প্রকাশ হয়।
তাতে চ'লে প্রেমে গ'লে স্তব করেন সব ঋষিগণ ॥

'দেহ-আমি' বলে জানা,
তমো রাজ্যের হয় সীমানা।
না সরালে এ ভ্রান্তি ভ্রম,
আত্ম-স্বরূপ থাকে গোপন।
স্থূলে সূক্ষ্মে প্রাণই চেতন—এ আমিটি সত্ত্বের বোধন।
এ আমিতে গেলে সাধক—দেখে সবই বোধেই স্থাপন ॥

এই আমিটি চিৎ প্রকৃতি,
তাতেই লয় আর সৃষ্টি স্থিতি,
এই আমিকেই ধরে যোগী করে আত্মায়, আত্ম-মিলন।
'কমল' বলে প্রেমিক জনে
এই আমিকে সদা নমে
জ্ঞানে প্রেমে আত্মদানে এই সোহংয়েই থাকে মগন ॥

৯। করছো বটে সাধন ভজন—দৃষ্টি তোমার ফেরেনি মন।
"বিষয়-বিষ" যে অমৃত হয়—শেখোনি তা বুঝতে এখন ।।
বিষয় তো বিষয় নয়,—"অমৃত",
সত্য সত্য ইহা অতি সত্য,
স্থির সত্তায় বিষয় প্রকাশ, সেই সত্তাতেই রাখো মনন্ ।

আনন্দ চাও, খুবই ভাল,
থাকো তাতে চিরকাল,
বিষয়কেই আনন্দ ভাবো—
ভেবেই বিষয় খোঁজে চল।
বিষয় খুঁজে পেলে যখন—দেখলেনা কি ঘটলো তখন
তোমার হল "ধী" তে গিয়ে—স্থিরত্বে আনন্দ স্ফুরণ ।।

স্থিরত্বই যে আনন্দের রূপ,
আনন্দই আত্মার স্বরূপ।
স্বরূপে না স্থিতি হ'লে
শান্তি ও আনন্দ বিরূপ।

"কমল" বলে ভাবের ছলে
স্থিরতায় সমাধি বলে
যোগ তপস্যা সাধন ভজন—স্থিরতায় যোগ হবার কারণ ।।
তাতেই যার আকিঞ্চন
বিষয় দেখে তাতেই সে জন
ছেড়ে ভোগ নিয়ে সে যোগ—হয় 'সমাধি যোগে মগন ।।

১০। "কমলের" মন ভাবো অকারণ
আমারে তো ধরে আছো সর্ব্বক্ষণ।
তবু জড় লয়ে, —আহা মুগ্ধ হ'য়ে—
অকালে নাশিছ অমর জীবন॥
তব জন্মাবধি আছি নিরবধি
দেখ আঁখি মুদি থাকে ইচ্ছা যদি
আমি যে "সুধীর", অন্তর বাহির—
আমি সব দিকে,—মেলহে নয়ন।

বলি আর বার সহজে ধরার—
পথ আছে যেটি শোন তুমি সেটি—
মন বুদ্ধি আর এবিশ্ব সংসার
বোধ বলে ধর স্মৃতিতে তোমার

শোন মোর কথা ভাবো পাবে দেখা
বোধ চিদাকাশ বোধ মহাকাশ
"বোধই আমি" জেনো সদা পূজনীয়
সবারই আশ্রয় বলে বোধ সর্ব্বোত্তম।
আপন স্বরূপে বোধ বিশ্বরূপে—
এই বোধই হয় সবার জীবন॥

এ জগৎ আছে বোধেরি ভিতরে
দেখে এ জগৎ সদা ভাব তাঁরে
ভাবিলে সাকারে তাঁরে সর্বাকারে
ধীরে ধীরে মোহ যাবে দূরে সরে।

বোধই সর্ব্বব্যাপী শাশ্বত অনাদি
এই বুঝে চল ধরে শাস্ত্রবিধি
কভু নহ' বদ্ধ তুমি চিরমুক্ত
তিনি হতে ভিন্ন নহে কদাচন ॥

১১ । কত জনম তোমার গেছে
রাখনি তো প্রাণের সন্ধান ।
নিলেনা খোঁজ আজো তুমি—
কে যে ইষ্ট কে ভগবান ॥

শিব রাম কালী কৃষ্ণ
কাকে বলে তাকি জানো—?
সে যে প্রাণ, তাকে চেনো—
খোঁজার হবে অবসান ॥

যে থাকিলে তুমি থাকো
তোমার বলতে সবই থাকে,
এত কাছে সে প্রাণ আছে—
দূরে কেন খোঁজ তাকে,
ভালবাস প্রাণকে তুমি—
হয়েছে সে তোমার আমি,
ভক্তি হবে স্বতঃলভ্য—
শাস্ত্রে আছে এ সব প্রমাণ ।

ভক্তি নয়তো কথার কথা
বন্ধ্যার হয়কি প্রসব ব্যাথা ?

প্রাণের দিকে লক্ষ্যই ভক্তি
ভক্তির ভাণ নয়তো ভক্তি,
প্রাণের চেয়ে কে আছে আর
সর্ব্বক্ষেত্রে আপন তোমার,
দিত পার তুমি কি প্রাণ
করিলে কেউ পৃথিবী দান ?

যতদিন না ইষ্টকে মন
এ প্রাণরূপে বুঝতে পার,
ততদিন ইষ্ট যে পর—
ভক্তি হয় কি পরের উপর ?
নিত্য সাথী সে যে সখা
সর্ব্বদা পাও তারই দেখা,
তাকে দেখ আদর কর
যা পেয়েছ সব তারই দান।

সাধু

১২০। সাধু যদি হবে শোন
সাধুর ব্যবহার।
সাধু সাজা বড় সোজা—
সাধু হওয়া ভার॥
আসক্তি যার গেছে মুছে,
সন্তোষে যে ভরে আছে,
মান অপমান সমান যাহার
নাইকো অহংকার।

সেই তো সাধু সেই তো মধু
সন্দেহ নাই আর ॥

বহুতে যে একই দেখে
শত্রু স্বজন ও মিত্রকে
রোষ ও তোষের ধারেনা ধার
স্বভাব চমৎকার ।
সেই তো সাধু সেই তো মধু
সন্দেহ নাই আর ॥

মনে শিশুর সরলতা
প্রাণে দীনের আকুলতা
ভাবে আঁখি ঢুলু ঢুলু
নীরে নেত্র ভার
সেই তো সাধু সেই তো মধু
সন্দেহ নাই আর ॥

অর্থ কামে যে উদাসীন
মুক্ত সদা, সে হয় স্বাধীন
সর্ব্বগুণের হয়ে আধার
ভেকের নাই বাহার
সেই তো সাধু সেই তো মধু
সন্দেহ নাই আর ॥

বেদান্তের নির্বেদকে জেনে
কথা বলে আপ্ত-জ্ঞানে
স্পৃহা নাই—বক্তৃতার
অথচ দিল্‌দার ।

সেই তো সাধু সেই তো মধু
সন্দেহ নাই আর

প্রেমিক

১৩। প্রেমিক হবে তুমি কি মন
প্রেমিক হওয়া ভার
নয়তো আসল তুমি নকল
তিলক মালা কোপিন ঝোলা
রুদ্রাক্ষের বাহার—দেখি যে তোমার ॥
মুখে কত কথার চিকণ
পরণে লাল হলুদ বসন
মনে ঘোরে সদা মদন
মন্দ ব্যবহার—কত অহংকার
আহা কত অহংকার।

ওগো ধর্ম্ম কি যে ধন
সেটা বা কেমন,
মন্ত্র ধরে জ্ঞান না ধর
পরের তরে শাস্ত্র পড়—
বাড়াও অন্ধকার শুধু বাড়াও অন্ধকার।

তীর্থে গিয়ে ঘোরাঘুরি
করে ভাব ধর্ম্ম করি,
এটা দেখি সখের ভড়ং—
স্বভাব ব্যাভিচার—নাই কোন আচার
নাই বিধিবিচার ॥

ওগো করে যে সাধন
ভক্তি জ্ঞান রতন,
ভেদে সে যে অভেদ দেখে
পথের ধুলো মাথায় রাখে—
সব রূপ আত্মার, বলে সব রূপই আত্মার ॥

তাকেই কমল "প্রেমিক" যে কয়
জ্ঞান ভক্তি যার হয় গো উদয়
কাম ক্রোধ মায়া মোহ—
রাখেনা সে লোভ তার,
এম্‌নি ক্ষুরধার ওগো এম্‌নি ক্ষুরধার ॥

১৪। অফুরন্ত স্নেহ তোমার ছড়ানো মা ত্রিসংসারে।
প্রেমিক যেজন ধরে সেজন অন্যে থাকে অন্ধকারে ॥
স্নেহ মুগ্ধা ও জননী
ভোগের বস্তু হয়ে তুমি
সবার ভোগ-আশা মিটাও,—বলিহারী মা তোমারে।
হয়ে তৃণ ফল ফুল
বাঁচাতে মা জীব কুল
মিটাও ক্ষুধা তুমি শিবে, শঙ্করী ধন্য তোমারে ॥
জীব হয়ে আবার শিবে
জীবের আহার দাও মা জীবে
প্রেমিক জনে মৃদু হাসে—তোমারি এ ব্যবহারে।
কত যে বিচিত্র চিত্র
আঁকিছ তুমি সর্বত্র
স্তব্ধ হয় মা দেখে নেত্র, অন্তর হয় মা ভীত ত্রস্ত

"কমল" বলে ও চরিত্র
আমায় জানার কর পাত্র
পেয়েছি যে আমি পত্র—নিশীথে মা ঘুম ঘোরে ।।

১৫ । জাগো আজ্ঞাচক্রে প্রাণ স্বরূপিণী
জাগো সহস্রারে ওগো "ওঁ" জননী ।
বিষয় পঞ্চ হয়ে তুমি প্রকাশ হলে—
কেন তা চিন্ময়ী ভুলিলে মা তুমি
জাগিলে এ স্মৃতি বুঝিবে সব "আমি"—
এ ভুল ভাঙিলে দেখিবে সব "আমি"
হইবে আনন্দে আপ্লুত মা তুমি
রহিবে শান্তিতে দিবস যামিনী ।।
মা তুমি হয়েছ এ জগৎ-মঞ্চ
লীলা রঙ্গ তরে হলে বিষয় পঞ্চ
ভোগ নিতে তাহা—চিৎ জড়ে আহা
তুমি জীব হয়েছ কেন,—তাহা ভুলেছ,
নিদ্রা হতে তুমি জাগো মা চিন্ময়ী
বিষয়কে প্রাণ বলে, বিষয়কে মা বলে ।
বিষয়ে এভাবে তুমি না জাগিলে—
"কমলের" জাগরণ হবেনা জননী ।।

১৬ । করে শ্রবণ সত্য কেমন
কর তারে পূজা বরণ ।
আসবে তবে ধ্যান সমাধি
নইলে হবে ত্রিতাপ দহন ।।

তিনকালে যা বিদ্যমান
নাইকো যাহার বিকার ও ভাণ
নাইকো যাহার পরিবর্ত্তন
তাহাই সত্য পরম ধন।
যাতে এ জগৎ স্থিত
যাহা হতে উদ্ভূত
যাতে হয় পুনঃ প্রলীন
তাহাই সত্য নয়তো মলিন
নিত্য অভয় যা অমৃত
তাহাই ব্রহ্ম তাহাই সত্য
সেই চিদানন্দ সত্যে—
ওহে "কমল" কর শরণ ॥

আমি সাধন ভজন করি
এই দেহাত্ম-বোধ ছাড়ি
দেখ ওঁ-চিৎ রূপ তোমারি
থাকে সর্ব্ব জড়োপরি
জড়-সে জানে না নিজেকে,
চিৎ জানে "স্ব"-কে ও সর্ব্বকে।
'জড়',-সৎ চিৎ ছাড়া নয়,
যদি সঠিক এ বুঝ হয়,
দেখবে তখন "চিৎ"-ই করে—
"চিৎ"-এর মনন নিদিধ্যাসন ॥

১৭। আত্মা আছে এ ধারণা
দেখে জগৎ যার আসেনা

তারে তমো-গুণী বলে—
শাস্ত্রে আছে এ বর্ণনা।
আত্ম চিন্তা নাহি করে,
তত্ত্ব কথা মুখে ঝরে
কিন্তু পালন সে করে না ॥

আত্মা আছে প্রকাশ নাই
ব'লে ত্যাগী সেজে সদাই—
ফেরে ভ্রমে ত্যাগ না জেনে।
সেজন থাকে রজো গুণে ॥
ভোগ শুধু বাসনা নয়
ত্যাগ-মার্গও বাসনা হয়
শাস্ত্র যাকে ত্যাগ বলে—
সে ত্যাগ কি যে, সে জানে না ॥

সত্ত্ব গুণী বলে তারে
আত্মা ব'লে সব যে হেরে
সদা সে অভেদে ফেরে,

ঘোচে তার বিষয় ভোগ
ঘটে "ওঁ-চিৎ" আত্মায় যোগ
"কমল" বলে পরম শান্তি লভে সেই প্রেমিক জনা ॥

১৮। শ্যামা মা নয় সামান্য ধন
সে ধনে হলে আকিঞ্চন,
মন দিয়ে প্রাণ ধ'রে—
প্রজ্ঞাপুরে কর গমন।

চিন্তারূপে মন যে ঘোরে
দেখ বিষয় বস্তু ধরে,
বুঝে "কমল", তুমি মনকে—
রাখো প্রাণ-চিন্তায় এখন ।।

মন চিনেছ প্রাণ চেনোনি
এবার তাকে চিনতে হবে,
প্রাণকে যদি চিনতে পার
ধন্য হবে তোমার জনম ।
বায়ুরূপে বইছে যে প্রাণ
নাসাপথে নাইকো বিরাম,
এই তো প্রাণের অনুভূতি
শ্বাস প্রশ্বাস তার নিদর্শন ।।

প্রাণই যে শ্বাস মাতৃ নিশ্বাস—
শ্বাসে জপ নাম,-রেখে বিশ্বাস
প্রাণই সাধনার মেরুদণ্ড,
এনে দেয় আত্ম সমর্পণ ।
প্রাণই জগৎ প্রাণ ওঁ তৎ সৎ
এভাবে যে ভাবে প্রাণকে মহৎ
সে বুঝে পায় ঐ পরম পদ
"চৈতন্য-প্রাণ," ওঁ বা অহং ।।

১৯। তিনটি গুণের উদয় অস্তে
বোঝা বুঝি রকমারি ।

বলেই দ্বন্দ্ব—আসে তাইগো
নানা ভাবে ঘুরি ফিরি ॥
কখন বলি অষ্টাঙ্গ যোগ
না সাধিলে যাবেনা ভোগ।
বড়াই করে আবার কখন্
ত্যাগের কথা প্রকাশ করি ॥
কখন বলি কর্ম্ম কর
কখন বলি জ্ঞানই বড়।
আবার কখন বলে থাকি
"ভক্তি হয় মুক্তির সিঁড়ি" ॥

এসব কচ্‌কচিতে আর
যোগ আসে না,—না পেয়ে সার।
কি যে করি ভাবতে ভাবতে
লক্ষ্য পড়ে শ্বাসোপরি ॥
গুণের কার্য্য বুঝে এবার
গুটিয়ে গুণের মা পাত্‌তাড়ি।
কচ্‌কচিতে আর না গিয়ে
রাখি শ্বাসে লক্ষ্য ধরি ॥

শ্বাসে লক্ষ্য রাখার পরে
ফিরে আসি প্রজ্ঞাপুরে।
তখন "মন্ত্র" শ্বাসে শ্বাসে
আজ্ঞাস্পর্শে জপ করি ॥

(১) জপে জপে যখন শুনি
ওঁকারের প্রতিধ্বনি।

তখন বুঝি ঐ ওঁকার
সকল মন্ত্রের আদি ও সার ॥

(২) জপে জপে যখন শুনি
অনাহত ওঁকার ধ্বনি ।
তখন বুঝি আমি "কমল"
ওঁকার আমার স্বরূপ কেবল ॥
হেথা আছে পরম শান্তি
সদানন্দ বিরাজ করি ।
থাকি তাই গো এ স্বরূপে
ওঁকার শ্রুতি স্মৃতি ধরি ।

একটি-ঘটনা

হাওড়ার আন্দুলে, দুইল্যা গ্রামের

বর্ম্মতলায় বাস।

অখ্যাত এক ঝালাই মিস্ত্রী

নাম "নীলমণি দাস।"

বহুদিন হতে ছিল পরিচয়

"নীলু-মিস্ত্রী" ব'লে।

গুপ্ত পরিচয় ছিল যা লুকানো

সহসা গেল তা খুলে ॥

একদা সে আসি কহিল আমারে—

দেখেছি গ্রন্থ 'গুরু কৃপা ধারা'।

একখানি মোরে দাও দাদা তুমি

হয়নি আমার পড়া।"

দুটি খণ্ড আমি দিনু তার হাতে,

—প্রায় দুই মাস পরে—

সহসা আসিল আমার কাছেতে

চোখে তার অশ্রু ঝরে ॥

যেন সে নিজেরে হারায়ে ফেলেছে

এমনি ভাবটি নিয়ে।

আনমনে শুধু কাঁদিতে কাঁদিতে

মা-র গান যায় গেয়ে ॥

ক্রমশঃ আমিও প্রস্তরবৎ

হয়ে গেছি নিশ্চল।

তার সাথে সাথে আমারও চোখেতে
ঝরিতেছে আঁখিজল ।।

প্রকৃতিস্থ হ'য়ে জিজ্ঞাসিনু তারে
"বল ভাই নীলমণি—
কেমনে লভিলে এ পরম ধন
খুলে বল' তাই শুনি ।
কেঁদে শুধু বলে "কিছুই জানি না
মা আমার জানে সব ।
বিদ্যা বুদ্ধি নাই তা তো তুমি জানো
আমার মায়েরি এ বৈভব ।।"

তার পরে পরে মাঝে মাঝে এসে—
শুনায়েছে গান যত ।
আস্বাদন তরে টেপ রেকর্ডেতে
রাখিয়াছি গুটি কত ॥
বিনয়ে তাহার অনুমতি নিয়ে
কিছু ছাপিলাম এই গ্রন্থে ।
পরিচয়হীন অখ্যাত কেমনে
ডুবেছে মাতৃমন্ত্রে ।।

শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ—

তাঁর স্বরচিত কয়েকটি গান ঃ

১ । 'মা' বিরাজে যেথা মন চল' সেথা
বাহিরে খুঁজোনা তাঁরে ।

লয়ে বরাভয় সদা জেগে রয়
হৃদয়েরি মন্দিরে ॥
লালসায় ভরা কত যে পশরা
সাজায়ে পথের ধারে ।
ভুবনমোহিনী জননী আমার
রেখেছে তনয় তরে ॥

ভুলোনা হে মন হয়ে অচেতন
মার কাছে দেখে লালসার ধন
শুধু চেয়ে যাও অভয় চরণ
তাঁর কাছে করজোড়ে ।
মায়াময়ী রূপ রবেনাকো আর
দূরে যাবে যত মোহের আঁধার
রূপের আলোয় ভরিবে হৃদয়
দেখিবি নয়ন ভরে ।।

২ । আমার সারাটি জীবন হৃদয় আসন
শূন্য রহিল প'ড়ে ।
মাগো বারেকের তরে হৃদয় আসনে
বসিলেনা কৃপা করে ।।
আমি গুণহীন বলে রহিলে মা ভুলে
এ অধমে চিরতরে ।
শুনিলেনা মাগো করুণ-মিনতি
আসিয়া খানিক তরে ।।

৪

আমার বৃথা বেলা যায় নাহিক সময়
আঁধার ফেলিছে ঘিরে ।
কবে হবে আর করুণা মা তোর
অধম তনয় পরে ।।
আমার কত যে বেদনা সারাটি জনম
রয়েছে হৃদয় জুড়ে ।
তুই ছাড়া মাগো এ হেন বেদনা
বল্‌মা জানাবো কারে ।।

আমার বড় সাধ্ মনে হৃদয় আসনে
সদা রাখি মাগো তোরে ।
কি ভাবে ডাকিলে মিটিবে সে সাধ্
ব'লে দে মা কৃপা ক'রে ।।

৩ অন্তরযামিনী জননী আমার
কি আর জানাবো তোরে ।
তোরই মায়াজাল হয়ে মহাকাল
রয়েছে আমারে ঘিরে ।।
কত যোগী ঋষি শত সাধনায়
কি যে তোর মায়া বুঝিলনা হায়
আমি যে মা তোর অধম তনয়
বুঝিব কেমন করে ।
বলে দে আমায় কোন সাধনায়
তোর এই মায়া দূরে সরে যায়

শত জনমে এ মোহিনী মায়ায়
হৃদয় রয়েছে ভরে ॥
মায়াময়ি রূপ করে পরিহার
বারেক দাঁড়া মা সুমুখে আমার
দূরে সরে যাক মোহের আঁধার
আমি দেখি মা নয়ন ভরে ॥

৪। মা তোর মায়ার-খেলা ঘরে—একটি পুতুল আমি।
যখন যেথায় রাখিস মা তুই—সেথায় তখন থামি ॥
ছোট মেয়ে যেমন করে
পুতুল সাজায় খেলা ঘরে
আমায় নিয়ে তেম্‌নি মা তুই—খেলিস দিবাযামি।
আপন হাতে গড়িস পুতুল সাজাতে সংসার
জন্ম মরণ দুঃখ সুখের নিলি মা তুই ভার
ভুলিয়ে আমায় খেলার ছলে
রাখ্‌ মাগো তোর পদতলে
শুধু মনটাকে মা করে দে তোর চরণ অনুগামি ॥

৫। মা তোর চরণে শরণ লইতে আমার শত বাধা শতধারে।
কামনা বাসনা প্রহরী হইয়া আমারে রেখেছে ঘিরে ॥
মনে প্রাণে মোর নাহিক মিলন
কলহ বিবাদে রত সারাক্ষণ
বিষয়ের বশে হইয়া মগন—সদা রহে দূরে দূরে

কি যে পেলে সুখী হয় মোর মন। অন্ত নাহিক তার
কত চাওয়া পাওয়া ফুরায়ে গিয়াছে—মেটেনিতো হাহাকার
আমার কবে হবে মাগো সেই শুভক্ষণ
মনে প্রাণে মোর হবে গো মিলন
হৃদয় আসনে বসায়ে মা তোরে—পূজিব যতন করে ।।

৬। অন্তরে সদাই রয়েছ মা তুমি
খুঁজে ফিরি সদা বাহিরে।
ছলনা কি মায়া কিংবা মহিমা
বুঝিব কেমন করে ।।
দেহ সুখে মন হইয়া মগন
ভুলিয়া রয়েছে তোমারি চরণ
বিষয়ের বশে হ'য়ে অচেতন
ভুলিয়া গিয়াছে তোমারে।
লয়ে দারাসুত হইয়া মোহিত
কতনা যাতনা সহি অবিরত
কত অঘটন ঘটিছে নিয়ত
এ দেহেরি চারিধারে।
জানিনা মা কবে মোর এই মন
অন্তর-পথে করিবে গমন
চাহিবে করুণা তোমারি চরণে
নতশিরে কর জোড়ে ।।

৭। কিছুই আমার নেই জগতে -সবই তো মা তোরি দেওয়া
থাকার মধ্যে আছে আমার সারা জীবন শুধুই চাওয়া ।।

চাইনা কিছু দিতে তোরে
শুধু নিয়েছি মা দু হাত ভ'রে
তবু আমায় কৃপা করে করিস মা তুই কত দয়া।
এ সংসারে আসা থেকে
চাওয়ার শেষ নাই দিনে রাতে
বিষয় নিয়ে থাকি মেতে হিসাব করি চাওয়া পাওয়া ।।
বাসনার অন্ত নাই মা
জানাই তোরে ওমা শ্যামা
মুক্তিমন্ত্র শিখিয়ে দে মা—ঘুচে যাক মোর সকল চাওয়া ।।

৮। অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশি ।
চরণে নুপুর পরে—
মোহন মুরলী করে—
ময়ুর মুকুট শিরে—
(আমার) হৃদয় মাঝে দাঁড়া আসি ।।

কুঞ্জ কানন মাঝে
কৃষ্ণ কালী সাজে
আয়ানে দেখা দিলি - লুকায়ে বাঁশি ।
কৃষ্ণ কিশোর সাজে
দাঁড়া মা হৃদয় মাঝে
দেখি মা অধরে তোর—মৃদু মৃদু হাসি ।।

৯। তোর কাছে মা আর তো কিছুই চাইবো নাকো আর।
তোর "কৃপাসিন্ধু-চরণ" ছাড়া নাই কিছু চাওয়ার ॥
এ সংসারের সকল চাওয়া
জেনেছি মা তোরই মায়া
বারে বারে আসা যাওয়া নাইতো পারাপার।
দিয়েছিলি যত খেলা
খেলেছি মা সারা বেলা
তোর মায়া মোহের রঙিন খোলা ফিরিয়ে নে এবার ॥
এই মিনতি জানাই তোরে
বাঁধিস্ নে আর মায়ার ডোরে
কৃপা করে মায়ার বাঁধন খুলে দে এবার ॥

১০। প্রাণ ভরে মা ডেকে নেব—আর যদি দিন ফিরে না পাই—
এই জনমের সকল কথা—মাগো তোরে জানাতে চাই ॥
এই দেহ ফেলে যাবো চ'লে - কোথায় যাবো ঠিকানা নাই।
যাবার আগে সকল কথা—তোর কাছে মা জানায়ে যাই ॥

শুনেছি তোর নামের মাঝে—তোরই স্বরূপ লুকিয়ে আছে।
ভক্তজনে তুই নাকি মা - রাখিস সদা নিজের কাছে ॥
তোরই নামের মাধুরীতে - চাই মা আমি মিশে যেতে।
সেই আনন্দে থাকবো মেতে এই বাসনা মনে সদাই ॥

১১। বল মা আমার কবে যাবে মনের এ সংশয়।
থাকবেনা আর আমার মনে লজ্জা ঘৃণা ভয় ॥

যাবে সরে লাজের বাঁধন
তোর ধ্যানে মা থাকবো মগন
থাকবেনা আর আমার মনে মন্দ কথার ভয়।
মন্দ কথা শুন্‌লে কানে
দুঃখ না হয় আমার মনে
মাতিয়ে দে মা তোরি নামে—মিনতি তোর পায়॥
মেতে রব নামে গানে
মিলন হবে মনে প্রাণে
মিশে রব তোর চরণে যাবে শমন-ভয়॥

১২। অনন্ত রূপ ধরে মাগো
বিশ্ব মাঝে করছো খেলা।
আমার মনে যে ভাব জাগাও
তাই দেখি মা সারাবেলা॥
কখনো উমা কখনো শ্যামা
কখন্ হও মা ব্রজের কালা।
বিনোদিনী হয়ে কখন
কুঞ্জে বসে গাঁথো মালা॥
কখনো রাজ-রাজেশ্বরী
কখনো হও ভক্ত-অরি
তীক্ষ্ণ-খড়্গ করে ধরি
কভু গলায় পর মুণ্ড মালা।
কভু দেখি ভক্ত সনে
নেচে বেড়াও সংকীর্ত্তনে
কৃপা কর মা এই অধমে
গলায় পর স্নেহের মালা॥

১৩। শান্তি নাই মা সংসারেতে
তাইতে আবার ঘরটি ছোট
(এতে) থাকতে হয় মা পাঁচজনেতে।
বাড়ীর যে জন বড় সবার
সে থাকেই না প্রায় এই ঘরেতে॥
ঘরে ভাল লাগে না তার
সদাই ঘোরে বাহিরেতে।
আর যারা সব কাছে আছে
তারাও চলে যে যার মতে॥
তারা দিবারাতি বায়না ধরে—
বুঝতে চায়না কোন মতে।
ঝগড়া ঝাটি লেগেই আছে—
সকাল সন্ধ্যে দিনে রাতে॥
(আমি) তাইতো চোরের মায়ের মত
থাকি ঘরের এক কোণেতে।
আপনার জন তুই মা আমার
সুখে দুঃখে থাকিস্ সবার
তাইতো মাগো দুঃখের কথা
জানাই শুধু তোর কাছেতে॥

১৪। ডাকতে আমি জানিনা মা—দিস্না সাড়া তাই।
আমি তোরে বারে বারে—ডাকি যে বৃথাই॥
বল মা শ্যামা কেমন করে
ডাকতে হবে মাগো তোরে
সেই কথাটি তোর কাছে মা—জানতে শুধু চাই।

যতই ভাবি মনে মনে
থাকবো সদাই মা তোর সনে
জানিনা মা কিসের টানে—কোথায় ভেসে যাই
শ্রীরামপ্রসাদ গানের সুরে
দিবানিশি ডাকতো তোরে
সাধ ক'রে তার ভাঙা ঘরে—বাঁধলি বেড়া তাই

১৫। আমি পাগলি মায়ের পাগল ছেলে।
আপন মনে কাঁদি হাসি
লোকে আমার মাতাল বলে॥
আমার নাইকো সন্ধ্যা নাইকো সকাল
নাই শুভক্ষণ নাইকো অকাল
আমি মায়ের নামে হয়ে মাতাল
নেচে বেড়াই কালী বলে।
আমার নাইকো আচার নাইকো বিচার
মায়ের নামটি করেছি সার
তাইতো আমি দিবা নিশি
ডাকি শুধু মা মা বলে॥
ভজন সাধন নাইকো জানা
মা মা বলে তাই ডাকি মা
পূজার মন্ত্র জানিনা তাই—
সদাই ভাসি নয়ন জলে।

১৬।　বড় বিপাকে পড়েছি মা—এসে গো তোর এ সংসারে।
এমন সময় পেলাম না মা—মনের সাধে ডাকি তোরে ॥
সাধ ছিল মা আমার মনে
থাকবো সদাই মা তোর ধ্যানে
ডাকবো তোরে মনে প্রাণে—আমার নয়ন ধারা পড়বে ঝরে।
হয়ত বা আর সে সাধ আমার—মিটলো না আর এ জীবনে—
আশায় আশায় দিন ফুরাল—সন্ধ্যা নামে ধীরে ধীরে ॥

১৭।　পাষাণ হয়ে থাকিস্ নে মা—সাড়া দেগো ছেলের ডাকে।
লুকিয়ে কেন আছিস মাগো—আমায় একা ফেলে রেখে ॥
দয়াময়ি নাম যে মা তোর—ছড়িয়ে আছে এ জগতে,
তাইতো আমার মনের ব্যথা—জানাই তোরে দিনে রাতে,
একি মায়ার-কাজল মা তুই- পরিয়ে দিলি আমার চোখে
সারা বেলাই ঘুরে মরি- পাইনা মাগো দেখতে তোকে ॥
সময় যে আর নেই মা আমার
আয় মা কাছে আয় মা এবার
সন্ধ্যা হল নামলো আঁধার—ঘুম পাড়া মা কাছে রেখে ॥

১৮।　বড় অসময়ে পাড়ি দিলাম
মা তোর নামামৃত সাগরেতে।
ডুবে যেন যায় না মাগো
এই "আশার তরী" পার ঘাটেতে ।।

কুল কিনারা কিছুই না পাই
কি ফল হবে ভাবি মা তাই
তোর নামের জোরে কুল যদি পাই
মা তোর অভয় চরণেতে।
ভজন সাধন কিছুই যে নাই
কি ফল হবে ভাবি মা তাই
এ দুঃখ মা কারে জানাই
আমার কেউ নাই আর এ জগতে ।।
হেলায় খেলায় গেল বেলা
তোর শরণ নিলাম সন্ধ্যাবেলা
তুই যদি মা করিস্ হেলা
ডুববো আমি অকুলেতে ।।

১৯। দোষ করেছি বলে কি মা—আমায় ফেলে যাবি চলে।
তাই কি আমায় দিসনা সাড়া—যতই ডাকি মা মা বলে ।।
আমায় বক্‌বি ঝক্‌বি শাসন করবি
ভাল করে বুঝিয়ে দিবি
তা না করে রাগ করে তুই—আমায় ফেলে গেলি চলে।
অভিমান আমারো আছে,
আমি উঠবো না আর মা তোর কোলে ।।

দেখবো আমি কেমন করে—থাকতে পারিস আমায় ভুলে।
যতই দোষী হইনা আমি তবু আমি তোরই ছেলে ।।

২০। এবার আমায় দে মা তারা—সাধ মিটিয়ে ডাকতে তোরে,
রাখিস্ না আর ভুলিয়ে আমায়—মায়ামোহের অন্ধকারে ।।
তারা নামের মাধুরীতে
হৃদয় আমার উঠুক মেতে
মাতিয়ে দে মা তোর নামেতে—সকল বাধা যাক মা দূরে।
এ সংসারে আপনার জন—তোর মত মা আর কে আছে,
তাইতো আমার মনের ব্যথা—জানা'ই শুধু মা তোর কাছে,

আমার আঁধার ভরা এই হৃদয়ে
জ্ঞানের আলো দে মা জ্বেলে
সেই আলোতে তোর কালোরূপ ফুটুক জগৎ আলো করে ।।

২১। আমার কি হবে মা ভাঙা হাটে—নুতন ফুলে সাজিয়ে ডালা।
দণ্ড দুচার পরেই আমার—ফুরিয়ে যাবে ভবের খেলা ।।
সারা জীবন করেছি ভুল
তুলিনি মা তোর পূজার ফুল
এখন আমার ভাঙা দুকুল
আমি কোন্ কুলে ভাসাবো ভেলা।

বিষয় খেলায় মেতেছিলাম
জানিনা কে কালী কে শ্যাম
নাম রূপেতেই ভুলে ছিলাম
"মর্ম্ম-কানে" দিয়ে তালা ।।
চাইনা মা আর অবেলাতে
মা তোর নামে কালি দিতে
আমি এসেছি মা বিদায় নিতে
জীবনের এই সন্ধ্যাবেলা ।।

২২। আর উচাটন্ হয়োনা মন—এই মিনতি জানাই তোরে।
মোহের বশে দেশবিদেশে—বেড়ায়োনা বৃথা ঘুরে ।।
মা যে সবার প্রাণময়ী
তোর মাঝেও প্রাণরূপে রহি
কোল পেতে মা বসে আছে—দিবানিশি তোরি তরে।
কেঁদে ছেলে ফিরলে ঘরে
মা কোলে নেয় আদর করে
ধুলো কাদা লাগলে গায়ে—মা তো দেখে যায় না সরে ।।
তাই বলি মন ঘরেই থাকো
আর বাহিরে ঘুরো নাকো
এই প্রাণকে ধরেই পড়ে থাকো—মাকে পাবি ভুল নাহিরে।

২৩। তুমি আছ তাই আমি আছি মাগো
তুমি ছাড়া আমি নাই।
এই দেহ ফেলি তুমি চলে গেলে—দেহটি তো হবে ছাই ।।
আমার এই দেহখানি
এতো তব লীলা ভূমি
আমারে নিয়ে তো খেলিছ মা তুমি
যেথা থামো তুমি সেথা থামি আমি
যেথা যাও সেথা যাই।
তুমি আছ মাগো মোর অন্তরে
সুখে দুখে মোরে আছো কোলে করে
চেতনা হইয়া আছো মোরে ধরে
(পাছে) পড়ে গিয়ে ব্যাথা পাই ।।

দিতেছ সুমতি মোরে দিবারাতি— সুপথে যাহাতে যাই।

মোর হৃদি মাঝে আছো "আমি" সেজে

এ সত্য তো বুঝি নাই ॥

কৃষ্ণ যে অনন্ত—

তাঁর মহিমা অপার—

এ দেহ রবে না চিরদিন

সূক্ষ্মদেহ সেও হবে ক্ষীণ

হে প্রাণকৃষ্ণ! তুমি ছিলে আছো, রবে চিরদিন

অন্তর-কৃষ্ণ বাহ্যে রাধাভাবে

একা,-দুইরূপে থেকে এই ভবে

হে অনন্ত;—অনন্তলীলায় নিত্য আছো মগ্ন-লীন ॥

বুঝিনা বলে গো খুঁজি

মাত্র কোনরূপে পূজি

এ বিশ্ব যে তব রূপ,—এই বোধে রাখো।

অন্তরে যে ভাবই ফোটে

তোমারই তা লীলা বটে

নিজেই নিজের লীলা আস্বাদনে থাকো ॥

এ সত্য বোঝাবে বলে

শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে এলে

রাধাভাবে আপনারে ঢাকি।

শিখালে সাধনা করে

এ তত্ত্বে যে জন ফেরে

কৃষ্ণ দরশনে তার রবেনাকো বাকি ॥

তাই মোর সাধনা গো
সর্বরূপে ভাবে জাগো
অন্তরে বাহিরে যাহা হতেছ উদয় ।
ব্যথা ও আনন্দ মাঝে
হেরি তোমা সেই সাজে
অন্তহীন ভাবে ফোটো হে অনন্তময়

—বুদ্ধির অশুদ্ধতা—

প্রাণ ও মনের যতেক খেলা
দেহের মাঝে হয় দুবেলা
মায়ায় থাকি আত্মভোলা,
তাই,—বিষয় বোধে ফোটে ।
এই দেহটি হয় "অপরা" তাঁর
"প্রাণ-পরা" তায় করছে বিহার
তাঁর প্রকৃতিই এই বিশ্বাকার !
তাঁরই লীলা সর্ব্ব ঘটে ।।

লীলাবোধে দেখার যে জ্ঞান
মায়ার বশে হয়েছে ম্লান
খুঁজে পাইনা তাই সমাধান
ফিরতেও চাইনা—জ্ঞানে ।
এম্‌নি মোহ কাটছেনা তা
তাই অভিনান ফুটছে বৃথা
সাধন করেও তাই ব্যর্থতা
এমন দুর্লভ জীবনে ।।

বুঝতে চাইনা কিসে কি হয়
শাস্ত্র মর্ম্মও বুঝিনা হায়
—পড়ি, শোনাই-শুধু ভাষায়
সে গৌরবেই ডুবে থাকি।
নাম ও রূপ যে বাহ্য-ব্যাপার
অন্তর-ভাবটিই হয় সর্ব্বসার
সেই অন্তরে লক্ষ্যই বা কার—?
সবাই সাধন করে দেখি।।

ডুবলে পরে নিজের মাঝে
প্রাণকেই পাবে ইষ্টসাজে।
এই যে থাকা বাইরে ম'জে —
– শুধুই শিশুজনের তরে।
ক্রমে ক্রমে এগিয়ে এসো
সাধনে "প্রাণকৃষ্ণে" মেশো
মনকে নিয়ে কাছে ব'সো
ইষ্টরূপেই দেখবে তাঁরে।।

হে মন যত এগিয়ে যাবে
বুদ্ধি ততই শুদ্ধ হবে
অশুদ্ধতায় নাহি পাবে,—
বিচার ছেড়ে আচারে নয়।
আচার সাথে থাক্‌লে বিচার
তবেই তাহা হয় সদাচার
বিচাব ছাড়া হয় অনাচার
বুদ্ধি তাতে অশুদ্ধই রয়।।

—আমিটিই শ্রীকৃষ্ণ—

শ্রীকৃষ্ণ হন ধ্যানেরি ধন—
বিশ্বে "আমিরূপে" বিকাশ
অসংখ্য আমিত্বোপরেই—
জগৎময়ই তাঁহার প্রকাশ ।।
নিজেই তিনি আমি সেজে
অসংখ্য নাম রূপে খেলে ।
আপন লীলায় মগ্ন তিনি
দৃষ্টি নাই তাই আছি ভুলে ।।

এ অন্ধতা মায়ার খেলা
এও সে লীলার প্রয়োজনে ।
লীলার সাথী করে তারেই,—
মায়ায় ডাকে 'মা'-যে জনে ।।
আমিরূপেই কৃষ্ণ-গোপাল—
বৃন্দাবনের সেই লীলাময় ।
আমি সেজেই অদ্যাবধি—
লীলামগ্ন সকল সময় ।।

ইহাই আদি গভীর তত্ত্ব—
এই "তত্ত্ব-জ্ঞান" লাভের তরে ।
জগৎ জুড়ে নানান মতে—
সাধন ভজন সবাই করে ।।
আমিটিকে চিনলে পরে—
দেখতে পাবে ভুবন ভরে—

৫

একমাত্র "আমির" ভিতর—
খেলছে সবাই মায়ার ফেরে ॥

এসব তত্ত্বের হদিস্ পেয়ে—
"আমির" স্বরূপ দেখতে যে চায় ।
নির্দ্বন্দ্বে সে সরল প্রাণে—
মা মা ডাকে মহামায়ায় ॥
মা-র করুণায় মায়াবরণ—
ধীরে ধীরে খুলবে যখন ।
বিশ্বময়ই আমির বিকাশ—
তার চোখেতে ভাসবে তখন ॥

—শ্রেষ্ঠ পথ—

ধর্ম্ম পথে চলতে কিংবা—
জীবনে তা করতে গ্রহণ ।
"স্বভাব-ধর্ম্ম" ছাড়তে হবে—
এ ধারণা ভুল অকারণ ॥
যে-যার যথা সংস্কারে—
এই যে মোদের দেহ জীবন ।
এরই মাঝে সবকে নিয়ে—
ধার্ম্মিক করে ধর্ম্মের সাধন ॥

ধর্ম্মেতে যে নির্ভীক হয়—
শাস্ত্র তারেই ধার্ম্মিক কয় ।

বহু মুনি ঋষির জীবন—
আজও তাহার প্রমাণ দেয় ।।
রাজনীতি বা সমাজনীতি—
কিংবা যে যার বর্ণাশ্রমে ।
মনুষ্যত্ব লাভ করিলেই—
'সহজ-ধর্ম্ম' আসে নেমে ।।

ধর্ম্ম নয়তো 'আকাশ কুসুম'
কিংবা নয় তা মরীচিকা ।
সংসার ছেড়ে সাধু হলে—
তবেই কি সে দেবে দেখা ?
শুধু "বোধগম্যে" আনতে হবে—
ধর্ম্ম কিবা ধন ।
তেমন "শুদ্ধ-বোধের" তরেই—
দুর্লভ এ জীবন ।

বুঝতে হবে অন্তর বাহির—
হচ্ছে যত খেলা ।
এই "প্রাণ-কৃষ্ণ"-সত্ত্বার পরেই—
রয়েছে তা মেলা ।।
প্রাণ হয়ে সেই পরম ব্রহ্ম—
বিরাজিত, - তাই—
রূপ রস শব্দাদির মাঝে—
নিত্য-পরশ পাই ।।
এই পঞ্চ তন্মাত্রসহ—
দেহাদি ও মন ।

লীলার তরে নির্গুণেরই —
সগুণ আচরণ।
তত্ত্ব ভুলে আমি আমার
অজ্ঞানেতে ভাবি॥
জ্ঞান ও প্রেমের চোখে দেখি—
একা তিনি সবই'

তাই সব কিছুকে তিনি বোধে—
সবের সেবা মাঝে।
প্রকৃত যে ধর্ম্ম,—তাহা
—সেইখানে বিরাজে॥
তাঁরি দেওয়া দেহ শক্তি—
তাঁরি সেবা বোধে—
নিয়োগ করতে পারে যে জন
সেই "সত্য-ধর্ম্ম" সাধে॥

এ হয় ধর্ম্মের প্রথম ধাপ—
"চরম ধাপ" এর পরে।
চরমে সেই যেতে পারে
যে প্রথমটিকে ধরে॥
প্রথম ধরে অনুশীলন—
করতে করতে শেষে।
এই সাধনের প্রগাঢ়তায়—
নিমগ্নতা আসে॥

এই নিমগ্নতা যার জীবনে
পূর্ণতা লাভ করে।

ভগবানের সাথে তখন
ভক্ত খেলা করে ॥
এই অবস্থার আগে সেজন—
সবই দেখে লীলা
এরই তরে মানুষ শ্রেষ্ঠ,
শ্রেষ্ঠ তার পথ চলা

দ্রষ্টব্য : ১। এই মানুষ ধামে মানুষ লীলায় মানুষ ব্যতিরেকে।
শতেক প্রকার সাধন চেষ্টায় কেউ পায় না তাঁকে ॥
—মহাজন বাণী

২। গোলক উপরে মানুষ বসতি তাহার উপরে নাই।
মানুষ ভাবেতে বসতি করিলে তবে সে মানুষে পাই ॥
—চণ্ডীদাস

—দুর্লভ জীবনে—

মূলে যিনি শাখায় তিনি পত্রপুষ্প ফলে
এমনি দর্শণ চাই সাধনার কালে ॥
মাত্র ইষ্টে অনুরাগ অন্যেতে বিরক্তি।
এহেন ভেদের সাধন নহে শাস্ত্র যুক্তি ॥

যার ইষ্ট যাই হোক কৃষ্ণ কিংবা কালী।
শুধু মাত্র নাম রূপ নয় তা কেবলি ॥

তিনি যে পরম আত্মা পরম ঈশ্বরী।
সাধক হিতার্থে আছে নাম রূপ ধরি।

তাঁর সেই আদি সত্ত্বায় লক্ষ্য স্থির রেখে—
বিশ্বময় ব্যাপ্তবোধে সাধনে যে থাকে—
সে হৃদেই অভেদ-ভাব হইয়া উদয়—
সারা বিশ্বময়ই তার ইষ্ট স্ফূর্ত্তি হয় ॥

ধ্যানে যোগে কর্ম্মে কিংবা পূজা প্রণামেতে।
দৈহিক কর্ম্মের মাঝে পায় সে দেখিতে ॥
এ সাধন পথের পথিক শ্রীগুরুর কৃপায়।
মৃন্ময় জগৎ-ই হেরে চিন্ময়-প্রভায় ॥

এক হতে বহুত্বের ব্যাপ্তিই এ সংসার।
বহুতে একেকে দেখাই সাধনার সার ॥
এরি তরে এককে ধরে আগাইতে হয়।
ঐ একের প্রতীকটিকে কালী কৃষ্ণ কয় ॥

রসাস্বাদের ভেদ মাত্র আছে এ ভূমেতে।
পূর্ণাস্বাদে কোন ভেদ নাই কোন মতে ॥
পূর্ণেরে আস্বাদ করে পূর্ণ হবে বলে—
হে মন ; দুর্লভ জন্ম পেয়েছ ভূতলে ॥

—ভিক্ষা—

হে গুরো—

আমার অন্তর-অঙ্গ বাহির-অঙ্গ দুইই একত্রেতে।
তোমার কৃপায় যুক্ত হউক তোমার চরণেতে ॥

সেই ভাবে হোক এ সংসারের ওঠা পড়ার খেলা।
মন বুদ্ধিতে হউক প্রকাশ শাশ্বত সেই লীলা ।।

পূজায় ধ্যানে সংকীর্ত্তণে জীবনের সব কাজে ।
নিত্য-লীলার পরশ যেন পাই এ হৃদয় মঝে ।।
যে অদৃশ্য লীলা তোমার দৃশ্যে দৃশ্যে ফোটে ।
দৃশ্যই ফুটুক "লীলাবোধে" আমার চিত্তপটে ।।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" তোমার উদার বাণী ।
ভিক্ষাটি মোর পূর্ণ কর—কৃপার পরশ দানি ।।
মুক্তি মোক্ষ স্বর্গ আদি কিছু নাই মোর চাওয়া ।
এমনি ভাবে বোধে এলেই সব হবে মোর পাওয়া ।

—অনন্ত—

অনন্ত ঐশ্বর্য্য অনন্ত মাধুর্য্য—
যে অনন্তে বিরাজিছে ।
হে মন আমার নিবেদি তোমারে—
ফিরে এস তার কাছে ।।
সে যে নাহি হয় ক্ষুদ্র পরিচয়—
কোন একে নহে বদ্ধ ।
অনন্ত আকারে অনন্ত প্রকারে—
সে যে অনন্তে নিবদ্ধ ।।

না হয়ে বিরূপ,—সে সত্য স্বরূপে—
ফিরে এস মন এবারে ।

সাম্প্রদায়িকতা হীন সংকীর্ণতা—
বাঁধেনা যেন গো তোমারে ॥
অনন্তে দর্শণে,— অনন্ত চিন্তনে—
সেই "অনন্ত-পানে" ফের।
মায়া আবরণ হবে উন্মোচন—
তখন "স্ব"-রূপেই তাঁরে হের ॥

—কৃপা লাভ

তুমি যেথায় হে ভগবান
সবাই পায়না সে সন্ধান
যারে কর করুণা দান—
সেই মাত্র জানে।
যেমন ভাবেই থাকুক না সে
তুমি সদাই থাকো পাশে পাশে
সবায় নিয়ে— সবেই মিশে
সে থাকে তোমার ধ্যানে ॥

বিষয়ী যা মুখ্য ভাবে
তার কাছে তা গৌণ সবে
তুমিই তার "সব" হয়ে রবে
মুখ্য গৌণ একাকারে।
পূজা পার্বণ জপে ধ্যানে
কীর্ত্তণ আর সংকীর্ত্তণে
"স্ব-ভাব-কর্ম্মে" তার জীবনে
তোমায় দেখে সর্ব্বাকারে ॥

স্থূল সূক্ষ্ম আর কারণেতে
ফুটে ওঠে৷ তার চোখেতে
ধর্ম্মাধর্ম সব রূপেতে
মন ভাসে তার "কৃষ্ণরসে" ।
সকল বৃত্তিই সঙ্গে থাকে
"প্রাণ কৃষ্ণলীলা" বোধে দেখে
কর্ম্মের ফল স্পর্শে না তাকে
ফল যায় "কৃষ্ণ রসে" ভেসে ।।

সাধন যাহার তোমায় পেতে
সেই আসতে পারে এখানেতে
বাহ্যাকাঙ্ক্ষায় যে রয় মেতে
এ সহজ কৃপায় বঞ্চিত হয় ।
চিত্ত বৃত্তির অশুদ্ধতায়
কভু আসা যায় না হেথায়
মনুষ্যত্বের অর্জ্জনে তায়—
—শুদ্ধ করলে,- এ কৃপা পায় ।।

—সুপ্ত চেতন—

জাগবে যখন সুপ্ত চেতন—
তখন হবে সত্য দর্শণ
স্থূলদেহী শ্রীগুরুর কৃপাই
সূক্ষ্মে হবে অনুরনন ।।

স্থূলের পানেই চাইলে ফিরে—
স্থূক্ষ্মে হবে আলোড়ন।
সেই চিন্ময় জগৎ গুরুর,—
হবে মৃন্ময়েতেই প্রস্ফুরণ ।।

এসব তত্ত্ব বলারও নয়—
বললেও তুমি বুঝবে না মন।
সরল মনে সুবিশ্বাসে
সাধন করলে বুঝবে তখন ।।
দম্ভ যেন পথ না রোধে—
সাধনারি সামনে এসে।
তেমন সাধন করেও তুমি
গড্ডালিকায় যাবে ভেসে ।।

সাধন কালে উঠবে ফুটে—
যত রকম ভাব সমুদয়।
তাঁর স্পর্শ আছেই তাতে—
জেনো তিনি ছাড়া কিছুই না রয় ।।
ভাবের রকমারি যা হয়—
মায়ার স্পর্শ আছে বলে।
সেই ভাবকেই ইষ্ট ভাবো—
সর্ব্বপ্রথম সাধন কালে ।।

এই "ইষ্ট চিন্তা" গাঢ় হতে
হলে গাঢ়তর।
সর্ব্ব ভাবেই ফুটিবেন—
সে চির-সুন্দর ।।

এ অবস্থায় এলে তবে—

স্বপ্ত চেতন জাগে।

হাজার শুনে হাজার প'ড়ে—

জাগে না এর আগে ॥

দ্রষ্টব্য :—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুণ তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতাণি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যাসি শাশ্বতম্" ॥
গীতা ১৮।৬১।৬২

তত্ত্ব প্রকাশ

প্রাণ তুমি মন তুমি পঞ্চ তন্মাত্রও তুমি

শাস্ত্রে শুনি যে।

পঞ্চ ভূত দেহ তুমি রসাস্বাদ কর তুমি

আমি তবে কে?

দ্রষ্টব্য :—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ…গীতা ১০।২০"

"ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি…গীতা ১০।২২"

ভুমিরোপোহনলো বায়ু…গীতা ৭।৪"

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং…গীতা ৭।৭"

জাগিছে সংশয় কর নিঃসংশয়

ওগো দয়াময় গুরু।

তব নির্দ্দেশেতে   এই জীবনেতে
যাত্রা হোক মোর সুরু ॥
ক্ষীণ বোধে আসে   "শুধু মায়া বশে
জীব আমি আমি করে ।।"
এ আমি যে তুমি   নহে দেহ আমি
এ না বুঝে ঘুরে মরে ॥

স্বীয় সাধনাতে   এ সত্য বুঝিতে
কজন হয় বা অগ্রসর ।
মজে কেশে বেশে   ভাসে বাহ্য রসে
তাই রহে অগোচর ॥
সব তুমি বোধে   যদি নির্ব্বিবাদে
বিশ্বাসটি জাগে চিতে ।
আমি মুছে যাবে   তুমি শুধু রবে
হিতে কিংবা বিপরীতে ॥

দরশন হবে   সর্ব্বরূপে ভাবে
খুলিবে প্রেমের আঁখি ।
যা কিছু এ ভবে   তোমাময় হবে
কিছুই রবেনা বাকি ॥
এই অধিকারে   পৌঁছাবার তরে
সকলে সাধনা করে ।
দেখি যে অনেকে   "ভাব" গুপ্ত রেখে
শ্রেষ্ঠ সেজে ঘোরে ফেরে ॥

কারণ ইহার   ছলনা মায়ার
মা বলে ভুলাও তারে

তিনি স্নেহ-ময়ী আছে পথ চাহি
কোলে নেবে বলে ছেলেরে ॥
সহজ সরলে ডাকো মা মা বলে
অবশ্য করুণা পাবে।
সে করুণা বিনা আমিত্ব যাবে না
এ তত্ত্ব না প্রকাশিবে ॥

—নমি গো তোমারে নমি—

তোমারে নমস্কার গো-প্রভু—
তোমারে নমস্কার।
তুমি ভাবময়! যেইরূপে ভাবে
ফুটিছ হৃদে আমার ॥
স্নেহ মমতায়—কবিতা লেখায়
যেন তোমারি পরশ পাই হে।
জপ ধ্যান কালে বসে তব কোলে—
যেন তোমার নামটি গাই হে ॥

অন্ন গ্রহণে তব সেবা জ্ঞানে
আহুতি দিই যেন তোমারে।
যেন আমি দেখি অলক্ষ্যেতে থাকি—
আদেশিছ,—"ক্ষুধা"—আকারে ॥
যেন পিপাসায় দেখিয়া তোমায়
জল দিই সেবা বোধেতে।
তাই বারে বারে নমি হে তোমারে—
জীবনের যত কাজেতে ॥

যেন মনে হয় খুঁজিব কোথায়
এইতো রয়েছ সাথে।
চোখের পলকে খেলিছ পুলকে
দর্শন-শ্রবণেতে ॥
শক্তি রূপেতে দেহ-ইন্দ্রিয়েতে—
পরশ দিতেছ তুমি।
"প্রাণনাথ" ওহে সেই বোধ লয়ে—
নমি গো তোমারে নমি ॥

"স্থিত প্রজ্ঞ"

যে আমিটি লিখ্‌ছে এসব—
এই দেহ সেতো নয়।
"সত্য-আমিই",—এই দেহ ধরে
এসব লিখে যায় ॥
"সত্য আমি" আর "মিথ্যা আমি"
দুজন আমি মিলে।
অন্তহীন অনাদি-লীলা—
করছে ভূমণ্ডলে ॥

মানব যখন চায় বুঝিতে—
শাশ্বত এই তত্ত্ব।
"সত্য-আমির" উদ্বোধন চাই—
আর চাই মনুষ্যত্ব ॥
সেই মানুষই অন্তরে পায়
শ্রীগুরুর করুণা।

নইলে শত-পাণ্ডিত্যতেও
"তত্ত্ব-স্ফূরণ" হয় না ।।

যাঁর পরশে দেহেন্দ্রিয়
মন বুদ্ধি ও রিপুকুলে ।
যে যার কর্ম্ম যাচ্ছে করে
মা প্রকৃতির মায়ায় ভুলে ।।
তাঁর পানে যার দৃষ্টি ফেরে
সেই দেখিতে পায় ।
যার কাজ সেই যাচ্ছে করে
"এই আমির" নাইকো দায়

এমনি যখন মিথ্যা-আমির,
সত্যে দৃষ্টি ফেরে ।
এই দেহ-ইন্দ্রিয়েই তখন—
"কৃষ্ণ-তত্ত্ব" স্ফূরে ।।
"স্থিত-প্রজ্ঞ" কয় তাহারে—
কি জীবনে কি মরণে ।
সব নিয়ে সে থেকেও কিন্তু
মুক্ত সকল বন্ধনে ।।

—সার্থক সাধনা—

দুগ্ধ মন্থন করিলে যেমনে
মাখন হইয়া যায় ।
সমুদ্রের জল আগুনে ফোটালে
তাহাই লবণ হয় ।।

সাধন-মন্থনে জীবের অন্তর
মন্থিত হলে পরে।
মায়া-বিজড়িত জীবত্ব ক্রমশঃ—
শিবত্বের রূপ ধরে।।

শিবই জীব হয়ে স্ব-মায়ায় লয়ে—
খেলিছে আপন খেলা।
অনন্ত বিশ্বে দ্বিতীয় যে নাই—
তাঁহারই স্বগত লীলা।।
জীব-বুদ্ধিটিরে শুদ্ধ করিয়া—
তত্ত্বের অনুশীলনে।
শ্রীগুরু কৃপায় ইহা লভ্য হয়
তাঁরই প্রদর্শিত সাধনে।।

শাস্ত্র পাঠ করে পণ্ডিত না সেজে
যেই হয় তত্ত্ব-গ্রাহী।
তত্ত্ব আহরণে সাধন যতনে—
চলে যে সে পথ বাহি—
ক্রমে দৃষ্টি পথে পায় সে দেখিতে
সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।
আরো আগে গেলে দেখে সর্ব্বস্থলে—
এক সেবা দ্বিতীয়ম্।।

"সর্ব্বং বিষ্ণু ময়ং জগৎ"
"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"
"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা?"
এ দৃশ্য দর্শণে তবেই সার্থক তার সাধনা করা।।

—এই তো তোমার লীলা—

আমায় নিয়ে অনন্তকাল
এই যে তোমার খেলা ।
জনম মরণ জীবন ধারণ
এইরূপে পথ চলা ।
বিরাট হয়ে ক্ষুদ্র সাজে
ভাবটি আপন ভোলা ।
এই তো তোমার লীলা মাগো—
এই তো তোমার লীলা ।।

লীলার বশে অবশেতে—
আপন হারার মত ।
সুখ দুঃখ হাসি কান্নার—
খেলায় আছ রত ।।
আপন মায়ায় আপনি ভুলে –
কি বিচিত্র খেলা ।
এই তো তোমার লীলা মাগো—
নিত্য হয় দুবেলা ।।

লীলাবোধে শিখিনি নিতে—
আমার বোধে দেখি ।
তাইতো মাগো জন্ম জন্ম—
বৃথাই ঘুরতে থাকি ।।
অব্যক্ততে চেয়ে থাকি—
ব্যক্তে থেকে ভোলা ।
তাই পড়ে না চোখে মাগো—
তোমার মধুর লীলা ।।

সাধন করি তুরে চেয়েই—
কাছে দেখি নাকো।
ভুবন মাঝে আমার মাঝেও—
সদাই তুমি থাকো।।
স্ব-গত ভেদ সৃষ্টি করে—
এই যে তোমার খেলা।
শাস্ত্রের গূহ্য-মর্ম্ম হলো—
এই তো নিত্য লীলা।।

আমার মাঝে তোমার ছায়া—
ধরেছে এই দেহ কায়া।
অসংখ্যতায় ছড়িয়ে নিজেয়—
বিরাজ মা নিয়ে মায়া।।
এই বোধে যে মা বলে গো—
তারে কোলে নিয়ে কর খেলা।
মধুর হতে অতি মধুর—
দেখাও তারে তোমার লীলা

পূজা

বাহ্যপূজার উদ্দেশ্যটি—
অন্তরে তাঁয় পাওয়া।
পথ চলার উদ্দেশ্য যেমন—
ঠিকানাতে যাওয়া।।

ঠিকানার কাছাকাছি হলে—
সেথাই লক্ষ্য থাকে।
পথ চলা তার হয় অবসান—
মনেও নাহি রাখে ॥

যার তরেতে এ পথ চলা—
সেই কামনার ধন।
কাছে পেয়ে নানান ভাবে
করে আস্বাদন ॥
ভুবন মাঝে দেখে তারে -
নিজের মাঝেও পায়।
মন বুদ্ধি ও চিত্ত দেহের—
প্রতিটি ক্রিয়ায় ॥

এইতো মাগো এইতো তুমি—
খেলছো আমায় নিয়ে।
এইতো তোমার পাচ্ছি পরশ—
দেহে ও ইন্দ্রিয়ে ॥
এইতো গো প্রাণ শক্তি রূপে
বিকাশ তোমার সবখানে।
তোমার তরেই পূজা যে মোর—
কৃষ্ণ কালীর মূর্ত্তি এনে ॥

আজকে পূজা সফল হ'ল
তোমার করুণায়।
এবে নিজের পূজা নিজেই কর
"আমি" নাই সেথায় ॥

ক্ষুধা রূপে প্রকাশ হয়ে—
খাদ্য দিয়ে পূজা কর ।
নিদ্রা তৃষ্ণা দর্শণাদির—
নিত্য সেবায় এবার ফের ।

এতদিন "যে আমি" তোমার—
মূর্ত্তি পূজা করে গেছি ।
আজকে এসে তোমার কাছে—
সেই আমিটিকে হারায়েছি ॥
কাঁচা আমি পাকা আমি—
তুই যতদিন রয় ।
কাঁচা আমি,—পাকা আমির—
পূজা করে যায় ॥

কাঁচা আমি পাক্‌লে পরে—
কাঁচাটি না থাকে ।
তখন তো আর তুই থাকে না—
কে পূজিবে কাকে ?
এই খানেতে এলে জীবের
বাহ্য পূজা শেষ ।
তখন নিজেই নিজের পূজা—
করেন পরমেশ ।

পূজার ঘর

পূজার ঘরে আয় এবারে ।
আর বাহিরে ঘুরিস নারে ।

দেখ্‌রে রুদ্ধ দুয়ার খুলে
প্রাণ দেবতাই আছে মূলে
থাকিস না আর তাঁরে ভুলে
তাঁর পূজা তুই কর এবারে।
নিয়ে বাহ্য উপচারে
"পূজা-খেলা" গেলি করে
তাঁর পূজা কৈ কর্‌লি নারে
প্রেম ও প্রীতির উপচারে ।।

দুয়ার খুলে দেখ্‌লি নারে
দেবতা তোর কেমন করে
তোর পূজাটি পাবার তরে—
জন্ম জন্ম আছে ধরে ।
এক নিমেষও নাই সে ছেড়ে
কি এপারে কি ও পারে
চিন্‌লিনা তাঁয় মায়ার ফেরে
বাহিরে তাই মরিস ঘুরে ।।

বাহ্য-পূজার পথটি ধরে
অন্তরে যে আসতে পারে
"প্রাণ-গোবিন্দের" লীলা হেরে
লীলা রঙ্গেই পূজে তাঁরে ।
শ্রবণ দর্শণ ভোজনেতে
গন্ধে স্পর্শে ভ্রমণেতে
পরিজনের পালনেতে
তাঁরই সেবা-পূজা করে ।।

মায়াবদ্ধ আমিটি তার—
এ অবস্থায় থাকে না আর
কৃষ্ণই করে মায়ার পার
মুক্তাবস্থায় রাখে তখন।
ভগবান তাঁর ভক্তসনে
মেলেন হেথায় খুব গোপনে
জীব প্রাণই মহাপ্রাণে-র
পূজায় সেথা রয় নিমগন।।

বহিঃদৃষ্টি দেখে না তা
অন্তঃদৃষ্টি দেখে সেথা
বহির্মুখী চিত্ত যেথা
কোন হদিস্ পায়না তারা।
বাহ্য রসে থাকে মজে
বাহ্য সাজে থাকে সেজে
থাকে স্থূল ও বাহ্য কাজে
হয়ে সূক্ষ্ম তত্ত্ব হারা।।

আমার চোখে কৃষ্ণ কালী

—ক—

আদিতত্ত্বে কৃষ্ণ হন সচ্চিদানন্দময়।
যে কৃষ্ণ নিয়ে মত্ত মোরা,—"মায়িক" তা হয়।।
যে হেতু আমরা মুগ্ধ মায়ার জগতে।
মায়িক ধরিয়া তাই হবে তাঁরে পেতে।।

একথা যদিও সত্য অবশ্য স্বীকার্য্য।
কিন্তু আদি লক্ষ্যে মোদের হয়নাতো কার্য্য ।।
আদি কৃষ্ণ হন যিনি—যেথা তিনি রন।
সে লক্ষ্যে তো হয় নাকো সাধন ভজন।।

কৃষ্ণ সৎ কৃষ্ণ চিৎ কৃষ্ণই আনন্দ।
স্বীয় প্রকৃতির সাথে করে লীলানন্দ ।।
সে প্রকৃতি আছে এই বিশ্বরূপ ধরে।
অদ্যাবধি লীলা হয় এবিশ্ব মাঝারে।

সে লীলা দর্শণ যোগ্য অন্তরটি হলে।
লীলা প্রস্ফুটিত হয় এই হৃদি মূলে ।।
তখনি এই চক্ষু দুটি যাঁহা যাঁহা পড়ে।
শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা সেখানেই স্ফুরে ।।

কৃষ্ণ হন চিৎসত্ত্বা তৎ শক্তিই প্রকৃতি।
সত্ত্বার উপরে শক্তিই—এই বিশ্বাকৃতি।
আর্য্য-ঋষিকুল তাঁদের ধ্যানের দৃষ্টিতে—
দেখিয়াই,—এঁকেছেন "মাকালী" মূর্ত্তিতে ।।

এ বিশ্ব মিলিত তনু শিব শক্তি দুয়ে।
যুগলে দেখিতে হবে সেই চক্ষু নিয়ে ।।
এক ছেড়ে এক দেখা লীলা সেথা নাই!
তত্ত্ব-শূন্য দর্শণ হেতু—ভেদ ফোটে তাই ।।

—খ—

শিব হন চৈতন্যময়,—তাঁরি বক্ষোপরে।
চারি হাত প্রতীকে—শক্তিই চতুর্দিকে স্ফুরে ।।

"যে যথা মাং…তাংস্তথৈব",—এই করুণার বশে।
অনন্তে ব্যাপৃত তিনি,—প্রতীক এলোকেশে ।।

ধ্বংশহেতু যতসব আসুরিক জীবে।
বামেতে প্রতীক তার—ধরেছেন শিবে ।।
তত্ত্ব জ্ঞানী সাত্ত্বিক জনে বরাভয় দিতে।
সেই মুদ্রা আছে মার দক্ষিণ করেতে ।।

শুদ্ধচিত্তে মা মা বলে যে ভুলাতে পারে।
মার করুণায় সেই কৃষ্ণলাভ করে ।।
সত্ত্বারূপী শ্রীকৃষ্ণেরে মা-ই আবরিয়া।
লীলানন্দে ডুবে আছে এ বিশ্ব ব্যাপিয়া ।।

আদি কৃষ্ণে পেতে হলে মাকে চেন আগে।
কালীকে অবজ্ঞা করি কৃষ্ণ নাহি জাগে ।।
বাহ্য ছেড়ে,—অন্তরে এই তত্ত্বটি ফুটিলে।
হৃদি বৃন্দাবনে,—আদিলীলা প্রকাশে সেকালে ।।

একান্ত প্রার্থনা

প্রভু এসো,—মোরে নিয়ে যাও—
কঠিন এ "কারা" হতে।
আমি যে নিজেই নিজের বাঁধনে—
কেঁদে মরি দিবারাতে ।।
এ থেকে মুক্তির সাধ্য মোর নাই—
জীবত্বের ভাবে থেকে।

তব অযাচিত করুণাই পারে—
মুক্ত করিতে তাকে।

মুক্ত হবার চেষ্টা করি বটে—
গুরু-পদর্শিত পথে।
শত জনমের সংস্কার এসে—
বাধা দেয় সদা তাতে।।
মনে হয় যেন দুঃসাধ্য আমার—
তাই হে তোমারে ডাকি—
ওগো পরিত্রাতা ওগো সদ্গুরু—
করুণায় রাখো ঢাকি।।

দয়া করে এসো হৃদয়েতে বসো—
কৃপা-স্পর্শটুকু দাও।
"প্রাণকৃষ্ণ" সাথে প্রকৃতির খেলায়—
আমারে টানিয়া নাও।।
ভয় সংশয় তোমাময় হয়ে—
ফুটুক অন্তরে মোর।
দুঃখ জ্বালা সুখে তোমারে দেখিয়া—
কাটুক বন্ধন-ডোর।।

মন্দির

এ স্থূল-দেহটি মন্দির তব—
অন্তরটি বৃন্দাবন।
ওগো প্রাণনাথ,—আত্মলীলায়—
মগ্ন তুমি সারাক্ষণ।।

আমরা দেখি অজ্ঞানেতে—
আমার দেহ আমার মন ।।
সত্য ভুলে গোলেমালে—
ব্যর্থ হল মানব-জীবন ।।

তোমার লীলা সহচরী—
—মহামায়া ;—মা সবার ।
মার করুণা ব্যতীত যে—
সাধ্য নাইকো—লীলা দেখার ।।
মা মা বলে না কাঁদিলে—
মার করুণা ঝরে নাকো ।
তাইতো হাজার সাধন করেও—
সত্যেতে বঞ্চিত থাকো ।।

প্রাণাত্মাই হন্ নিত্য সত্য—
বিশ্বটাই তাঁর রূপ ।
লক্ষ্য-শূন্য সাধন হেতুই—
লভিছ বিরূপ ॥
প্রাণ হয়ে মন হয়ে—
বিশ্ব-বিষয় ভোগ করিছ ।
মিথ্যা আমির মোহ নিয়েই—
জন্ম জন্ম তাই ঘুরিছ ।।

এই আমিটিকে যে পেরেছে—
সাধনে তাঁয় সঁপে দিতে ।
দ্রষ্টা হয়ে সে দেখে যায়—
তোমার লীলাই ত্রিজগতে ॥

এ দেহ মন্দিরে তোমায়—
সে দেখে "প্রাণকৃষ্ণ" রূপে ॥
হৃদয়-বৃন্দাবনেই দেখে—
"নিত্যলীলা"—চুপে চুপে ॥

নাম মাহাত্ম্য

সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্রই সমান—
কিন্তু মলিন-মৃত্তিকায়—
জল কাঁচ বা স্ফটিকের মত—
স্বচ্ছ প্রকাশ নয় ॥
"মানব-চিত্ত" যাহার যেরূপ
শুদ্ধ বা অশুদ্ধ রয় ।
নামের মহিমা ঠিক সেই মত—
যে চিত্তে প্রকাশ হয় ॥

"বাহ্য-পিপাসা-শূণ্য" হৃদয়ে,—
—এলে অন্তর পানে মতি ।
অন্তরের সর্ব্ব অপরাধ-ত্যাগে—
তবে রোধে অধোগতি ॥
"তে-মনি-চিত্তে,"—নামের মহিমা—
স্বচ্ছ ভাবেতে ফোটে ।
গৌরবের আশে পীড়িত হৃদয়ে
মলিন-প্রকাশ ঘটে ॥

আগে প্রয়োজন চিত্তের শুদ্ধতা—
সাধনার সহযোগে।
হেয় শ্রেয় প্রিয়···বোধ যুক্ত চিত্তে—
শুদ্ধভাব নাহি জাগে ।।
সমভাবে চিত্ত পূর্ণ না হলে—
শুদ্ধ-মাহাত্ম্য ফোটে না।
সূর্য্য সম এক,—সেই সমধনে—
সম-বোধে চাই ধারণা ।।

হিংসা দ্বেষ অবজ্ঞাদি যত—
মানবতার অন্তরায়
অসংযম আর যশের আকাঙ্ক্ষা—
তিলমাত্র যেথা রয়—
নামের মাহাত্ম্য পরিশুদ্ধভাবে—
প্রকাশ হয়না সেথা।
লোককে দেখাতে যত গেয়ে যাও—
সে সাধনা হয় বৃথা ।।

কুপথ্য ত্যাজিয়া ঔষধ না খেলে—
ঔষুধের ক্রিয়া হয় না।
"মানব-ধর্ম্মটি" আগে না লভিলে
কোন ধর্ম্ম'ই ফল দেয় না ।।
সহজ সরল অনাড়ম্বরে—
আপন কর্ত্তব্যে থাকো।
সেবা-বোধে কর জীবনের কাজ—
কৃপা পাবে জেনে রাখো।

দ্রষ্টব্য :

১। "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবত্—৩।২।২৪

২। "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তণ।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥"
—চৈতন্য চরিতামৃত।

—মর্ম্ম দৃষ্টি—

আছেন তিনি সবার মাঝে
নিতে হবে শুধুই খুঁজে
খুঁজতে হবে এ চোখ বুজে
দেখতে হবে মর্ম্ম-চোখে।
মানব জন্মে এটাই সাধন।
যে যাই কর—এরই কারণ
তা না হলে সব অকারণ
তাই লক্ষ্য যেন সেথায় থাকে ॥

স্বতঃই প্রকাশ আছেন তিনি
"সর্ব্বধী সাক্ষীভূতং" যিনি
"বিমলম্ অচলং",—জানি—
—শুদ্ধ কর চিত্তটিকে।
মাত্র—চিত্তের অশুদ্ধতায়
মর্ম্ম-চোখটি তাই ঢাকা রয়

সেই কারণে দেখা না যায়
সেই আবরণ রাখে ঢেকে ।।

এই আবরণের উন্মোচনে
রত হও মন সেই সাধনে
মনুষ্যত্বের জাগরণে
আবরণটি মুছে যাবে ।
দেখবে নিজের দেহে মনে
আরও দেখবে এই ভুবনে
তোমার আমার সবার সনে
একাই যুক্ত সর্ব্বভাবে ।

সেই অনন্ত বিরাটেরে
মর্ম্ম-চোখে যে জন হেরে
এ সত্যও সে বুঝতে পারে
মাত্র "একাংশেন স্থিত জগৎ" ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাঁর—
পূর্ণ-সজ্ঞা পায়নিকো তাঁর ।
নাশ হয়ে যায় আমিত্ব যার—
তার জীবনই শ্রেষ্ঠ মহৎ ।
সেই সচ্চিদানন্দের নীরে
ভাসিয়ে দেয় সে আপনারে
ব্যবধান সব গিয়ে সরে
সূক্ষ্মেতে আর ভেদ থাকে না ।
স্থূলের ভেদটা স্থূলেই থাকে
"স্থূল-দৃষ্টি-জন"—স্থূলই দেখে
"মর্ম্মী-জন" চেনে মর্ম্মে তাকে
এখানেই তার আনাগোণা ।।

—দৃষ্টি—

নির্গুণে থাকিয়া ত্রিগুণে লইয়া
লীলায়িত তুমি ভুবনে।
লীলা প্রকাশিতে প্রকৃতি রূপেতে
একা দুই তুমিই এখানে ॥
জীব ভাবনাতে প্রকৃতি মায়াতে
এ সত্য রেখেছ গোপনে।
গুরু কৃপা গুণে তত্ত্ব-জ্ঞান দানে
কৃপা কর যারে,—সে জানে ॥

ধারণা অতীত সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মাতীত
এ তত্ত্ব রেখেছ গভীরে।
বাহ্য আশা ছাড়ি যেই দেয় পাড়ি
টেনে নাও তুমি তাহারে ॥
তুমি না টানিলে জৈব শক্তি বলে
এখানেতে আসা যায় না।
জীব শুধু পারে চেষ্টা করিবারে
চেষ্টা হীনে,—কৃপা পায় না ॥
আরো আছে হেথা মায়ার সূক্ষ্মতা
চেষ্টার মাঝে গোপনে।
তাই চেষ্টা কালে কেহ যায় ভুলে
যশ ও খ্যাতির অভিমানে।
এ হেন প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা
এই বোধ যায় রয়।
সে শুভ চেষ্টায় তব করুণায়
সেই-এ দৃষ্টি পায় ॥

—মিনতি—

হৃদয় হতে তোমার আলো—
ছড়িয়ে প্রভা ভুবনে—
করছে প্রকাশ বিশ্ব দৃশ্য
অব্যক্তে ও সংগোপনে ।।
কভু সত্য ফোটে চোখে
কভু বা যাই ভুলে ।
বিদ্যা ও অবিদ্যা,-এ দুয়ের
রাখো মা যেই কোলে ।।

তোমার কোলেই আছি বটে
তবু ব্যাথায় কাঁদে প্রাণ ।
অবিদ্যা-কোলে যাই যে ভুলে
শুনিনা সে গান ।।
যে গানের সুরে ভুবন ভরে
চন্দ্র তপন করে খেলা ।
যেই সুরেতে এই মহীতে
শাখে শাখে ফুলের মেলা ।।

যেই সুরের বশে মোহিত হয়ে
বিহঙ্গ কুল যাচ্ছে গেয়ে ।।
ফুলের শাখা নাচে তালে —
বাতাসকে তার সাথে লয়ে ।।
মায়ের বুকে স্নেহের সুধা—
যেই সুরেতে উথ্‌লে পড়ে ।
যেই সুরেতে প্রীতির বশে—
পরিজনে রাখে ধরে—

সেই "নিত্য-সুরে" রাখো মোরে
মাগো—এই মিনতি।
বিশ্ব জুড়ে যেই সুরেতে
তোমার অবস্থিতি ॥
তোমার প্রকাশ সর্ব্বক্ষণে
সর্ব্বাবস্থায় যাহা।
এই জীবনে মনে প্রাণে
দেখে যাই মা তাহা ॥

—ভক্তি পথ—

মা তুই সর্ব্বাকারে আপনারে—
ছড়িয়ে দিয়ে ভুবনে—
নিজে নিজেই করিস খেলা—
সতর্কে ও সংগোপনে ॥
তোর ঐ "অহং-সত্তাই" হচ্ছে প্রকাশ—
পাতায় শাখায় মূলে।
জীব পারেনা বুঝতে কিছুই—
তোর মায়াতেই ভুলে ॥

মূল অহংএর এই যে প্রকাশ
জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসে।
"স্থূল অহংয়েই" ভুলে থেকে—
পায়না কেউ বিশ্বাসে ॥
কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল—তিনটিই,—
—তোর প্রকাশ,-যে বোঝে ।

৭

স্থূলকে ধরেই তোর কাছে যায়
বাইরে নাহি খোঁজে ॥

এ "স্থূলবিশ্বই" তার নয়নে—
"মা"-রূপেতে ভাসে ।
এই অবস্থায় যেই এসেছে—
তার লক্ষ্য ফেরে শ্বাসে ॥
ভেবে দেখ "জীব-অহংএর"—
চলায় বলায় খাওয়ায় ।
স্বাধীনতা আছে বটে—
নাই কিন্তু শ্বাস লওয়ায় ।

এম্‌নি করেই "পরম-অহং"—
শ্বাসের মাধ্যমেতে ।
তোমায় আমায় সবায় নিয়ে
লীলায় আছেন মেতে ॥
"মূল-কারণই" সূক্ষ্ম পথে—
আসছে স্থূলে নেমে ।
তাই স্থূলকে ধরে সূক্ষ্মে ফিরে—
যেতে হয় সে ধামে ॥

শ্বাসরূপে যে তাঁরি বিকাশ
সূক্ষ্মেতে হতেছে ।
সূক্ষ্ম-স্পর্শেই স্থূল খেলে যায়
কারণ থাকে পাছে ॥
অব্যক্ত-মূলই—শাখায় প্রকাশ,
পাতা ;—শাখা থেকে ।

তেম্‌নি কারণ হতেই সূক্ষ্ম ও স্থূল—
প্রকাশ হয়ে থাকে ।।

যিনি মূলে তিনিই স্থূলে —
তাই স্থূলকে ধরেই এসো মূলে ।
জগৎকেই "মা-বোধে" দেখো,—
দেখলেই পাবে সর্ব্বস্থলে ।।
স্থূলকে ছেড়ে মূলে যাওয়া —
"জ্ঞান-মার্গের" কঠিন পথ ।
নেত্র যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা—
ইহাই সুগম "ভক্তিপথ" ।।

—অহং—

"অহং"এর উপরই ব্রহ্মাণ্ড ভাসিছে
"অহং"-ই সারাৎসার ।
"পরম-অহংই"-একা প্রকাশিছে
হইয়া তিন প্রকার ॥
"জীব-অহং" আর "ঈশ্বর-অহং"
পরমই এ দুয়ে লয়ে ।
বিশ্ব বিশ্বাতীতে ব্যাপ্ত একাই
রয়েছেন সব হয়ে ।।

অহংকে কেহই পারেনা ত্যজিতে
এ ধারণা হয় মিছে ।

এ "জীব-অহংটি" নিবে যায় শুধু
"শিব-অহং"-এর কাছে ।।
সেখানে পশিলে গতিলাভ হয়
"পরম অহং"-পানে ।
পরমে পশিলে এ "দুই অহং" আর
রয়নাকো সেইখানে ।।

পরমেই আছে—পরম শান্তি
আনন্দের পারাবার ।
এরই তরে জীব লক্ষ লক্ষ জন্ম
ভ্রমিতেছে অনিবার ।।
অতএব কারে ত্যাগ নাহি ক'রে
"শিব-বোধে" শুধু হের ।
সেই বোধোপরে স্থিত রয় যারা
"জীবত্ব" রহে না কারো ॥

"জীববোধটিকে"—"শিবত্বে" ফেরাতে
সাধনার পথে এসে—
পুষ্ট সাধনে এই "জীব-বোধই"
"শিব-বোধে' যায় মিশে ।।
ধীরে ধীরে সেই "শিব-বোধ" লভে
"পরম-অহং"—স্পর্শ ।
সচ্চিদানন্দ-রসে-তখন সে ভাসে
অনন্তকোটি-বর্ষ ।।

—শাশ্বত পথ—

আপনারে লয়ে আপনি খেলিছ
নিজানন্দ ভোগ নিজেই করিছ
নিজের মায়াতে নিজে ভুলে আছ
অসংখ্য নামরূপ-ভাবে প্রকাশিছ।
তুমি নিজে আছো নিজেরে ভুলিয়া
তাই এ ভিন্নতা জগৎ জুড়িয়া
জন্ম মৃত্যু —এ দুয়ে সঙ্গী করিয়া
লীলা-সিন্ধু পরে ভাসিয়া রয়েছ

স্বীয় সত্ত্বা তব—জীব ভাব যবে
ক্রমঃ-মুক্তি বশে স্বরূপে ফিরিবে
গুরুরূপে তব বিকাশ ঘটিবে
নিয়ে যেতে মায়া পারে।
যথাযথ কালে তুমি ঠিক এসে
যোগ্য করে তোল মাতৃ-স্নেহ বশে
স্থূল হতে সূক্ষ্ম-লীলার আবেশে
ডুবাইয়া রাখো তারে ॥

কর্ম্মময় এই স্থূল দেহ মাঝে
"শিব-ভাবে" তুমি থাকো জীবসাজে
দেহ অবসানে নিজেতেই নিজে
একাকার হয়ে থাকো।
শাশ্বত পথটি পড়িছে নয়নে
এ পথ-পথিক কর মা সন্তানে
বহুকাল গেছে শুধুই অজ্ঞানে
এবার সেখানে বসায়ে রাখো ॥

—জ্ঞানলাভই গুরুলাভ—

সাথে তুমি নিয়েই আছো—
কভু রওনা ছেড়ে ।
উপলব্ধি নাই বলে তাই
বৃথাই মরি ঘুরে ॥
খেলছো মায়ায় সাথে নিয়ে
লীলার প্রয়োজনে ।
জগৎজুড়ে লীলাই তোমার
হচ্ছে নিশিদিনে ।।

অজ্ঞানের এই আঁধার মাঝে
খেলছো তুমি নিজে ।
জ্ঞানালোকেও তোমার খেলা
এ সংসারের মাঝে ।।
সেই আলোকের জ্যোতিঃ দেখে—
মুমুক্ষু যে জন ।
আঁধার পথে দেখতে সে পায়—
আলোর নিদর্শন ।

সেই লক্ষ্যে সে চলতে চলতে—
নবীন-ঊষার আলো পায় ।
ক্রমে জ্ঞানের সূর্য্য উঠে—
আপনি আঁধার সরে যায় ।।

জ্ঞান-প্রাপ্তিই গুরুলাভ

জ্ঞানই গুরু চিরন্তন।

সর্ব্বান্তরে সবার সাথে—

বিরাজ করে সর্ব্বক্ষণ ।।

দ্রষ্টব্য ঃ—

"ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞান মূর্ত্তিং।

দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষম্ ।।

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষিভূতং।

ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্গুরুং তং নমামি।

—যন্ত্র হয়ে থাকো—

নিজেরে যখন পারিবি রে মন

"তাঁর যন্ত্র" করে নিতে।

ভাল কিংবা মন্দ রবেনা এ দ্বন্দ্ব

পরা শান্তি পারি দিতে ।।

যত যে সাধন ইহারি কারণ

করিবারে এই তত্ত্ব নিরূপণ।

যত কথাকথি যত মাতামাতি

হেতু মাত্র এই সত্যে আগমন ॥

সংশয়টি যবে দূরীভূত হবে

লেশমাত্র আর রবে না যখন।

তখনি এ ভবে   পাবে সর্ব্বভাবে
সর্ব্বাকারে দেখা দেবে নারায়ণ ।।
নিত্যকার কর্ম্ম   তাই হবে ধর্ম্ম
কর্ম্মই ধর্ম্মাকারে করিবে পোষণ ।
ধর্ম্মেরে লভিতে   হবে নাকো যেতে
পর্ব্বত, কানন কিংবা কাশী বৃন্দাবন ।

বিশ্বাসটি যবে   জাগরিত হবে
"পরমাত্মা সাথেই আছে সর্ব্বক্ষণ ।"
তাঁহারি স্পর্শেতে   দেহে ও বিশ্বেতে
প্রকৃতিরি খেলা হয় অনুক্ষণ ॥
এই লীলা বশে   নিস্পৃহ আবেশে
ডুবে রয়েছেন প্রাণকৃষ্ণ ধন ।
সাধন প্রয়াসে   প্রাণ-সহবাসে
শ্রীকৃষ্ণে লভিতে করহ যতন ।।

জাগতিক আশা   অনিত্য পিপাসা
বিষ্ঠাসম ইহা করিলে বর্জ্জন ।
যতই ত্যজিবে   ততই বুঝিবে
মায়াদেবী কৃপা করিছে কেমন ।।
"ব্রহ্মশক্তি" মায়া   বিশ্বটি তাঁর কায়া
লীলার্থে জীবেরে ভুলায়ে রেখেছে ।
মাগো মা বলিয়া   মায়ারে ডাকিয়া
যে সাধে ! তারেই স্ব-রূপ দানিছে ।।

স্ব-রূপ লভিলে   তবে অবহেলে
এ গভীর তত্ত্ব প্রকাশে সেকালে ।

নিন্দা দোষ ত্রুটি এ মেকী ও খাঁটী
এ দর্শনে সাধন যায় যে বিফলে ।।
বাহিরের ধন নহে সে রতন
অতল গভীরে তাঁর অবস্থান ।
বাহিরে কেবল করি কোলাহল
লাভ হতে পারে—খ্যাতি ও সম্মান ।

—জ্ঞান-ভক্তি—

জ্ঞানরূপ আটা সাথে "ভক্তি-জল দিলে ।
তাতে রুটি গড়ে খেলে—ক্ষুধা যায় চলে ।।
শুষ্ক আটা শুধু খেলে গলায় বাধিবে ।
শুধুমাত্র জল খেলেও ক্ষুধা না মিটিবে ।

ধর্ম্ম-ক্ষুধা প্রকৃতই যে মিটাতে চায় ।
জ্ঞান ভক্তি মিশাইলে তবে পূর্ণ হয় ।
ভক্তি ; জল ধারা প্রায় গড়াইয়া যায় ।
জ্ঞান যদি থাকে, -তবে ধরে রাখে তায় ।।

শুধু ভক্তি উচ্ছ্বাসেতে উথলাইয়া পড়ে ।
জ্ঞান তারে ধরে রাখে অন্তর গভীরে ।।
জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি ধীরে আগাইয়া গেলে ।
পরমে মিশিয়া তখন দুই যায় চলে ॥

তখন যা রয় তাহা দুয়েরি অতীত ।
"পরাভক্তি" নামে শাস্ত্রে হয়েছে বর্ণিত ।।

ভক্তির ও পরে তাহা চরম ও পরম।
হেথাই সার্থক জীবের ধরম করম ।।

দ্রষ্টব্য :—

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে।
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে –
ভাবোন্মাদ মত্ততায় !—সেই জ্ঞান হারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন্ ভক্তি-মদ ধারা
নাহি চাহি নাথ ।।
দাও ভক্তি শান্তিরস,—
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস,—
সংসার ভবন দ্বারে ।
সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর,
চিত্তরবে পরিপুর্ণ অমত্ত গম্ভীর ।।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

—টান—

বাহিরের টান স্তিমিত না হলে
অন্তরের টান বয়না।
অন্তর ধনে লভিতে হইলে
সে টান ছাড়া তা হয় না ।।
সকলারি "প্রাণ-কৃষ্ণ" তিনি হন্
"প্রাণময়ি মা" সবার।

বাহিরে যতই খুঁজে ফের তাঁরে
পাবে না পরশ তাঁর ॥

জেনো তিনি কোন স্থূলবস্তু নয়
স্থূলবোধ নিয়ে পাবে না আভাস।
প্রকৃতিই "স্থূল-জগৎ" সেজে আছে
তিনি 'সূক্ষ্ম-প্রাণ' রূপে করিছে প্রকাশ।
প্রাণাত্মা হইয়া তিনি বিরাজিছে—
সে পরশে বিশ্ব সক্রিয় রয়েছে।
সে প্রাণ পরশে তাঁহারি প্রকৃতি—
সৃষ্টি স্থিতি লয় করিয়া যেতেছে ॥

প্রাণাত্মার-জ্যোতিঃই তাঁহার মূরতি—
ভক্ত বাঞ্ছামত ধরেন আকৃতি।
এ তত্ত্ব-স্মরণে সতত চিন্তনে—
"অন্তরের টান" লভে তৎগতি।
সচেষ্ট সাধনে বাহ্য আকর্ষণে—
—নিবৃত্তি করিয়া, - হলে অগ্রসর।
অগ্রগতি মত ফুটিয়া অন্তরে—
ততটুকুই হন বোধের গোচর ॥

স্বল্প মাত্র স্পর্শে জ্ঞান শুদ্ধ হয়
"জ্ঞানমূর্ত্তিং"—গুরু কৃপা গুণে।
বিষয়-বিবিক্ত তবে হয় চিত্ত—
"ভক্তি জননী" তবে জাগে প্রাণে।
হয় সে মহৎ তৈল ধারাবৎ—
স্মরণ হইতে থাকে।

বাহ্য-আকর্ষণ সুমুখে আসিলে
তাকেই "মা" বলে ডাকে।

এই ডাক শুনে মা-ও সে সন্তানে
স্বরূপেই দেখা দেয়।
মায়ের দর্শনে—দেহে মনে প্রাণে
সব বাধা সরে যায়॥
ইহারই কারণ দুর্লভ জীবন
যশঃ বিত্ত আশে নয়।
যশঃ বিত্ত অর্থ ঘটায় অনর্থ
বন্ধন হয় না ক্ষয়॥

দ্রষ্টব্য :— শ্রীমদ্ভগবত গীতা
"নেহাভিক্রমাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধমস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥" ২।৪০
ভোগৈশ্চর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসাত্মিকা বুদ্ধি সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ২।৪৪

—যুগল লীলা—

পরম ব্রহ্মের পরে পরমা প্রকৃতি—
লীলায়িত আছে বলে—সৃষ্টি লয় স্থিতি॥
বৃক্ষলতা জীব-জন্তু আকাশ বাতাস।
এরা কেহ ভিন্ন নহে! যুগল প্রকাশ॥

নিগু'ণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম তিনি নিরাকার।
শূন্য মাত্র রূপ তাঁর? বিশ্ব রূপাকার॥
ব্রহ্মই হয়েছে বিশ্ব তিনি ছাড়া নয়,
জীব না বোঝার হেতু; মায়া তারে কয়॥

মায়ারে আশ্রয় করি—লীলা আস্বাদন—
করিছেন,—সেই পূর্ণ ব্রহ্ম-সনাতন॥
সুখ দুঃখ হাসি কান্না সুকৃতি দুষ্কৃতি।
এই রূপে লীলা প্রকাশ করিছে প্রকৃতি॥

প্রাণরূপে পরমাত্মা দ্বন্দ্বাতীত ভাবে।
আব্রহ্ম কীট মাঝে বিরাজিত ভবে॥
অক্ষর অব্যয়রূপে তিনি বর্ত্তমান।
প্রকৃতিতে হয় তাঁরি লীলা-প্রস্ফুরণ॥

জীবের নাহিক শক্তি প্রকৃতি উপরে।
বুঝিবার শক্তি আছে মনুষ্য ভিতরে॥
বহুযোনি ভ্রমি জীব মানব জীবনে।
মনুষ্যত্ব লভিলে পায় এই তত্ত্ব-জ্ঞানে॥

বিবেক জাগ্রত হলে সাধনার ফলে।
জাগ্রত বিবেককেই "গুরুলাভ" বলে॥
আত্মকৃপা হলে তবে গুরু কৃপা আসে।
গুরু কৃপা প্রাপ্তের চোখে—এ দৃশ্য প্রকাশে॥

কৃপা প্রাপ্ত জন দেখে এ বিশ্ব সংসার।
হেয় বা অপ্রিয় নাই—লীলা যে তাঁহার॥

ক্রমে সেজন হয়ে পড়ে এ লীলার সঙ্গী।
একাকার হয় শেষে—অঙ্গ আর অঙ্গী।।

দ্রষ্টব্য :

"একলব্য গুরু পাশে দীক্ষা আর শিক্ষা মেগেছিল।
বিতাড়িত হয়ে তথা হতে,—'আত্ম-কৃপায়" লভিল সে
"পরম-গুরুর কৃপা"।

"দীক্ষা মাত্রই গুরুলাভ কভু নাহি হয়।
আত্ম কৃপা ছাড়া—গুরু কৃপা নাহি রয়।।"

—স্বভাবে দর্শন—

বাছে মজেই গোলেমালে
দেখ্ মন,—কি করিস ভুলে
আয়রে ফিরে এবার মূলে
দেখ্ সে মূলটি কোথায় আছে।
মূলই ধ'রে রেখেছে তোরে
সকল ভাবে সব প্রকারে
ঘুরিস দেখি মায়ার ফেরে—
যশ-সম্মানের পাছে পাছে।।

প্রাণই যে মূল! তোকে ধরে—
যায় নিত্যানন্দে-লীলা ক'রে
তার পানে তো ফিরলি নারে
নিলিওনা পরিচয়।

প্রাণকে ধরেই দেহ আছে
সবেতেই প্রাণ বিরাজিছে
প্রাণ বিহনে সবই মিছে
তাই তারে "প্রাণ-কৃষ্ণ" কয়।।

মা বলিস্ বা কৃষ্ণ বলিস্
খোদা বা গড্ বলে ডাকিস
সত্যি যদি নিস্রে হদিস্
দেখ্‌বি আছিস তার মাঝেতে
যদি ফিরতে চাস্রে হেথা
মায়াই করবে সহায়তা,
মা-ই দেবে তোরে পৌঁছে সেথা
নিত্য সত্য "রাস-মঞ্চেতে ।।"

এই হৃদয়ের বৃন্দাবনে
"প্রাণ-কৃষ্ণ" শ্রীরাধার সনে
নিত্য-লীলা-রত সর্ব্বক্ষণে
দেখতে পাবি প্রেম-নয়নে ।
তোর জন্মান্তরের সংস্কারে
যে "ভাবে-রূপেই" চাবি তারে
স্ব-রূপেই "ভাব" উঠবে স্ফুরে
তোর দেহ সহ এই ভুবনে ।।

—গুরু গঙ্গাতীরে—

ধীরে ধীরে ধীরে "গুরু-গঙ্গা" তীরে
এ চিত্ত নিতেছে টানি ।

সময় সময়   কভু মনে হয়
ফুটিছে সংশয়খানি ॥
একবার বুঝি   আর বার খুঁজি
দূর হতে অতি দূরে ।
নাহি হেন ঠাঁই   তুমি যেথা নাই ;
—আছো সবার হৃদয় জুড়ে ॥

"সব-তুমি" বোধে   যেতে দাও সেধে
সবই তো তোমার লীলা ।
এ বিশ্ব ভুবন   তব লীলাঙ্গন
সবে নিয়ে তব খেলা ॥
তুমি সব হয়ে   সবেতে রহিয়ে
লীলায়িত প্রাণনাথ ।
তাই গো সবারে   অন্তরে অন্তরে
তুমি বোধে "করি প্রণিপাত ॥

সমাজ-আচার   বাহ্য ব্যবহার
বাহিরেই তাহা রেখে—
মনে আর প্রাণে   প্রেমের নয়নে
যেন তোমারেই যাই দেখে ॥
জাগিলে এ ভাব   রয়না অ-ভাব
স্ব-ভাবেই উঠে ফুটে ।
দেখি সব ঠাঁই   ভাবের খেলাই
এ বিশ্বের সর্ব্বঘটে ॥

—মায়াতীতই মায়াময়—

সর্ব্বাবস্থায় আপনারে—
ছড়িয়ে দিয়ে ভুবনে।
আব্রহ্ম-কীটের মাঝে—
খেল্‌ছো আপন মনে ॥
দেখ্‌ছি চেয়ে খেল্‌ছে সবাই
তোমার সাথে তালে তালে।
আমায় নিয়ে রাখো সেথায়—
যাইনা যেন পথ ভুলে ॥

মা প্রকৃতির বশে বশে
খেল্‌ছে সবাই তোমার সাথে।
মায়ার ফেরে সেই ভাবেতে—
ভুলে আছে অহংয়েতে ॥
না জেনে গো তোমার তত্ত্ব—
সবই দেখছে আমার বলে।
তাই,—না চিনে না জেনে—তোমায়—
ঘুরছে শুধু বোঝার ভুলে ॥

গুরু-কৃপায় আনলে যদি—
দেব-দুর্লভ এই জীবনে।
মায়াময় এই সংসারেতেই—
তোমার মাঝে রাখো এনে।
মায়াতীত হয়ে যেথায়—
মায়ায় নিয়ে খেলা তোমার।
হে সর্ব্বময় দেবতা মোর—
যেন সেথায় থাকে চিত্ত আমার ॥

—বিফল মনোরথ—

খ্যাতির হাটে সস্তা দামে—
বিকিয়ে গেলি মন।
অগৌরবের নীরবতায়—
আছে,—"পরম রতন" ।।
সস্তায় খ্যাতি কুড়িয়ে কুড়িয়ে—
রাখিস্ জড়ো করে।
পারের ঘাটে খ্যাতির বোঝাই—
রাখবে টেনে তোরে ।।

সাধু-বৈষ্ণব গুরুর মাঝে—
মানী হয়ে আছিস্ ।।
এ দিকটা সাম্‌লাতে গিয়েই—
পথটি হারায়েছিস ।।
শিষ্য ভক্তে বশে রাখতে
করতে হয় যে ছল্।
সেই সাধনই জীবন ভরে—
কর্‌লি রে কেবল ।।

শাস্ত্র-তত্ত্বের ধার ধারিস্ না—
তথ্য নিয়েই থাকিস্।
তাই দিয়ে অনুগত জনকে
আপন বশে রাখিস্ ।।
অজ্ঞ জনে তথ্য শুনেই—
আহা আহা করে।
জানতে চাইলে, —"বুঝবেনা তুমি"—
বলেই সরে পড়ে ।।

অভিমানের বেচাকেনাই—
হচ্ছে ভবের হাটে।
ক্রেতা ও বিক্রেতা দুয়েই –
দেখছি সর্ব্বঘটে ॥
মৃন্ময় ধরে চিন্ময়কে—
পাবার যেটি পথ।
সে পথ ভুলে গেছিস রে মন—
তাই বিফল মনোরথ ॥

—ভেদে অলভ্য অভেদ রতন—

সত্যদৃষ্টি খুললো না মন—
সাধন করে কি ফল পেলি।
সাধু ভক্ত সেজেই শুধু—
সারা জীবন কাটিয়ে দিলি ॥
এক মূর্ত্তির পূজা করে—
অন্যের নিন্দা করে গেলি।
সমগ্রন এই "প্রাণ কৃষ্ণেরে" —
অসমতায় চাপা দিলি ॥

মূর্ত্তির প্রকাশ যার অস্তিত্বে
তার তো কোন খোঁজ না নিলি
সে যেরে এই "প্রাণের জ্যোতিঃ"—
সেই প্রাণকে ছেড়েই সাধু হলি?

এমন সাধুই লাখে লাখে—
সেই দলেতেই তুই ভিড়িলি।
পেয়ে শ্রেষ্ঠ মানব জনম –
শ্রেষ্ঠ পথ তুই কৈ ধরিলি ?

তাঁরই স্ফূর্ত্তি বিশ্ব মূর্ত্তি –
এ সত্য বোধ না লভিলি।
ক্ষুদ্র অসার দ্বন্দ্বে ডুবেই –
তফাৎ দেখিস কৃষ্ণকালী ।।
কৃষ্ণকালী নয় সে খালি—
এক ব্রহ্মই হন সকলি।
যে নাম রূপ তোর ভাল লাগে
সেই বোধে তাঁয় দেখ্ কেবলি

বৃক্ষ গুল্ম লতার সাজে—
ইষ্টে যদি না দেখিলি—
সাধু পাপী তস্করেরে—
ইষ্ট যদি না ভাবিলি—
সে সাধন তোর ব্যর্থ জানিস—
বৃথাই সাধন করে গেলি।
অভেদ রতন পাবি কোথায়—
ভেদকেই হৃদয় ভরে নিলি।।

—হৈচৈ—

যেথা মোদের যেতে হবে সেথা কিছু নেই।
যাওয়ার পথে আছে শুধুই যত হৈচৈ।

যেইজন ঠিকানার কাছাকাছি হয়।
সেজনার হৈচৈ আর নাহি রয় ।।

লক্ষ লক্ষ জীবনের "লক্ষ্য" খুঁজে পেয়ে ।
হৈচৈ ভুলে,—"লক্ষ্যে" রয় মগ্ন হয়ে ।।
যতদিন "লক্ষ্য ছাড়া,"—হৈচৈ রয় ।
হৈচৈ-এ মত্ত জনা পায়না তাঁহায় ।।

যাঁর তরে হৈচৈ—তাঁরে বুঝিবারে ।
যেই জন এরই মাঝে লক্ষ্য রাখে ধরে—
সেই মাত্র ক্রমশঃই কাছে যেতে পারে ।
হৈচৈ-এ মত্ত থেকে পাবেনা তাঁহারে ।।

হে আমার "অবোধ মন"—শোন সার কথা ।
যাঁরে চাও,—আগে জানো তাঁহার বারতা ।।
কোন এক নাম রূপে মাত্র তিনি আছে ।
এ ধারণা আগে তুমি ফেলে দাও মুছে ।।

তাঁর তত্ত্ব আগে তুমি কর আহরণ ।
নইলে সাধনা তব হবে অকারণ ।।
যা কিছু আচার বিচার তাঁরে চিনিবারে।
চিনিলে প্রয়োজন নাই আর সে আচারে ।।

তখন যা হবে তব "স্ব-ভাব" হইতে—
তাহাই "আচার শ্রেষ্ঠ" নর জীবনেতে ।।
তোমার আমিত্ব হতে ফোটেনা তো তাহা ।
শ্রেষ্ঠ তাই, তিনি হতে ফুটিতেছে যাহা ॥

ফল্গুধারা সম তাঁর বহিছে যে ধারা।
সে ধারায় মিশিয়া হও "এ আমিত্ব" হারা॥
আমিটি হারালে তবে তুমিটিকে পাবে।
হৈচৈ না থামিলে -আমি নাহি যাবে॥

—তিনি সচ্চিদানন্দ—

সৎ অর্থে "নিত্যসত্য",— চিৎ, "চেতন বা জ্ঞানময়।"
আনন্দ শব্দের অর্থ যাহা, "প্রেমানন্দ" তারে কয়॥
"নিত্যসত্যের জ্ঞান" আগে হইলে অর্জ্জন।
"প্রেমভক্তি" সাথে তবে হইবে মিলন॥

আগে জ্ঞান তবে প্রেম,—এ ধারা বাহিকে—
যাত্রা না হইলে,—প্রেম বরেনা তাহাকে॥
প্রেমানন্দই শ্রেষ্ঠ কাম্য দুর্লভ জীবনে।
তত্ত্ব না বুঝিয়া মোরা থাকি আস্ফালনে॥

সৎ-এর যে সত্যতা চিৎ-এর যে রূপ।
না জেনে বুঝে কি পাবে "আনন্দ স্বরূপ"?
মূল ত্যজি শীর্ষে কভু ওঠা নাহি যায়।
তত্ত্ব ত্যজি ভক্তিলাভ হয়না কোথায়।

মুখে ভক্তি ভক্তি করা শুধু বাতুলতা।
ধারাবাহিক না সাধিলে ভক্তি পাবে কোথা?
"ভাণ"—ভক্তি নয়,—ভক্তি অন্তরের ধন।
গভীর গহনে তার হয় প্রস্ফুরণ॥

সৎ চিৎ তত্ত্ব আগে অন্তরে ফুটিলে।
ভক্তি স্বতঃই যুক্ত হয় সেথা যথাকালে ॥
অতএব "তত্ত্বজ্ঞান" লাভ কর আগে।
নিষ্কলুষ সাধনায় তবে জ্ঞান জাগে ॥

দ্রষ্টব্য :—

মীরার ভজন হইতে :—

নিত্ নাহন সে হরি মিলে তো—জলজন্তু হ্যায়।
ফলমূল খাকে হরি মিলেতো - বাদুর বান্দরায় ॥
তুলসী পূজনেসে হরি মিলেতো—ম্যাঁয় পূঁজু তুলসী ঝাড়।
পাথর পূজনেসে হরি মিলেতো—ম্যাঁয় পূঁজু পাহাড় ॥
তিরণ ভক্ষণ সে হরি মিলেতো—বহুত মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়নেসে হরি মিলেতো—বহুত রহে খোজা ॥
দুধ পিনেসে হরি মিলেতো - বহুত বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে—নহী মিলে নন্দলালা ॥

—নির্গুণে যিনি সগুণেও তিনি—

নির্গুণ ভূমিতে থেকেই—
গুণের মাঝে খেলছ তুমি।
চাইনা বলে বুঝতে এসব—
জন্ম জন্ম বৃথাই ভ্রমি ॥
করছি বটে সাধন ভজন—
সাজছি অনেক সাজে।

সঠিক সত্যে দৃষ্টি নাই,—
তাই ব্যর্থ সাধন মাঝে ॥

তোমায় ধরা শক্ত যেমন—
সহজও তেমন হয় ।
তোমার "সত্য-স্বরূপ খানি—
যার বোধেতে রয়—
যে ভাবেরি হোক্‌না উদয়—
অন্তর বাহিরে ।
তোমার পরশ তাতেই সে পায়—
হেরেও সে তোমারে ॥

জাগতিক স্থূল-দৃষ্টিতে তা—
হোক্‌না ভাল মন্দ ।
তোমার পরশ পায় বলে তায়—
জাগেনা কোন দ্বন্দ্ব ॥
তোমায় পেতে কোন সাধন—
নাইকো প্রয়োজন ।
সাধন করা ; মুক্ত হতে—
ভুলের আবরণ ॥

সূর্য্যোদয়ের সাথেই যেমন—
আঁধার সরে যায় ।
তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হলে—
ভ্রম সেথা না রয় ॥
মুক্ত চোখে সে দেখতে পায়—
ভাল মন্দ তুমি ।

তোমার পরেই খেলছে সবাই—
তুমিই আদি ভূমি ।।

এম্‌নি যেজন সেই নয়নে—
সবেই তোমায় দেখে ।
অনিত্যের অস্তিত্ব সেথায়—
কেমন করে থাকে ?
স্বচ্ছ চোখে প্রকাশ তোমার —
হয় তাহার দরশনে ।
মানব জন্মের শ্রেষ্ঠ সাধন—
শাস্ত্রতো এই ভণে ।।

এই যে লৌকিক সাধন ভজন—
সাজ পোষাকের মেলা ।
এ কিন্তু সেই সত্য লাভের—
প্রথম ধাপে চলা ।।
হেথায় সাধু গুরু ভক্তাভিমান—
গোড়াতেই যার আসে ।
কুল ছেড়ে সে অকুলেতে—
যায় কেবলই ভেসে ।।

———

—মা-বোধ—

নীরবে গোপনে সদা সর্ব্বক্ষণে
কোলে নিয়ে তুমি রয়েছ ।

মায়া আবরণী টানিয়া জননী
নিজেরে ঢাকিয়া রেখেছ ॥
আছো কোলে নিয়ে মুখ পানে চেয়ে
"মা" ডাক শোনার আশে।
"ছেলে মোর কবে মা বলে ডাকিবে
আমারি কোলেতে বসে ॥

তব কোলে থেকে দেখে না তোমাকে
বাহিরেই চেয়ে আছে।
মোহের বশেতে বাহ্য আসক্তিতে
অনিত্যেই ডুবে গেছে ॥
তুমি নিত্যানিত্য না বুঝে এ সত্য
ভেদের সৃষ্টি করিছে।
সে বোধে তোমারে ভাবিছে সুদূরে
কেশে বেশে ম'জে ঘুরিছে ॥

স্বীয় প্রকৃতিতে বিশ্ব-আকৃতিতে
সৎ-চিৎ-আনন্দময়ী।
তব অবস্থান নিত্য বর্ত্তমান
হয়ে মা চৈতন্যময়ী ॥
সর্বরূপে নামে তুমি ধরাধামে
এই বোধ জাগে যার।
সবে সে "মা" বলে দেখে সর্ব্বস্থলে
জীবন ধন্য তার ॥

—শেষ আশা—

তোমা পানে শুধু রহিব চাহিয়া—
এই আশা মোর চিতে।
জীবনের মাঝে-সংসারের কাজে—
হিতে কিংবা বিপরীতে।।
এইটুকু চাই—যেন দেখে যাই—
তোমার এ "লীলা-অঙ্গনে।"
তোমারি যে খেলা—হয় দুটি বেলা
জীবনে কিংবা মরণে।।

খেলা সাথী হয়ে—তোমারেই লয়ে—
খেলিয়া এ "ভব-খেলা"—
জীবনের শেষে—মরণেতে পশে
থামেনা যেন গো চলা।।
ওগো দয়াময়—আমি নিরুপায়
তোমারেই শুধু জানি।
করুণার ডোরে—বাঁধিয়া আমারে
চরণেতে রাখো টানি।।

অন্তরের ব্যথা—শোনতো সর্বথা
ব্যথা হারী তুমি নাথ।
তব কর্ণ-নেত্র—রয়েছে সর্বত্র
লহ মোর প্রণিপাত।।
অনন্ত ভুবনে—বিরাজ গোপনে
যে যেমন হেথা চায়।
তোমার করুণা করেনা বঞ্চনা
অবশ্যই তাহা পায়।।

—লুপ্ত ধন—

তুমি এত কাছে এলে
বিস্মিত হই ভাবতে গেলে
প্রতিটি অঙ্গ ভঙ্গীর মূলে
তোমায় যেন দেখি।
কি আহারে কি বিহারে
পূজায় এবং উপচারে
প্রণাম কালে নত শিরে
তোমায় দেখি! একি?

কত জন্ম তোমার তরে
মরছি হে নাথ ঘুরে ঘুরে
সহসা আজ এমন করে
আমায় নিলে টেনে।
"আমি আমার" সব অভিমান
তোমার মাঝে ওগো মহান—
মিশিয়ে নিয়ে ক'রে সমান
রাখ্‌লে হেথায় এনে॥

ধন্য আজি জীবনটি গো
পরিপূর্ণ ভাবে জাগো
ক্ষীণ ব্যবধান রেখো নাগো—
—আমির বেড়া দিয়ে।
এ যন্ত্রটি নিয়ে এবার
যথা ইচ্ছা কর ব্যবহার
অস্তিত্বটি লয় করে তার
চালাও প্রভু নিয়ে॥

ঊর্দ্ধে নিম্নে—পাছে আগে
হে প্রাণনাথ ওঠো জেগে
এই জীবনের পুরো ভাগে
পূর্ণ হয়ো ওঠো ।
কি বাহিরে কি অন্তরে
সর্ব্বভাবে সর্ব্বাকারে
"লুপ্তধন" মোর এসে ফিরে—
—স্ব-রূপেতে ফোটো ।।

—সত্যই তুমি সব—

দেহ যে তোমায় প্রণাম করে—
প্রভু,—তোমারি কৃপায় ।
কণ্ঠ তোমার নাম যে করে—
তুমি থাকো গো সেথায় ।।
হাত যে তোমায় অঞ্জলি দেয়—
সেথায় তুমি থাকো ।
কানে শোনা গন্ধ নেওয়া—
চোখেও তুমি দেখো ।।

তুমি বিনে হয় কেমনে—
আহার বিহার কর্ম্ম ।
তুমি ধরে রেখেছ তাই !
—তুমিই পরম ধর্ম্ম ।।
তুমি ছাড়া এই দেহ কি—
কোন কাজে আসে ।

ইন্দ্রিয়াদি সব থাকিলেও—
“শব” নামে প্রকাশে ।।
তবু হে নাথ জ্ঞান হ'ল না—
কি থেকে কি হয় ।
তাই তোমারে খুঁজে মরি—
সারা বিশ্বময় ।।
প্রাণ বা আত্মা হয়ে তুমি—
ভুবন ভরে আছ ।
এ সত্যে বঞ্চিত রেখে—
মায়ায় ভুলায়েছ ।।

কালী কৃষ্ণ যীশু খোদা –
নাম রূপেতেই মজি
নিত্য ছেড়ে অনিত্যকেই—
দ্বন্দ্ব মাঝে ভজি ।।
ভগবান যে অনন্ত হন—
অন্তহীন নাম রূপে—
সূক্ষ্মভাবে আছেন তিনি—
এ বিশ্বে নিশ্চুপে ।।

কৃষ্ণ কালী যীশু খোদা—
সব নাম রূপ তাঁর ।
প্রাণের সত্তায় এঁদের সত্ত্বা—
বোঝ মন আমার ॥
দ্বন্দ্ব ছেড়ে প্রাণকে ধরে—
যে যার ইষ্টে ভাবো ।

এই প্রাণই হন্ কৃষ্ণ কালী—
এই সাধনে ডোবো।

সাধন ফলে অতল তলে—
যখন যাবে মন।
যেই হোক্না ইষ্ট তোমার—
হবে প্রাণেতেই স্ফুরণ॥
তাই ওহে মন নির্দ্বন্দ্ব হও—
তত্ত্ব জ্ঞানে ফের—
ভুবন ভরেই তিনি আছেন—
নয়ন ভরে হের ॥

—গুরু তত্ত্ব—

গুরুর গুরুত্ব-ভাবটি
তোরই মাঝে ঘুমিয়ে আছে।
মোহ নিদ্রা ছেড়ে রে মন
ফিরে আয় তুই গুরুর কাছে ॥
দেখতে পাবি কেমন করে
জন্ম জন্ম নিয়ে তোরে।
পৌঁছে দিতে স্বরূপে তোর—
ক্ষণমাত্রও যায়নি ছেড়ে

সর্ব্বাবস্থায় সকল জীবে
গুরুই চালায় সকল ভাবে।

গুরুত্ব-বোধ জাগিয়ে দিতে—
জগৎগুরুই, "স্থূল গুরু" ভবে ।।
সূক্ষ্ম-জ্ঞানের অভাব হেতু—
তাইতো স্থূলকে ধরে—
অজ্ঞানান্ধ নরগণকে
স্থূলেই কৃপা করে ।।

গুরুদত্ত শিক্ষা দীক্ষায়—
চললে সরল মনে ।
অবশ্য শ্রীগুরুর স্বরূপ—
দেখবি দুনয়নে ।।
দেখ্‌বি যখন বুঝবি তখন
গুরুই-খোদা, কৃষ্ণ, কালী ।
একমেবাদ্বিতীয়মের—
—অসংখ্যতা, লীলা কেবলি ।।

ভেদ ঘুচিবে,—মনে প্রাণে
সেই অভেদে পেয়ে ।
বাহ্যাসক্তি রয় যে জনার
সেই থাকে ভেদ নিয়ে ।।
তারাই তর্ক দ্বন্দ্ব করে
গুরু লাভ যার হয়নি ।
অনিত্যতেই মত্ত থাকে
গুরুর পরশ পায়নি ।।

যে পেয়েছে সে ডুবেছে—
গুরুর করুণাতে ।

ষড়েন্দ্রিয়েই পায় সে তখন
গুরুর পরশ তাতে ।।
এ হয় বড় অদ্ভুত কথা
গুহ্যও অতিশয় ।
সঠিক পথের সাধক-হৃদেই—
এ গুহ্য প্রকাশ হয় ।।

হে মন—

অন্তরেতে ফুটবে যখন
জগদ্‌গুরুর চিন্ময় ছবি ।
"নরাকার-পরব্রহ্মের" স্বরূপ—
মর্ম্ম-চোখে দেখতে পাবি ।।
দেখতে পাবি জগৎ গুরুই—
জন্ম জন্ম নিয়ে তোরে ।
স্থূল দেহের এই স্থূল-বোধেতে—
তাঁরি আসা যাওয়া স্থূলাকারে ।।

সূক্ষ্ম দেহের সূক্ষ্ম-বোধে—
যখন "গতি-লাভ" করিবি ।
সেই সূক্ষ্মাতীত পরম গুরুর—
স্থূলের মাঝেই দেখা পাবি ।
সেই জদ্‌গগুরুর প্রতিচ্ছবি
স্থূল গুরুতেই উঠবে ফুটে ।

বুদ্ধি জ্ঞান প্রদীপ্ত হলেই—
বিশ্বময় তাঁর দর্শন ঘটে ॥

"গুরু "কৃষ্ণ-রূপ" হন-শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে "কৃষ্ণই"—কৃপা করেন ভক্ত জনে ॥"

"গুরুর মধ্যে স্থিতমাতা-মাতৃ মধ্যে স্থিতো গুরু,
গুরুর্মাতা নমোঽস্তুতে—মাতৃ গুরুং নমাম্যহম্ ॥"

এই গুরুই যে হন্ "কৃষ্ণ" রে মন—
এই গুরুই যে হন্ "মা"।
এই "গুরু-সোনায়,"—গড়িয়ে নে তুই—
হার-চুড়ি,—চাস্ যা ॥
সোনা যার নেই,—চুড়ি বালা—
কিংবা হারের কল্পনা।
বাহ্যাড়ম্বরে যতই ঘোর—
জেনো পূর্ণ কভু হবেনা ॥

তাই গুরুর-শরণ আগে নে মন—
জানিস,—তিনি তোরই মাঝে।
অহর্নিশি থেকেই সদা—
ফুটছে রে এই বিশ্ব সাজে ॥
"ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।"
গীতা ১০।২২
তাঁর কথাতেই হচ্ছে প্রমাণ—
মন প্রাণ হন্ সেই—"একই জনা" ॥

তাই ওরে মন আয় ফিরে আয়—
সবার আগে প্রাণের কাছে।
সাধনে এই যোগটি হলেই—
দেখ্‌বি জ্ঞান ভক্তি সব তাতেই আছে॥
ভক্তি নয়তো কথার কথা—
বন্ধ্যার হয়না "প্রসব-ব্যথা"।
মাতৃত্ব না লাভ করিলে—
মুখের গল্প সবই বৃথা॥

—অন্তহীন লীলা—

পলকে পুলকে ভুলোকে দ্যুলোকে
সৃজিছ অনন্ত লীলা।
সৃষ্টি-স্থিতি লয় তোমাতে মা হয়
নিত্যানন্দে কর খেলা॥
একা সর্ব্বভাবে বিরাজিয়া ভবে
অসংখ্য নামে-রূপে।
মায়ার আড়ালে নিত্য যাও খেলে—
"হৃদ্-পদ্মাসনে,"—নীরবে নিশ্চুপে

লভিতে এ তত্ত্ব নহে সাধ্যায়ত্ত্ব
তো-মার করুণা বিনা।
সাধন অভিমানে সাধকের প্রাণে
এই তত্ত্ব ফুটিবেনা॥

অন্তরাশ্রু জলে সব ধুয়ে গেলে
তবে মা প্রকাশ তুমি।
যে ভূমে থাকিয়া যাও মা খেলিয়া
জীব পায় সেই ভূমি ।।

জীবের জীবনে হলে সমাপনে
আমিত্বের অভিমান।
নিশ্চিহ্ন তা হলে তবে হৃদিমূলে
ফুটে ওঠে তত্ত্বজ্ঞান ।।
সে জ্ঞান পরশে প্রেমের প্রকাশে
অসংখ্যেতে এক দেখে।
জীবত্ব বিনাশি শিবত্ব উদ্ভাসি
অনন্তেই ডুবে থাকে ।।

দ্রষ্টব্য :-

১। অদ্যাবধি লীলা করেন নিত্যানন্দ রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান তা দেখিতে পায় ।।
—বৈষ্ণব শাস্ত্র

২। বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।।
গীতা ৭।১৯

—লীলানুপ্রবেশ—

নির্গুণই সগুণে নিষ্ক্রিয় ক্রীড়াঙ্গনে
নিরাকারই,—সাকারে ফুটিছে।
গহনে গোপনে স্ব-প্রকৃতি সনে
লীলানন্দ রসে ভাসিছে।।
হয় তা গোপনে হৃদি-বৃন্দাবনে
অনন্ত কাল ধরে—
রসরাজ নীজে লীলা রসে মজে
যেতেছেন এ লীলা করে।।

জীব ভাব নিয়ে শিবই জীব হয়ে
মায়ারে সুমুখে রাখি।
সৎ-চিৎ-আনন্দ এই লীলানন্দ
উপভোগে রত দেখি।।
মায়ার বশেতে মোরা অবশেতে
ভুলে থাকি বাহিরেতে।
লভি আদি তত্ত্ব করিতে আয়ত্ব
ফিরি নাকো অন্তরেতে।।

গুরু কৃপা ধরি শ্রদ্ধা সহ বরি
সাধনায় রত হলে।
বীর্য্যবান্ হয়ে একাগ্রতা পেয়ে
পশিবে সমাধি মূলে।।
সেই অবস্থায় তবে যাওয়া যায়
সে নিত্য-লীলার অঙ্গনে।

ক্রমশঃ লীলাতে ডুবিবে এ মতে
এই জীবনে এবং মরণে ।।

দ্রষ্টব্য :—

১। "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যাসূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"
(কঠোপনিষদ—১।৩।১২)

২। "হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুর—
মৃতাস্তে ভবন্তি"।
(শ্বেঃ উপনিষদ ৪।২০)

—লীলাস্বাদন—

চোখ বুজে চেয়ে দেখি অন্তরের চোখে।
কি বিচিত্র লীলা মাগো করিছ ত্রিলোকে ।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সৃজিয়া পলকে –
সৃষ্টি স্থিতি লয় করে যেতেছ পুলকে ।।

ক্ষণিকে হতেছে সৃষ্টি কত না কল্পনা।
ক্ষণকাল থেকে পরে আর তা থাকেনা ।।
দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডের জীবচিত্ত পটে।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য নিয়তই ঘটে।

কোথা হতে এ কল্পনার হতেছে প্রকাশ।
দেহাভিমানেতে জীব পায়না আভাস ।।

তোমার কৃপায় "জীব-অহং" এর নাশে
মরমের চোখে তবে এ লীলা প্রকাশে ॥

এ জগতে যেইজন চোখ বুজে দেখে।
অন্তরের চোখে মাগো সে দেখে তোমাকে ॥
নিস্পৃহ নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত, থাকিয়া নিগুণে।
এই কল্পনার মাঝেই প্রকাশ ভুবনে ॥

অন্তরেই হইতেছে সৃষ্টি স্থিতি লয়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ক্রিয়া করে যায় ॥
"মা" তব পরশ ছাড়া সম্ভবেনা সব।
এ অনন্ত-লীলা মূলে তোমারি বৈভব ॥

কঠোর সাধনে এই গভীরেতে গেলে।
বাহ্যাসক্তি লয় হলে "মর্ম্মচক্ষু" খোলে ॥
ফুটিলে সে "জ্ঞান-প্রেমের" প্রদীপ্ত নয়ন।
তবে এ আনন্দ লীলা হয় আস্বাদন ॥

দ্রষ্টব্য :—

পাবিনা "ক্ষেপা মায়েরে"—
ক্ষেপার মত না ক্ষেপিলে
"শ্রেন-পাগল" বুঁচ্কি-আগল—
কাজ হবে না ওরূপ হলে

—"প্রেমিক মহারাজ"

—লীলা প্রকাশ—

ঘুরিস না মন নেশার ঘোরে
নেশাই যে ধরেছে তোরে
আপন জনে পাবার তরে
দেশ বিদেশে মরিস ঘুরে ।
খুঁজিস যাঁরে,— থাকে কোথা
জান্‌লিনা মন তাঁর বারতা
ঘুরলে কেবল হেথা সেথা
কেমনে তুই পাবি তাঁরে ?

ঘোরার নেশায় আছিস মত্ত
বুঝতে চাস্‌না তাঁর যে তত্ত্ব
তোরই আত্মা সে যে সত্য
তাই তাঁরে "প্রাণ কৃষ্ণ" বলে ।
সে প্রাণ কি তোর দেহেতে নাই
দিক-বিদিকে খুঁজিস সদাই
প্রাণে লক্ষ্য না রেখে,— বৃথাই—
— বেড়াস ঘুরে সাধুর ছলে ।।

এই মন্ত্রে কররে সাধন
কৃষ্ণ হয় যে মোর প্রাণধন
তাঁরই মায়ার কঠিন বাঁধন
বেঁধে যে রেখেছে মোরে ।
মা মা বলে সাধ্‌ মায়ারে
মা-ই দেবে মুক্ত করে
তবেই তখন পাবি ওরে—
চির সাথী "প্রাণ কৃষ্ণেরে" ।।

থেকেই তাঁতে আছিস হারা
এ তাঁর "গুপ্ত-লীলার" ধারা
এরই তরে সাধন করা
গুপ্ত প্রকাশ হবে বলে।
যেসব বাধা পথ আট্‌কায়
"সাধন-যত্নে" সরালে তায়
লীলা তখন গোপন না রয়
প্রকাশ হয় তা হৃদি-মূলে।

—পূজা—

মন করিস না বাইরে খেলা
ঘরে ফিরে আয় এই বেলা
সচ্চিদানন্দের নিত্যলীলা
হচ্ছে তোরই ঘরে।
বাইরে মরিস ঘুরে ঘুরে
বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে
দেখ্‌লি নারে অন্তঃপুরে
তিনি খেলছে কেমন করে॥

সে-লীলা-রস আস্বাদনে
দেহ সহ মনে প্রাণে
মিশে যাবি তাঁহার সনে
ঘুচবে তখন ত্রিতাপ জ্বালা ঃ-

দেখতে পাবি প্রেমের চোখে
বিশ্বজুড়ে একাই থেকে
সবার সাথে নিয়ে তোকে
করছে রে এই নিত্যলীলা ॥

বোবার সন্দেশ খাওয়ার মত
সে আস্বাদন হয় নিয়ত
প্রকাশেব ভাষা নাই সে মত
যে খা-য়,—সেই বোঝে।
দেহেন্দ্রিয়ের কাজের মাঝে
যুক্ত থেকেই সকাল সাঁঝে
লীলারসেই রয় যে ম'জে।
সে মরেনা বাইরে খুঁজে ।।

গয়া কাশী আর বৃন্দাবন
অন্তরেই তার হয় যে স্ফূরণ
তাই বাইরেতে নাই অন্বেষণ
সবই পায় সে "হৃদ্-মাঝারে"।
বাহ্য পূজায় সে না ফেরে
"প্রাণ-গোবিন্দের" পূজা করে
আহার বিহার শয়নে-রে—
—অঞ্জলিটি দেয় তাঁহারে ।।

দ্রষ্টব্য ঃ—

"বহু দেশ ঘুরে বহু ক্রোশ দূরে—দেখিতে গিয়েছি
পর্ব্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া—ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু ॥"

—"রবীন্দ্রনাথ"—

—প্রাণই ভগবান—

প্রাণ নাই হেন ঠাঁই—এই বিশ্বে কোথা নাই
এই প্রাণই হন ভগবান।
ইনি হন সমধন—সর্বত্র সমান রন
প্রকৃতিতে প্রকাশিত হন ॥
এ প্রকৃতি হন তাঁরি—লীলার্থে প্রকাশি হরি—
—নিরাকার—হতেছে সাকার।
প্রকৃতির উপাদানে—"যথা-ভাবী" ভক্তজনে—
দেখা দেন,-ধরি সে আকার ॥

তাঁর কোন রূপ নাই—প্রকৃতিতে রূপ পাই
যে সাধক যে রূপটি চায়।
যে যাহার রুচী ভেদে—নাম রূপে যায় সেধে
যথা ভাব তথা লাভ হয় ॥
নিরাকার সেই প্রাণে—লইয়া,—যে সু সাধনে
ক্রমে ক্রমে হয় অগ্রসর।
যথা অগ্রগতি মত—প্রকৃতি হইতে জাত—
—রূপই,—তার হয়েন গোচর ॥

কালী কৃষ্ণ শুধু নয়—তিনি হন সর্বময়
বিশ্বময় পূর্ণ বিরাজিত।
তাঁরে উপলব্ধি হলে—"প্রেম আঁখি" তবে খোলে
জীব-চিত্ত হয় তদ্গত।
তদ্গত চিত্ত যার—নয়নেতে ফোটে তার
"প্রাণকৃষ্ণের" নিত্য অবস্থান।

কালী কৃষ্ণ খোদা আদি—বৃক্ষ গুল্ম লতাবধি
সর্বত্রই দেখে ভগবান ।।

উল্লেখ্য :—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভুতানামন্ত এব চ ।।"

গীতা ১০।২০

—কৃষ্ণ প্রাপ্তি—

পারলিনা মন নিতে তাঁরে
সর্বভাবে—সর্বাকারে
তীর্থে তীর্থে ঘুরিস ওরে
জগন্নাথকে দেখ্‌বি বলে ।
"জগন্নাথ" নাম যাঁহার হয়
জগৎব্যাপী অবশ্যই রয়
সাধনে এ জ্ঞানটি যে পায়
ভোলেনা সে কোন ছলে ।।

সে দেখে তাঁয় রোগে শোকে
পরিজনেও দেখে তাঁকে
তাঁরে দেখে,—তাঁতেই থেকে
দেখে,—সেইতো হাসে কাঁদে

দেখতে দেখতে এম্‌নি করে
হারিয়ে ফেলে আমিটিরে,
যে আমিটি রাখে ধরে—
জীবকে সদা মায়ার ফাঁদে ॥

আমি হারা হয়ে সেজন
তুমি হয়ে যায় সে তখন
এর তরেই তো দুর্লভ জীবন
সাধন ভজন এরই তরে।
অবোধ অজ্ঞান হে আমার মন
পেয়েছিস এই মানব জীবন
করিসনা আর বৃথা ভ্রমণ
এই সত্যে তুই আয় এবারে ॥

অবশ্যই তাঁর দেখা পাবি
দেখ্‌বি তাঁরই লীলা সবই
"সর্পকে" রজ্জুবোধে দেখিবি
প্রেমেতে "সাপ" ধুয়ে যাবে।
এ প্রেম পেতে জ্ঞানে ফের
আদি তত্ত্বের সাধন কর
সর্বাকারে তাঁরেই হের
"প্রাণকৃষ্ণকে" তবেই পাবে ॥

—মায়ের কোলে—

তোমার কৃপাতে সীমা অসীমাতে
যেখানেই পড়ে আঁখি।

সূক্ষ্ম সে ভূমিতে ভেদ্ ভেদাতীতে
তোমারেই মাগো দেখি ।
তব অসীমতা সীমা মাঝে হেথা
বিকশিত নানা ভাবে ।
লীলা প্রয়োজনে নিজে সীমা টেনে
নিজেই খেলিছ ভবে ।।

ক্ষণেকের তরে জাগি হৃদিপুরে
"ক্ষণপ্রভা" সম থেকে ।
সে রূপ দেখায়ে পুনঃ তা লুকায়ে
আবরণে রাখো ঢেকে ।।
অতি সকাতরে ডাকি মা তোমারে
শুদ্ধ দৃষ্টিটি দাও ।
বিশ্বে যত খেলা সবই তব লীলা
—বোধেতে এবে ফিরাও ।।

আমার মাঝারে সকল প্রকারে
হয় সুমধুর লীলা তব ।
আমিত্ব আঁকড়ি আছি বলে ধরি
জাগিছেনা অনুভব ।।
তুমি মা সবার তুমি মা আমার
মা বলে তোমারে ডাকি ।
করুণা পরশে জাগো মা হরষে
এবার তোমারি কোলেতে থাকি ।।

—সহজ সাধন—

এই যে তোমার প্রেমের ধারা—
ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচরে।
যার স্পর্শ হেতু যোগী ঋষি—
সাধ্‌ছে যে যার পথ ধরে ॥
যার স্পর্শ পেতে সমাজেতে—
নানা নানা সাধন ধারা।
মূলে তারাই যেতে পারে—
"মানব-ধর্ম্মের" সাধক যারা ॥

সত্য সংযম সরলতা আর—
অনিত্যের বাসনা ত্যাগে।
তাঁর প্রেমাভাস সে শুদ্ধহৃদে—
ধীরে ধীরে ক্রমে জাগে ॥
যত জাগে ততই সে পায়—
আপন ক'রে সেই জনাকে।
এই আপন বোধটির পুষ্টি মত—
দ্বৈত বোধটি কমতে থাকে ॥

তাঁর সুখেতেই আমার সুখ—
ক্রমেই এবোধ আসে।
কৃষ্ণাপেক্ষা কোটি গুণ সুখ—
গোপীর হৃদে ভাসে।
সেই সুখেতেই সুখী সে রয়—
ভিন্ন সুখ আর চায়না।—

কৃষ্ণ মানেই মানী হয় সে
নিজাকাঙ্ক্ষা রয়না ।

—খ—

মেঘের ডাকে দেখে তাঁকে—
দেখে মলয় পবনে ।
ফুলের শোভায় তাঁর দেখা পায়—
দেখে ভ্রমর গুঞ্জনে ।।
পণ্ডিতে মূর্খেতে দেখে—
পাপী তাপী সাধুগণে ।
ধনী ও দরিদ্রের মাঝে—
দেখে তখন একই জনে ।।

ক্রমে ক্রমে নীজের মাঝেও—
এমন সাধক তাঁর দেখা পায় ।
সে অবস্থায় সব একাকার—
শুদ্ধা প্রেমের সার্থকতায় ।।
মুছে গিয়ে সব ভেদ-জ্ঞান—
শুধু লীলা সুখটি থাকে ।
দেহ বোধও রয়না তখন—
একাত্মতাই দেখে ।।

যে আনন্দ লীলায় মগ্ন—
সেই সচ্চিদানন্দ ।
জীব ও শিবের একাত্মতায়—
দূর হয় বাধা বন্ধ ।।

এই সহজ সরল সাধন পথে –
সেই "গোপী প্রেমই" জাগে।
খুব কঠিন বলে ভাব্‌বে সবাই—
বুঝবেনা কেউ আগে ।।

তাই আগেতে মানব দেহে—
জাগাও মনুষ্যত্ব ।
জাগ্‌লে তবে সাধ্‌লে হবে—
এ সত্য আয়ত্ব ।।
কঠিন বলে ভাব্‌ছো যাহা—
তখন সহজ হবে ।
সেই "সহজ-সাধন-পথ" ধরিলেই—
সহজ ধনকে পাবে ।।

সাধন সংকেত

সূক্ষ্মের অতীত যিনি স্থূল সূক্ষ্ম হয়ে তিনি
তারি মাঝে অনুস্যূত হয়ে—
সেজে এই বিশ্ব সাজে একা সর্ব্বরূপে রাজে
আব্রহ্ম কীট মাঝে রয়ে ॥
স্বর্ণসম রয়ে তিনি অলঙ্কারে পরিগণি
অনন্ত প্রকারে বিকশিত ।
স্বর্ণই পরমার্থ সেথা অলঙ্কারের অসারতা-
—ভাঙাগড়ায়! স্বর্ণ বিকার রহিত ॥

স্বর্ণ আছে বলে তবে অলঙ্কার সম্ভবে
স্বর্ণছাড়া দাঁড়াবে কোথায় ?
এ বিশ্বে তেমনি সব তাঁ হতেই উদ্ভব
তাঁহাতেই রয়েছে হেথায় ॥
জীব শুধু মায়া ফেরে তাঁকে ছেড়ে ঘোরে ফেরে
এই মূল তত্ত্বেতে ফেরে না।
বারে বারে এ সংসারে আসে যায় অন্ধকারে
ভোগে তাই ত্রিতাপ যন্ত্রণা ॥

এ মানব জীবনেতে সাধু পাশে হয় যেতে
সঙ্গগুণে মায়াজাল কাটে।
কুয়াসার অবসানে সদ্‌গুরু-কৃপাগুণে
মর্ম্ম-চোখে তাঁর তত্ত্ব ফোটে ॥
ক্রমশঃ তা হয় স্পষ্ট ত্রিতাপের দুঃখ কষ্ট
থেকেও তা স্পর্শে না সেজনে।
সে শুধুই দেখে যায় যা কিছু হেথায় হয়
স্বর্ণোপরে গহনা যেমনে ॥

স্বর্ণ সে স্বর্ণ ই রয়ে গহনার রূপ লয়ে
নাম রূপে করিছে এ খেলা।
"স্বর্ণ-চিন্তা" মনে রেখে যায় শুধু লীলা দেখে
যা হতেছে বিশ্বে সারা বেলা ॥
এ সত্য লাভের তরে নর দেহ এ সংসারে
ভুলে থাকা তির্য্যক সমান।
তাই ভিন্ন আকাঙ্ক্ষায় যে জন সাধনে রয়
ব্যর্থ তাহা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

দুগ্ধ

-ছানা দধি মাখন ক্ষীর-
ইত্যাদি

—:o:—

মন তুই ভেবে দেখেছিস কি—
তোর আরাধ্য আছে কোথায়।
তোর সাথে সে মিশেই আছে—
খুঁজে বেড়াস হেথায় সেথায় ॥
ব্রহ্মই যে তোর প্রাণ রূপেতে—
বিরাজ করছে সর্ব্বদাই।
এ প্রাণ যে কৃষ্ণ কালী খোদা—
এ তত্ত্বটি জানা নাই ॥

দুগ্ধ যেমন একই বস্তু—
যার যা রুচী পায় তা হতে।
ছানা দধি মাখন আদি—
কর্ম্মে হয় তা গড়ে নিতে ॥
মূল উপাদান "দুধ" না হলে—
শত চেষ্টায় হয় না।
"প্রাণে" যেথায় লক্ষ্য শূন্য—
সেই সাধনে পায় না ॥

কেউ কৃষ্ণ কেউ কালী ভজিস
নাম রূপেতেই দলাদলি।
"প্রাণ-ব্রহ্ম" হয়েছেই যে সব
এ সত্য পথে কেউ না এলি ॥

শাস্ত্র পড়িস ভাসা ভাসা
গুহ্য-মর্ম্ম না লভিলি।
উপর ভাসা বাঁধা বুলিই—
পাখীর মত আউড়ে-গেলি ॥

অনুগত জনকে শোনাস্—
"অমুক" ছাড়া নাই ভগবান।
তোকে ছেড়েও নাই যে তিনি—
রাখিস্ না মন এর সন্ধান ॥
কালী কৃষ্ণ খোদা চিন্‌বি—
মনরে,-প্রাণে-যুক্ত হলে।
তার আগে যে ভেদ দর্শন—
শাস্ত্র এরেই অজ্ঞান বলে ॥

এক হতেই হয় বহুর প্রকাশ—
যেমন হয় এক দুগ্ধ হতে।
দধি, ছানা, "দুধ" হতেই সব—
তফাৎ শুধু আস্বাদেতে।
যে আস্বাদ যার ভাল লাগে—
উপকার হয় শরীরেতে।
তেমনি খাদ্যই গড়ে নেয় সে—
—সাধনে! এ "প্রাণ-দুগ্ধ" হতে ॥

দ্রষ্টব্য :-

"কালিন্দী কর্ণিকা কৃষ্ণমভিমেক বিগ্রহং···
···কালিন্দী কালিকা সাক্ষাৎ···কুণ্ডলাকৃতি
রূপেণ ব্রজং ব্যাপ্যাছি তিষ্ঠতি।"

অর্থ—কালিন্দী, (কালিকা) কর্ণিকা (বৃন্দাবন) **কৃষ্ণ-বিগ্রহ,** এই তিনটি এক এবং অভিন্ন। মহাপ্রকৃতি **কালিকাই শ্রীকৃষ্ণলীলার** সাহায্যার্থে কালিন্দী রূপে **কুণ্ডলাকৃতিতে ব্রজকে** বেষ্টন করিয়া আছেন।

—"বাসুদেব রহস্যান্তর্গত—রাধাতন্ত্র"—

—ফের নিজবাসে—

স্থির জেনো মন হেথা আগমন
স্ব-বাসে ফেরার তরে।
মায়ার কবলে সেই লক্ষ্য ভুলে
অনিত্যে মরিছ ঘুরে ॥
কর্ম্ম যা করিছ আসক্ত হতেছে
জাগতিক বিষয়-বিত্তে।
লক্ষ্য হারায়েছ ভুলিয়া গিয়াছ
অসীম অনন্ত সত্যে ॥

দেহ রক্ষা তরে যাও কর্ম্ম করে
অনাসক্ত যেন হয়।
তবেই বুঝিবে তিনি সর্ব্বভাবে
যোগক্ষেম ব'য়ে যায় ॥
নাহি প্রয়োজন কোন আকিঞ্চন
অনিত্য বিষয় বস্তুতে।
রাজ কার্য্য হতে দিন মজুরেতে
কর যোগ্যতা যাহার যাতে ॥

ইচ্ছা যে স্বীকার্য্য   যাহা হয় কার্য্য
এ স্থূল দেহাবলম্বনে ।
সর্ব্ব শক্তি তাঁর   ভেবোনা আমার
এ সত্য রাখিও মনে ।।
স্থূল দেহ মাঝে   সূক্ষ্ম দেহ রাজে
নিয়ন্ত্রণ যিনি করিছে ।
তিনি বিশ্বপ্রাণ   তিনি ভগবান
স্বীয় প্রকৃতিতে খেলিছে ।।

কোন নাম রূপে   সেই বিশ্ব ভূপে
আপনার বলে চেনো ।
সদাই জাগ্রত   সর্ব্বভূত-গত
তোমাতেও আছে জেনো ।।
কর্ম্মের মাঝারে   দেখিয়া তাঁহারে
করে যাও সব কর্ম্ম ।
নিত্যানিত্য তবে   হৃদয়ে জাগিবে
ইহাই প্রথম ধর্ম্ম ।।

এই ধর্ম্ম পথে   চলিতে চলিতে
লক্ষ্যে আসিবে তব ।
মোর নিকেতন   "প্রাণ-কৃষ্ণ-ধন"
নয়নে ফুটিবে লীলা-অভিনব ।।
এ লীলা হেরিয়া   ভুবন ভরিয়া
সর্ব্বভাবে তাঁরে পাবে ।
স্ব-ধামে গমন   হইবে তখন
গতাগতি শেষ হবে ।।

দ্রষ্টব্য :—

মন চল নিজ নিকেতনে ।
সংসার বিদেশে   বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে ।।

—স্বামীজী—

—ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র তিনিই—

রূপ রস আদি পঞ্চ তত্ত্ব হয়ে
চক্ষু কর্ণ আদি পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে
নিজে মন হয়ে রয়েছ এ নিয়ে
আপনার লীলানন্দে ।
আপনি দেখিছ তুমি আপনারে
লীলা সৃষ্টি করি আস্বাদিছ তারে
আমি ও আমার, সেজে এ সংসারে—
—খেলছি কত না ছন্দে ।।

আমার এদেহে, মনে-প্রাণে তুমি—
—থেকে,—ভুলে আছ সাজিয়া এ আমি
এ আমি তো তুমি, ওগো প্রাণ স্বামী
এতো সত্য ;—নহে মিছে ।
এই সত্যটুকু বুঝিতে না চেয়ে
তোমারে ত্যজিয়া আছি আমি নিয়ে
তব আনন্দেরে—নিরানন্দ দিয়ে—
—আমিটিই ঢেকে রেখেছে ।।

আজ যেন দেখি ফিরে ফিরে চেয়ে
তুমি রসাস্বাদ কর "আমি" দিয়ে
দেহমন হয়ে যেতেছ খেলিয়ে
আপনি আপন খেলা ।
আমিটিকে আর আমার না রেখে
তব-আমি সাথে মিশাইয়া তাকে
ওগো প্রাণনাথ ! নিবেদি তোমাকে
করে যাও নীজ লীলা ।।

দ্রষ্টব্য :—
"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে ।
তাইতো আমি এসেছি এ ভবে ।।"
—রবীন্দ্রনাথ-

—মা—

—কি নামে তোমারে ডাকিব মা আমি ?
হয়ে মা নির্গুণা হয়েছ সগুণা—
গুণাশ্রয়ী হয়ে গুণবদ্ধ তুমি ।
নিরাকারা হয়ে সাকারেতে আসি—
অনন্ত হইয়া অন্তে আসো নামি ।।
হয়ে গো অসীমা সীমাতে বিকাশি—
সীমাবদ্ধভাবে তুমি খেলে যাও ।
অধরা হইয়া বিচরি ধরায়—
(আবার) নিজেই নিজেরে তুমি ধরা দাও ।।

অরূপা হইয়া স্বরূপ হইতে—
বিরূপ হইয়া থাকো।
বিরূপ হইতে স্ব-রূপে ফিরিতে—
নিজেই নিজেরে ডাকো॥
অচিত্র হইয়া বিচিত্র ভাবেতে
কত চিত্র আঁকো ভবে।
স্ব-বোধ হইয়া অবোধ সাজিছ—
কি নামে ডাকিব তবে?

এক-হয়ে তুমি অনন্ত হয়েছ—
"অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড" তুমি সেজে আছ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব - তুমিই সৃজিয়া—
সৃষ্টি স্থিতি লয় করিয়া যেতেছ।
এ হেন তোমারে কোন্ নাম ধরে—
না ডাকিলে,—দেখা দেবে না আমারে।
মহীরুহ রয় বীজ-কণিকায়
তাই "মা" বীজে আমি ডাকিগো তোমারে॥

—স্বগত লীলা—

নির্গুনী হইয়া সগুণের মাঝে
জ্ঞানময় হয়ে অজ্ঞানীর সাজে
শিব হয়ে নীজে জীবত্বতে ম'জে
কি বিচিত্র লীলা করিয়া যেতেছ।

মায়ার আড়ালে "আমি-ভাব" দিয়ে
নিজেই রয়েছ অসংখ্য হইয়ে
নিজেরে জীবত্ব-মাঝেতে ডুবায়ে
বদ্ধ জীব হয়ে সংসারে ভ্রমিছ ॥

আপনার গুণে হয়ে গুণান্বিতা
সাধু পাপী সাজে কত বিচিত্রতা
এমনে অসংখ্য লীলার বারতা—
জগৎকে শুনায়ে যেতেছ।
জীবত্বের ঘোরে নাচেয়ে শুনিতে
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমিছ মহীতে
নরদেহে আসি চাহিয়া—ফিরিতে—
— নিজেই নিজের স্বরূপে ফিরিছ ॥

দেখি নাকো কিছু তোমা ছাড়া আর
যা কিছু সকলি তব ব্যবহার
তুমিই বলিছ আমি ও আমার
শুধু বোধের এপিঠে ওপিঠে।
এ লীলার "শেষ-সীমা" পাশে এসে
"বোধ" স্বভাবিকই শুদ্ধতায় পশে
(তখন) অবশ হইতে ফিরে আস বশে
স্বমায়ার-দুরন্ত বাধা কেটে ॥

—বিকৃত সাধনা—

নিগু'ণের বুকে সগুণ প্রকৃতি
নানাকারে করে খেলা।

রস-আস্বাদিতে এক নিরাকার-ই
দুই হয়ে করে লীলা ।।
কাঁচা ফল আর পাকা ফল যথা
স্বাদের ভিন্নতা রয় ।
সগুণ নির্গুণে সাকার নিরাকারে
আস্বাদনও ভিন্ন হয় ।।

নিরাকার —"ব্রহ্ম-উপাসনা" হয়
শুষ্ক ও কঠিন অতি ।
সাকারের স্বাদ বড় সুমধুর
পাওয়া যায় ত্বরাগতি ।।
এই যে সাকার বিশ্বজগৎ
তত্ত্বতঃ তাঁরি লীলার-রূপ ।
আব্রহ্ম-কীট সকল রূপেতে
প্রকাশিছে সেই বিশ্বভূপ ।।

এ "সত্য-অনন্ত-দৃষ্টি" পেতে হলে
সাধনে একৃকে ধরিতে হয় ।
চরমে তাঁরেই লভিতে হইবে
সারাটি বিশ্ব ভুবনময় ।।
নিজের মাঝারে অন্তর-গভীরে
পরিজন আদি মাঝে ।
বিটবি লতায় আকাশের গায়
ইষ্ট ফোটে সেই সাজে ।।
যেই সাধনায় এই ধারনায়
আগাইয়া নাহি দেয় ।
ভেদাভেদ জ্ঞানে পিছনেতে টানে
সে সাধন ব্যর্থ হয় ।।

যে "সাধন-মত্" তত্ত্ব-ত্যজিয়া

নাম রূপে ভেদ রচে।

আদি সত্যেরে বিকৃত সে করে

মায়া পাশ নাহি ঘোচে॥

দ্রষ্টব্য :—

১। "যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে।
সেথায় আমার চিত্ত যাবে কেমনে॥"

—রবীন্দ্রনাথ—

২। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে—
তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূরে।"

—"মহাপ্রভু"—

—প্রাণই আরাধ্য—

শাস্ত্র যে সাগর ; কুল কিনারা নাই,

সে যে অসীম ও অনন্ত।

সেই সাগর ছেঁচা-মানিক এ প্রাণ,

সে হয় নিত্য শুদ্ধ শান্ত॥

ভুবনময়ই প্রাণের বিকাশ

প্রকৃতির মাঝখানে।

মা প্রকৃতির গুণেই হেথায়

অসংখ্য ভাব আনে॥

এ অসংখ্যতায় প্রাণ রয়েছে
প্রাণ ছাড়া নাই কিছু ।
এই প্রাণই-ব্রহ্ম, কৃষ্ণ কালী
খোদা গড্ বা যীশু ।।
ইন্দ্রিয় সব বহিঃর্মুখী তাই—
সাধনে নাম রূপটি চাই ।
সাধন লব্ধ রত্ন রূপে মোরা
প্রাণকেই সেথা পাই ।।

প্রাণই ইষ্ট রূপে ফোটে ;
এই সত্যবোধ যার আসে ।
প্রাণতো তাহার সাথেই আছে
সে প্রাণের সাথেই মেশে ।।
প্রাণ লক্ষ্যে সাধন করে—
কৃষ্ণ কালী নাম ধরে ।
ভাব মত তার লাভ তখন হয়
প্রাণে যখন যায় ফিরে ।।

সে অনন্তের অন্ত সে পায়
দেখে আমারই প্রাণ হয়ে—
নিত্য লীলা যাচ্ছে করে
আমায় সাথে লয়ে ।।
এ সত্য জ্ঞান আসে যখন
আঁধার নাহি রয় ।
সেই অসীম-ই সীমার মাঝে
ধরাও তখন দেয় ।।

তখনি সে গাইতে থাকে—
বিশ্ব কবির গান।
অন্তর বাহিরে ওঠে—
সে সুরেরি তান॥

বিশ্ব কবির গানঃ—
"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

তোমায় আমায় মিলন হলে
সকলই যায় খুলে—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাইতো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া—
হয় সে আমার অশ্রুজলে।
সুন্দর বিধুর।

আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

—রবীন্দ্রনাথ

—শিল্পী—

তব কাছে যেতে চাই প্রাণপণে
দেখি শত বাধা টানিছে পিছনে
নিরুপায় মাগো আমি যে সেখানে
কোন দিশা নাহি পাই
কারে বা জানাবো প্রাণের একথা
কেই বা শুনিবে মোর এই ব্যথা
তোমারেই মাগো জানাতে বারতা
এ লিপি লিখিনু তাই॥

এ টুকু জেনেছি! বুঝেছিও বটে—
তুমি মা রয়েছ বিশ্বে সর্ব্বঘটে
তুমিই এ ভাবে মোর চিত্তপটে
আঁকিছ যতেক ছবি।
সন্তানের যবে যাহা প্রয়োজন
তুমিই জননী কর তা সৃজন
হয়তো এ বাধা তাহারি কারণ—
সৃজিছ তুমি গো দেবী॥

তবু মা জাগিছে কেন এ সংশয়
মুছে দিয়ে মাগো কর নিসংশয়
বাধা বিঘ্ন রূপেই দেখি মা তোমায়
সর্ব্ব রূপে সর্ব্বেশ্বরী।
"স্থির-চিত্ত মোরে কর মা এবারে
দেখি সর্ব্বভাবে আর সর্ব্বাকারে
একমাত্র তুমিই,—আছো ত্রি সংসারে
নিরুদ্বেগে তোমা হেরি॥

এ করুণ আজি মোর নিবেদন
প্রাণময়ী মাগো দাও দরশন
"প্রাণই-সত্য" বোধে জাগো মা এখন
"বিশ্বপ্রাণ" রূপে সবে হেরি।
শিল্পী যথা আঁকে তার শিল্প-কলা
"বিশ্ব-শিল্পী" তুমি আঁকিছ দুবেলা—
—নানা নানা চিত্র, করিতে মা লীলা
তব সম শিল্পী নাই মহেশ্বরী॥

দ্রষ্টব্যঃ—

"কত যে বিচিত্র চিত্র
আঁকিছ মা তুমি সর্বত্র
যাকে তুমি দাও মা নেত্র
সেই মাত্র দেখে।"

—জনৈক ভক্তকবি-

—সত্য জ্ঞান—

যিনি মূলে—তিনিই স্থূলে—
সূক্ষ্মে এবং কারণে।
নিজেই যত—লীলায় রত—
মাত্র মায়ার আবরণে ॥
তাঁকে পেতে—হয় না যেতে—
পর্ব্বতে বা কাননে।
মায়ার আড়ে—শত ধারে—
খেলছে হৃদি-বৃন্দাবনে ॥

তত্ত্ব জেনে—যেজন চেনে—
সবই দেখে তিনি জ্ঞানে ॥
তাঁরই লীলায়—যুক্ত সে রয়—
কি জীবনে কি মরণে ॥
যা কিছু হয়—এ বিশ্বময়—
লীলাবোধে সে দেখে যায়।
লীলার জ্ঞানে—লীলার ধ্যানে—
সে মিথ্যা মায়াই সত্য হয় ॥

মায়ার বশে—জীব অবশে—
সত্যকেই নেয় মিথ্যা-বোধে।
রজ্জুটিকে—সর্প দেখে—
এ যাত্রা পথ তাইতো রোধে।
তত্ত্ব-জেনে—সুসাধনে—
মানবত্ব পায় যেজনে।
দেবত্ব—আর ঈশ্বরত্ব—
তারেই আনে সত্য জ্ঞানে ॥

১১

—অধিকার লাভ—

জনৈক বাবাজী থাকেন আশ্রমে—
কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত তিনি।
নাম গান গেয়ে ফেরে ঘরে ঘরে—
'একতারার—তারে' দিয়ে সুরখানি।
তিলক সেবন সাত্বিক ভোজন—
হরিনামে করে জীবিকা অর্জন।
বহুদিন হতে এভাবে কাটায়—
বৈষ্ণব ব'লে জানে সর্ব্বজন॥

একদিন এক গৃহস্থের দ্বারে—
একতারায় তুলে তান্।
বেশ উচ্চস্বরে বেশ প্রেমভরে—
কৃষ্ণনাম করে গান॥
বাহির হইতে ফিরে গৃহস্বামী—
আসিয়া তাঁহার পাশে।
"কৃষ্ণ-তত্ত্ব" কথা শুনিতে চাহিল—
বিনয়ে মধুর-ভাষে॥

"কৃষ্ণ কেবা হয় কোথা তিনি রয়—
নিত্য লীলা তাঁর হয় বা কোথায়?"
পুঁথির-বিদ্যায় কহেন বাবাজী—
"নিত্যলীলা তাঁর বৃন্দাবনে হয়॥"
"সেই বৃন্দাবন—কোথা ও কেমন—
দয়া করে কহ ওহে মহাজন।"
সদুত্তর কিছু দিতে না পারিয়া—
তারে হীন পাপী বলে করে সম্বোধন।

"বদ্ধ ভাবে তুমি থেকে এ সংসারে
কৃষ্ণলীলা-তত্ত্ব চাও বুঝিবারে
অধিকার ছাড়া বুঝিবে না তাঁরে—
আগে অধিকারী হও।
অনাচারী হয়ে সংসারে থাকিয়া
পুত্র পরিবারে আবদ্ধ হইয়া
শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিতে চাহিয়া—
কেন বিরক্তি বাড়ায়ে দাও ?"

হেন আলাপন হতেছে যখন—
ক্রোধেতে মত্ত হয়ে।
অধৈর্য্য হইয়া মারে তার মাথে—
একতারা খানি দিয়ে ॥
লাউ খোলাখানি ভেঙে গেল তায়—
রক্ত ঝরিল সাথে।
ক্রোধে অভিমানে ফিরিল বাবাজী—
আপন আশ্রম পথে ॥

অনুতাপানলে সেই গৃহীজনের
অন্তর গেল ভরে।
মোর অপরাধে বৈষ্ণবের ক্ষতি—
শুধিব কেমন করে ॥
পাঁচ সাতদিন চেয়ে থাকে শুধু—
বাবাজীর পথ পানে।
পথে ঘাটে তাঁরে দেখিতে না পেয়ে—
জিজ্ঞাসিল বহুজনে ॥

খোঁজ নিয়ে তাঁর আশ্রমেতে গেল—
প্রায় দশদিন পরে।
অভিমানে মুখ ফিরে আছে দেখে—
পা দুটি জড়ায়ে ধরে॥
কহে "ক্ষম প্রভু অপরাধ মোর,"—
ভাসে সে নয়ন জলে।
দশটি টাকা হাতে দিয়ে তাঁর—
বিনয়ের সাথে বলে—

"তব সাথে আমি তর্ক করিয়া—
যেই ক্ষতি করিয়াছি।
একটি একতারা কিনে নিও প্রভু—
এই টাকা তাই এনেছি॥
তব জীবিকার যন্ত্রটি দেব
ভেঙেছে আমারই তরে।
যন্ত্র বিহনে মধুময় নাম—
শুনিব কেমন করে?"

বিচার্য্য এখানে শ্রেষ্ঠ কোন্ জনে
—বাবাজী; না সেই গৃহী?
নিরভিমান তত্ত্ব-পিপাসু গৃহীটি শ্রেষ্ঠ!
গার্হস্থ্য আশ্রমেই রহি॥
জীব দুঃখে কাতর বিনয়ে ভূষিত—
রিপুজয়ী যেই হয়।
বাহ্য পরিচয় যাই হোক তার—
অধিকার সেই পায়॥

—ফিরে আয় মন—

তাঁর সাথে মন মেশ্ এবারে
তিনি আছেন তোর অন্তরে
মিছে খুঁজিস্ দুরান্তরে
গয়া কাশী বৃন্দাবনে।
তোরই "হৃদয়-বৃন্দাবনে"
তিনি লীলারত সংগোপনে
চিনতে রে সেই আপন জনে
এসেছিস্ মন এই জীবনে।।

কাটলে মোহ—জেনে তত্ত্বে,
চিনবি তবে আদি-সত্যে,
মজিস্ নে রে আর অনিত্যে
শুধুই বাহ্য-আবরণে।
একটিবার দেখ্ ভেবে ওরে
তোর অস্তিত্ব কাকে ধরে ?
তাঁকেই পেতে হবে তোরে
গুরু দত্ত এই সাধনে ॥

সাধন করিস দূরে চেয়ে
তিনিই রে তোর প্রাণ হয়ে
"মায়া-মিথ্যার" আমি লয়ে—
করছে খেলা নিরবধি।
দেহ ধরেই তাঁর যে খেলা,
তাঁর সাথী তুই হ এইবেলা
নিজের মাঝেই দেখ্‌বি লীলা
সেই সাধনে ফিরিস্ যদি।।

—মিথ্যা + সত্য = সত্য—

স্বরূপ ধ্যান তাঁর যায়না করা
তাঁরে, মন বুদ্ধিতে যায় না ধরা
যেই চিত্তটি হয় সকল হারা
সেই চিত্তে তিনি ফোটে।
যে,-মন বুদ্ধি লয় করতে পারে
সাধনায় যায় তার উপরে
সব বাঁধনেরই পরপারে
মর্ম্ম-চোখে দর্শণ ঘটে॥

তিনিই সত্য,—সবই মিছে
মিছের মিশেই তিনি আছে
মিথ্যা নিয়েই সব সেজেছে
তাই বিশ্বরূপে রূপ ধরেছে।
"সব-তিনি"- বোধে যে সাধিছে
মিছেটি যায় ক্রমেই মুছে
দেখে তিনিই সব হয়েছে
দেখে মিথ্যাই সত্যে প্রকাশিছে॥

গুরু-কৃপায় তত্ত্ব বুঝে
সাধনে যে "সত্য" খোঁজে
সত্যেই দেখে সকল সাজে
সবকেই দেখে ইষ্ট বোধে।
আগুনে জল শুকিয়ে গিয়ে
দুধ যথা রয় ক্ষীর হয়ে
মিথ্যাও তেমনি মুছে গিয়ে
সত্য লাভের বাধা রোধে॥

—একই বস্তু—

সব যে দেখে একাকারে
মায়া তারে বাঁধতে নারে
থেকেই সেজন এ সংসারে—
মায়াতীতের সঙ্গ লভে।
মায়া যে হয় তাঁরই ছায়া
তিনি হন এই ছায়ার কায়া
কায়া ছাড়াতো হয় না ছায়া—
তাই ছায়াটিকেও তিনি ভাবে॥

এ ভাবনাটি গভীর হলে
ছায়াতেই তাঁর স্পর্শ মেলে
সেই পরশেই অবহেলে
মায়া-সাগর পার হয়ে যায়।
কি এখানে কি সেখানে
মায়াতীতের সঙ্গ গুণে
ভেদ থাকেনা মনে প্রাণে
দেখে,—বহুই একেতে রয়॥

অরূপ হয়ে বিশ্ব-সাজে
প্রকৃতিতে আছেন সেজে
এ প্রকৃতিও তিনি নীজে
দুই ছাড়া তো হয় না লীলা।
হয়ে নির্গুণ হচ্ছে সগুণ
করছে লীলা নিয়ে ত্রিগুণ
নির্লিপ্ত রন্ ধরে এ-গুণ
এই বিচিত্রতায় করেন খেলা॥

এক হতে এই বহুর বিকাশ
বহুতে সেই একের প্রকাশ
এ গভীর তত্ত্বের পেয়ে আভাস
বহুতে তাই একৃকে দেখে
কৃষ্ণ কালী খোদার সাজে
দেখে একই আছে সেজে
তাই চা থেকে ভেদে মজে
যথারুচী দেখে তাঁকে ।।

—লীলা দর্শন—

চিত্ত মন বুদ্ধি– "বৃত্তি-শূন্য" হলে
অন্তর-দর্শনে তাঁর দেখা মেলে
সে অবস্থা আসে সাধনার ফলে
তার আগে "সত্য"অপ্রকাশ রয় ।
বৃত্তিগুলি ফোটে প্রকৃতির পরে
"সত্য" বিরাজেন তাহার গভীরে
সে গভীরে,– "যেই চিত্ত" যেতে পারে
সেই চিত্তে "সত্য" প্রকাশিত হয় ।।

সর্ব্ব-বৃত্তি তবু রহিবে সেথায়
মুখ্য ভাবে নয়, গৌণ হয়ে রয়
"বৃত্তি-শূন্যতাই" মুখ্য সেথা হয়
ধ্যান-তন্ময়তা রূপে তাহা ফোটে ।
অভিমান আদি যশের পিপাসা
এ সাধন পথে করে যাওয়া আসা

তাহাতে মজিলে নাহি কোন আশা
ফোটেনা সে চিত্ত পটে ॥

বাহ্যাসক্ত জন বোঝেনা এ কথা
এযে অতি গুহ্য-গোপন বারতা
অন্তর-লক্ষ্যে সাধনাটি যথা—
তেমনই সাধক জনে।
তাঁর সৃষ্ট কারে,—ত্যাগ নাহি করে
সব নিয়ে,— "সবে" লভিবার তরে
সেই পথ ধ'রে সে সাধনা ক'রে—
সবেতেই লভে সে পরম ধনে—॥

গয়া কাশী কিংবা স্থূল-বৃন্দাবনে
লক্ষ্য রয় নাকো তার সে সাধনে
হেরে আপনার হৃদি-বৃন্দাবনে
গৌণসহ মূখ্যের হতেছে যে খেলা।
"মূখ্য-কৃষ্ণ"-ছাড়া দেখে না ভুবনে
হেন উপলব্ধি ফোটে সে নয়নে
এ নিয়েই পশে দেহের মরণে
সেখানেও হেরে তাঁরি নিত্যলীলা ॥

—পার্থিব-আশা—

এই মন এই বুদ্ধি এই চিত্তক্ষেত্র।
সমন্বয়ে ফুটিতেছে সংখ্যাতীত চিত্র ॥

এরই সঙ্গগুণে জীব স্বরূপ ভুলেছে।
দেহাবদ্ধ হয়ে, জন্ম মৃত্যুতে পশিছে।।

তাই সে বঞ্চিত হয়ে চিদানন্দ-রসে।
ত্রিতাপের-জ্বালা ভোগ করিছে অবশে।।
কতনা ভাবেতে ঘোরে এই দেহ নিয়ে।
সাধু পাপী সুখী দুঃখী ভিখারী সাজিয়ে।।

দুর্লভ জীবন কিন্তু নরদেহ হয়।
অমূল্য সম্পদ "বিবেক" এই দেহে রয়।।
সুসাধনে সে "বিবেকে" উজ্জ্বল যে করে।
ক্রমান্বয়ে 'জন্ম-মৃত্যু'—পারে যেতে পারে।।

পদ্ধতিটি জানিবারে গুরু প্রয়োজন।
তাঁর শিক্ষা-অভ্যাসে কয় সাধন ভজন।।
সে সাধনে সত্য যার 'চিত্ত-শুদ্ধি' হয়।
বিবেকের-সুনির্দ্দেশ সেইজন পায়।।

"বিবেক-নির্দেশে" হয় তত্ত্বের স্ফুরণ।
তত্ত্বতঃ-সাধনে হয় প্রাণ-জাগরণ॥
এই প্রাণই মহাপ্রাণ, ইহা শাস্ত্র মত্।
হেথা এলে মন বুদ্ধি পায় সত্যপথ॥

সেই পথে যে মানব যাত্রা করে সুরু।
তখন সতত সহায় রন্ সদ্গুরু।।
বহু সাধক প্রথমেই সাধনার কালে।
মন বুদ্ধির দৌরাত্ম্যেতে অভিমানে ভোলে।।

তাহারাই সমাজেতে ভেদ সৃষ্টি করে।
নিজে তো বঞ্চিত হয়ই,—অপরেও করে ॥
তাই মোর নিবেদন সাধক সমাজে।
রেখোনা "পার্থিব-আশা" সাধনার মাঝে ॥

—অমৃত ও হলাহল—

স্থূল সূক্ষ্ম কারণ,—তিনই হয়েছে
নির্গুণেতে থেকেই সগুণে খেলিছে
নির্লিপ্ত হইয়াই রস-আস্বাদিছে
দেহপ্রাণ মন রূপেতে থাকিয়া।
এই যে মোদের আমি ও আমার
লীলা পুষ্টি হেতু এ খেলা তাঁহার
যতদিন "বোধ"—না বোঝে এ সার
জন্ম মৃত্যু মাঝে মরে সে ঘুরিয়া ॥

"জীব-বোধ" যবে এই তত্ত্ব বোঝে
তখনই "সে বোধ" সত্য পথ খোঁজে
গুরু-কৃপা স্বতঃই লভে হৃদি মাঝে
সে কৃপার গুণে মায়া পাশ খোলে;
ক্রমে "সেই বোধে" প্রকাশিত হয়
তাঁর নিত্যলীলার সত্য পরিচয়
রস-আস্বাদনও সেই সাথে হয়
দেখে সে তাঁহারে বিষয়ের মূলে ॥

এ যে সত্য,—নহে অলীক কল্পনা
এ দুর্লভ দেহে লভে বহুজনা
এরি তরে মোদের সাধ্য সাধনা
নহে লৌকিক লাভের তরে ।
যশঃ খ্যাতি আশে সাধনা যাহার
সত্যাস্বাদ হৃদে পশেনা তাহার
ভিন্নাকারে বাঁধে মায়া অন্ধকার
হলাহলে ডোবে এ অমৃত ছেড়ে ।।

—থাকি তোমায় নিয়ে—

আমায় নিয়ে করছো যেসব খেলা
আমার চোখে এই তোমারি লীলা
তোমায় নিয়ে আমার এই যে চলা
আরো স্বচ্ছ সহজ হোক হে ভগবান ।
মায়ার বশে নানান বেশে
নয়নে মোর উঠছো ভেসে
করছো বিরাজ আগে শেষে
কর,— ক্ষীণ দৃষ্টিটির পূর্ণতা প্রদান ।।

তোমার আলোয় সব তো ফোটে
তোমার পরশ সকল ঘটে
তাইতো আমার চিত্তপটে
তোমার রূপই জাগে ।

যাহাই আসে দেহেন্দ্রিয়ে
সবাই আসে তোমায় নিয়ে
সেথাই তোমায় প্রনাম দিয়ে
তাই হে পূজি আগে ।।

তোমায় ছাড়া কেউ থাকেনা
তোমার মাঝেই আনাগোণা
সবার সাথে আমার চেনা
তো-মার পরিচয়ে ।
তাই হচ্ছে সবাই পরিচিত
সুখ দুঃখ আর হিত্ অহিত
তোমায় ধরেই থাকে সে তো
আমি তাই থাকি তোমায় নিয়ে ।।

—এ তোমারি খেলা—

আস্বাদিতে সাধ মাগো যেভাবে যখন ।
জীব হয়ে লীলাস্বাদন করিছ তেমন ।।
স্বমায়ায় ঢেকে রেখে "জীব বোধটিকে ।"
লীলারসে ডুবাইয়া রেখেছ নিজেকে ।।

মায়ারই অহংবোধে জীব ভুলে আছে ।
তোমারে দেখেনা তাই,—যায়ও না সে কাছে ।।
লক্ষ লক্ষ জন্ম মৃত্যু তাই তার হয় ।
না বুঝে সে ভুলে থাকে তোমারি ইচ্ছায় ।।

খেলিতে খেলিতে এই অনন্ত খেলায় ।
ফিরে যেতে ইচ্ছা জাগে তোমারি কৃপায় ।।
প্রেরণা রূপেতে আসি তুমি গো জননী ।
সঠিক পথেতে ফিরে যাও গো আপনি ।।

তার আগে ঘোরাঘুরি যতই যা হয় ।
সেও মা তোমারি লীলা ; তোমারি ইচ্ছায় ।।
আমারে রেখেছ আজি যেভাবে এখানে ।
সেও মা তোমারি ইচ্ছা বুঝিয়াছি মনে ॥

শ্রীগুরুর সাধন পথে শুধু চলিয়াছি ।
কৃপা যদি হয় মাগো রেখো কাছাকাছি ।।
শুধু মানি এ সকলি তোমারি মা লীলা ।
আমারে খেল্না করি এ তোমারি খেলা ।।

—শিব-শক্তি—

শিব ও শক্তিরে কৃষ্ণ ও রাধারে
প্রকৃতি ও পুরুষে,—কেমনে—
হে মন-সাধনাতে কোন্ সে বিধি মতে
ভিন্ন-বলে ভাবো—দুজনে ?
কেহ কৃষ্ণ ভজি মা শক্তিরে ত্যজি
হেয় ভাবে মনে মনে ।
শক্তি পূজা ক'রে শ্রীকৃষ্ণেরে হেরে—
অবজ্ঞায়,—কোন জ্ঞানে ।।

কিছু না বুঝিয়া সুবিজ্ঞ সাজিয়া
অজ্ঞ জনের মাঝে।
অনেকে এমনে ভ্রমিছে এখানে
সাজিয়া সাধুর সাজে ॥
তত্ত্ব সে বোঝে না বুঝিতেও চায় না
শিব ও শক্তির লীলা।
শিব হতে শক্তি হয়ে অভিব্যক্তি
একত্রে যে করে খেলা ॥

আদি সৃষ্টি কালে শিব হৃদি মূলে
স্ব-ইচ্ছারই স্পন্দনে।
আপন শক্তিতে মিলি একত্রেতে
লীলায়িত সদা ভুবনে ॥
এক ছাড়া আর দুই নাই তাঁর
একেতেই দুই রয়।
সাধন সুকৃতে একে হয় নিতে
দুই-ই কিন্তু এক হয় ॥

যেই যে পথেতে যাক সাধনাতে
সকলেই তাঁরে চায় ॥
নিষ্কলুষ হলে সুদৃষ্টি খুলিলে
মায়া,-পথ ছাড়ে তায় ॥
তবেই তখন তত্ত্বের স্ফুরণ
হয় সেই হৃদি মাঝে।
জেনো তার আগে যার ভেদ জাগে
ঘুরিছে সে বৃথা কাজে ॥

—সে যে মা সবার—

সেজে কেশে বেশে—ভ্রমি দেশে দেশে
যশঃ মান খ্যাতি আশে—
সাধু সেজে গুরু সেজে—আকাঙ্খায় থেকে ম'জে
ভগবৎ-তত্ত্ব কি প্রকাশে ?
সে যে গভীরের ধন—সেখানে হলে গমন
তবে তাহা ফোটে হৃদাকাশে ।
অন্তরের ধনে পেতে—অন্তরেতে হবে যেতে
সে তত্ত্ব কি বাহিরে প্রকাশে ?

বাহ্যে শুধু মাতামাতি—করিয়া কি দিবারাতি
অন্তরের পথ পাবে খুঁজে ?
যে "মতি" যা নিয়ে থাকে—প্রকৃতির বশে তাকে
ডুবাইয়া রাখে তারি মাঝে ।।
সদ্‌গুরু-কৃপা লভি—নির্দ্দিষ্ট সাধনে ডুবি
(নিজে দেখ) কতটুকু হলে অগ্রসর ।
অপরে দেখাতে গিয়ে- ভক্ত যোগী ত্যাগী হয়ে
অভিমানে ভর'না অন্তর ।।

যেথা ভরা অভিমান কেমনেতে ভগবান
প্রকাশিবে স্বীয় তত্ত্ব রাশি ?
এই মায়া অভিমানে—ঢাকিতেছে ভগবানে
যুগ যুগ "তত্ত্ব-জ্ঞান" নাশি ।।
সাধনার জীবনেতে—"ভক্ত" অভিমানে মেতে
মন তুমি যেওনা বিপথে ।
প্রয়োজন নাহি তার—তিনি সর্ব্বসারাৎসার
তাঁরে সদা রাখো হৃদয়েতে ।।

অবশ্য সে আছে সাথে—জানো, চেনো সাধনাতে
চিনিলেই লভিবে তাঁহারে।
এ সত্যে বিশ্বাস রেখে—চেষ্টা কর পেতে তাঁকে
ধরা তিনি দেবেনই তোমারে ॥
জেনো তিনি পিপাসিত—"ভক্ত-সঙ্গ"-আকাঙ্খিত
তুমি তুপা গেলে,—দশ পা সে আসে।
মিলিলে তাঁহার সনে—মাতৃ-স্নেহে সযতনে
সন্তানেরে কোলে নিয়ে বসে ॥

আমি সেজে—তিনিই আছেন—

যার যেমন চোখ দেখে তেমন—
বড়ই মজার খেলা।
খেলুড়ে হয় সেই একজনই—
এই খেলাটাই তার লীলা ॥
অবিদ্যারি অন্ধকারে—
ভুলিয়ে রেখে জীব সবারে।
মহাবিদ্যা মা সবারই,—
একাই যাচ্ছে লীলা করে ॥

সবাই ভাবছে আমিই সঠিক—
বেঠিক এরা সবে।
এম্‌নি করে বিচিত্রতায়—
তাঁর খেলাই এ ভবে ॥

১২

বহু জন্মের সুকৃতিতে—
শ্রীগুরুর কৃপায়।
কোন কোন ভাগ্যবানের —
লীলা দর্শন হয়।।

যেজন দেখে সেজন বোঝে—
তিনিই "আমি" রূপে।
জগৎময়ই পরিব্যাপ্ত—
নীরব ও নিশ্চুপে।।
"মহাবিদ্যা-মা" যাহারে—
বিদ্যার কোলে রাখে।
অবিদ্যা তার মুছে গিয়ে -
"আমির-স্বরূপ" দেখে।।

সেই আমিটিই কৃষ্ণ কালী—
খোদা এবং গড্ সকলি।
এ অবস্থায় না এসে তাই—
আমরা করি দলাদলি।।
তাই নিবেদন সবার কাছে—
সাধন যেন হয়না মিছে।
সত্যের পানে ফিরে দেখ—
তিনি তোমার সাথেও আছে।।

—সত্য সাধন—

যেদিন বিশ্বাস হবে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবে
সাথে সাথে রয়েছে হে হরি।

জেনো ঠিক সে সময়		হবে তাঁর সু-উদয়
দেহ সহ সারা বিশ্ব জুড়ি ॥
এহেন বিশ্বাস আসে		তত্ত্ব-জ্ঞানের অভ্যাসে
তৎসহ যোগ্য সাধনায় ॥
এ বিশ্ব যে ব্রহ্মময়		গুরু ব্রহ্ম ইনি হয়
গুরু ব্রহ্মে যদি লক্ষ্য যায় ॥

সখ্য দাস্য মধুরাদি		সর্ব্বভাব নিরবধি
ক্ষণে ক্ষণে হইবে উদয় ।
যেভাবেই পেতে চাবে		দেখা দেবে সেইভাবে
রবে যবে সেই অবস্থায় ॥
কোথাও রবেনা নেতি		সবেতে ফিরিবে মতি
সর্ব্বেশ্বরের সর্ব্বভাব মাঝে ।
সে "ভাব-সাগর" জলে		ভাসিবে গো কুতুহলে
জীবনের প্রতি কর্ম্ম কাজে ।

তাই বলি ওহে মন		ছেড়ে বাহ্য অন্বেষণ
সাধনায় ফের অন্তরেতে ।
তৎসহ দেখ ভেবে		অদৃশ্যে চালায় সবে
কে বা তিনি জাগ্রত জগতে ॥
তিনি আত্মা তিনি প্রাণ		ব্রহ্মানন্দ তিনিই হন
লীলাহেতু এ খেলা তাঁহারি ।
কেহ কৃষ্ণ বলে তাঁকে		কালী দুর্গা কেহ ডাকে
খোদা গড্-কেহ বলে হরি ॥

—বস্তুবোধ ও বাস্তববোধ—

কৃষ্ণ কালী শিব বলিলে –
তাঁদের রূপটি মাত্র ফোটে জ্ঞানে।
বাস্তবে যে একের প্রকাশ
এ তত্ত্ব-জ্ঞান পায় কজনে ?
বাস্তব বোধের অনুশীলন
খুব কমই দেখা যায়।
কালী কৃষ্ণের নাম রূপে তাই
থাকি,—অধিক মত্ততায়।।

ধর্ম্ম পথে দলাদলি যত
এই বস্তুবোধেই আসে।
বাস্তব-বোধ নাই যেখানে
সেথায়,—সত্য না প্রকাশে।।
দলাদলির সাধন পথ যে
ব্যর্থতারই নামান্তর।
জীব-প্রকৃতির অসুর-ভাবটি
—না ঘুচলে,—নাই গত্যন্তর।।

স্থূল দেহাদির বাহ্যসত্তার,
বাস্তব-সত্তা যেথা।
সাধনার পথ ধরে সবায়
আসতে হবে সেথা।।
যতক্ষণ না বাস্তব বোধের
হবে উন্মোচন।
ততক্ষণ নাহয় আমাদের
প্রকৃত সাধন।।

এই 'ব্যর্থ-সাধন-অভিমানেই"
মোরা মত্ত থাকি।
বাস্তব বোধটি চিরকালই
তাই থেকে যায় বাকি
তাই প্রথম হতেই বাস্তবতার—
অনুশীলন কর।
অপ্রতিষ্ঠার তুর্লক্ষণরূপ
অভিমানটি ছাড়॥

দ্রষ্টব্য :—শ্রীমদ্ভগবদগীতার-৭ম অধ্যায় ২৭ মন্ত্র এবং
৯ম অধ্যায়ের ১১-১২ মন্ত্র ও ক্রমশঃ।

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়।।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥" গীতা ৭।২৪

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্।।" ৯।১১

"মোঘাশা মোঘ কর্ম্মানো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈচ প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।" ৯।১২

ক্রমশঃ......

—ইষ্টে চেনো মন—

গঙ্গার তীরে বাস করে তুই—
জলকে খুঁজে বেড়াস্ রে মন"

মা গঙ্গা যে জলেই পূর্ণ,—
জলের খোঁজেই করিস্ ভ্রমণ ।।
স্নান পান রন্ধন কিংবা
প্রক্ষালন আদিতে ।
যে কাজেতেই ব্যবহার কর
হবে সেই জলেতে ।।

জল জল শুধু মুখেই করিস্
জল বস্তুটি কি,— বা কেমন ।
শব্দার্থ-বোধ না থাকাতে—
জল নিয়েই ;— জল ভুলিস রে মন ॥
নিজের দিকে দেখ্ রে চেয়ে -
তুই কেবা—তোর কি পরিচয় ।
সবকেই "আমার-বোধে" ভাবিস—
সেই আমিটি কে-বা কোথায় ।।

সেই আমিটিই এই "প্রাণ-কৃষ্ণ"
"মায়ার-কোলে" বসে আছে ।
মা মা বোলে ভুলিয়ে মায়ায় -
এগিয়ে আয়- "প্রাণ-কৃষ্ণের" কাছে ॥
যতই তুই তার কাছে যাবি—
তখন মায়াই আরো এগিয়ে দেবে ।
ঠিকানাতে পৌঁছে গেলে -
"প্রাণ-গোবিন্দের" প্রকাশ হবে ।

কালী কৃষ্ণ যে নাম রূপেই
দেখতে তাঁরে চাবি ।

সে নিরাকারকেই,—আবেগ মত—
—সাকারেতেই পাবি ॥
তাই শুধু নয় এ বিশ্বময়
তৃণলতায় ঘাসে।
এমনতর ভক্তচোখেই
ইষ্টের রূপটি ভাসে ॥

—বাঁশি—

দিয়েছ সাধনা মোরে—
তব গান গাওয়া ॥
তব সাথে থাকা শুধু—
নহে কাছে যাওয়া ॥
পেয়ে আছি বোধে থাকা—
নহে পেতে চাওয়া।
সকলই তোমার ; তাই—
নহে কিছু দেওয়া ॥

যে সুরে বাজিছে বাঁশি—
তোমারি যে গান।
আমি সেই বাঁশি প্রভু—
তুমি তোল তান ॥
বাঁশির গৌরব শুধু
বাদকের তরে।

তুমি সেই বাদক তাই—
মোরে ধন্য করে ॥

আজ আমি ধন্য হে নাথ—
তব কর ছুঁয়ে।
এ হৃদয় বঁশিটি বাজে—
তব দেওয়া ফুঁয়ে।
আর কিছু চাহিনা গো—
যেমনেতে চাও।
তোমার এ বাঁশিটিকে—
তেমনি বাজাও ॥

—তোমারি গান বাজে—

আমার কণ্ঠে যে গান তুমি—
গাইছো যেমন সুরে।
যে সুর বাজে সকাল সাঁঝে—
নীরব অন্তঃপুরে ॥
যখনি—"হৃদ্-বাতায়নের—
দ্বারটি খুলে যায়।
তোমারই সেই সুরটি মাত্র—
লেখায় প্রকাশ পায় ॥

সেই সুরেতে মগ্ন হয়ে—
যাচ্ছি শুধু ভেসে।

জানিনা হে কোথায় মোরে—
রাখবে নিয়ে শেষে ॥
যেথাই রাখো,—রাখ্‌বে তুমিই—
আছিও তোমার কোলে।
এই মিনতি জানাই প্রভু—
যাইনা যেন ভুলে ॥

—সত্য দৃষ্টি—

নিত্য তোমার উপস্থিতি—
এই দেহ মন্দিরে।
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় আদি—
তাইতো ক্রিয়া করে ॥
এদের ক্রিয়ার বিভিন্নতা—
সেটা প্রকৃতির সংস্কারে !
সর্ব্বাবস্থায় "নিত্য সত্য"—
তুমিই ত্রিসংসারে ॥

তুমি ছাড়া সব অনিত্য—
সবই মায়ার মাঝে খেলে।
ঐ মায়াবশে জীবকুল সব—
তোমায় থাকে ভুলে ॥
বহু জন্মের "সুকৃতি-ফলে"—
"গুরুর-কৃপা" হলে।

তবেই সেজন ধীরে ধীরে—
আসতে পারে মূলে ॥

মন বুদ্ধি বিবেক হতে—
মহামায়ার আবরণ ।
গুরুর কৃপা হলেই তবে—
ক্রমশঃ হয় উন্মোচন ॥
তবেই তখন "সত্যদৃষ্টি"—
খুল্‌তে থাকে তার ।
সেই দৃষ্টিতে দর্শন করে—
স্বরূপটি তোমার ।

সবই থাকে এ সংসারে—
এখন যেমন আছে ।
"নিত্যবোধটি" সামনে আসে—
অনিত্য যায় পাছে ॥
সেই বোধেতে "পরম সত্যের"—
প্রকাশ হয় এই চোখে ।
তোমার নিত্য-লীলার-স্বরূপ—
এ জীবনেই দেখে ॥

ধন্য হেথায় মানব জীবন—
দুর্লভ এরই তরে ।
"আত্মা" বা "প্রাণকৃষ্ণ" রূপে—
যে তোমারে হেরে ॥
তোমার অসীম "প্রেম-সাগরে"—
সেজন ভেসে যায় ।
অনিত্য এই মায়ার খেলা—
বাঁধে না তাহায় ॥

—সন্ধান—

পেয়েছি সন্ধান বটে পারিনি তো যেতে।
যেতে গেলে সে আমারে টানে পিছনেতে॥
বহু জন্মের সংস্কার সম্মুখে আসিয়া।
তার বশে আমারে সে রাখিছে টানিয়া॥

এটুকু বিশ্বাস শুধু আসিয়াছে প্রাণে।
"গুরু-কৃপা-সার" মাত্র এর সমাধানে॥
সে কৃপা যে শতধারে পড়িতেছে শিরে।
উপলব্ধি কিছু যেন হয় ধীরে ধীরে॥

আশা করি স্থান পাবো প্রভু তব পদে।
বাধারে সম্মুখে হেরি প্রাণ মোর কাঁদে॥
কাঁদাও তোমার তরে ওগো প্রাণনাথ।
আরো আরো কাঁদাও প্রভু মোরে দিনরাত॥

নয়নের জল ছাড়া ধোবে না এ বাধা।
যে "অহং-অভিমানে" পড়ে গেছি বাঁধা॥
সুখ দুঃখ হাসি কান্না রূপেতে তোমায়—
দেখিতে শিখাও নাথ সব অবস্থায়॥

আকাশে বাতাসে আর জলে কিংবা স্থলে।
জীবজন্তু বৃক্ষলতায় ফোটো মর্ম্মমূলে॥
জপে ধ্যানে কিংবা কোনো কর্ম্ম-সম্পাদনে।
তোমার পরশ যেন পাই মনে প্রাণে॥

পুত্র পরিজনে তুমি বিরাজ যেরূপে।
সে রূপ দেখার দৃষ্টি দাও দুটি চোখে॥
এই সত্যে রাখো প্রভু মোরে এ জীবনে।
দুবাহু বাড়ায়ে আছো ;—জানিহে মরণে

—বাড়ায় হাহাকার—

তুমি কেমন করে কাজ করে যাও ভুবনে।
আমি শুধু অবাক হয়ে দেখ্‌ছি দুটি নয়নে॥
তোমার স্পর্শে মন ইন্দ্রিয় যে যার সংস্কারে—
নানা নানা কর্ম্মাকারে ফুট্‌ছে এ সংসারে।।

বুঝতে তুমি দাও না কারে, —গোপনে যাও খেলে।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সবাই "আমি" বলে॥
যখনি যার "জ্ঞান-চক্ষুটি" তোমার কৃপায় ফোটে।।
তোমার লীলা সেই দেখে যায় বিশ্ব-চিত্রপটে।।

নিত্য লীলার "মধু-আস্বাদ" তখন সেজন পায়।
অনন্ত "প্রেম-সিন্ধু" পরে নীরবে ভেসে যায়॥
স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ শেষে কারণ দেহ তার।
লীলার ব্যাপ্তি হতে হতে হয় সে একাকার॥

স্বাযুজ্য স্বালোক্য শেষে স্বারূপ্য ভাব এসে।
ইহলোকে পরলোকে তোমাতেই রয় মিশে।
সুদুর্লভ এই মানব জীবন তাইতো শাস্ত্র কয়।
জাগতিক যশঃ খ্যাতির তরে "সাধন জীবন" নয়॥

যেখানে এই লীলার কেন্দ্র—সেথায় যাবার তরে
নানা মত ও পথে সাধক তাই সাধনা করে ॥
পথ চলতে হারায় যেজন গন্তব্যটি তার।
তেমন সাধন ব্যর্থ হয়ে বাড়ায় হাহাকার ॥

দ্রষ্টব্য :

"তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী,
অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি।"

—রবীন্দ্রনাথ—

—মৃন্ময়-ই চিন্ময়—

মৃন্ময়ীরে ধরে চিন্ময়ীকে পেতে—
গভীরে যে পথ আছে।
হে সাধক ভাই—সেই "সত্য পথে"—
ফিরে এস তাঁর কাছে ।।
তবেই তোমার দুর্লভ জীবন—
সার্থক ব'লে গণ্য হবে।
বাহ্য আকর্ষণে সহস্র জনমে—
কভু তাঁরে নাহি পাবে ।।

চিন্ময়ীর পরে মৃন্ময় জগৎ—
ক্রিয়াশীল চিরদিন।
পরিবর্ত্তনশীল বটে এ মৃন্ময়—
হয় না কখনো লীন ।।

পরা ও অপরা চিন্ময় মৃন্ময় –
উভয়ে একত্র মিলনে।
অনন্তকাল "মা-অনন্তময়ী" –
নিত্য লীলায়িত ভুবনে ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা রূপে উভয়েতে—
এ নিত্য লীলায় মত্ত।
মায়ারে আড়াল দিয়া লীলা করে—
আগে বোঝ এই তত্ত্ব ॥
শ্রেষ্ঠ জীবনে গভীর মননে -
এস মন এই পথে।
দেখানো সাধনে বাহ্য-আকর্ষণে—
পুরিবে না মনোরথে ॥

জগতের প্রতি অণু পরমাণু—
চিন্ময় বোধে দেখ।
এ যে অতি সত্য এ যে চির নিত্য—
এ তত্ত্বটি আগে শেখ ॥
চিন্ময় বিহনে মৃন্ময় কখনো—
প্রকটিত নাহি হয়।
চিন্ময় পরশে তবে মৃন্ময়ের—
সত্ত্বাটি প্রকাশয় ॥

সে চিন্ময় আছে বিশ্ব ব্যাপিয়া
"প্রাণ-রূপে" তোমাতেও।
তিনিই কৃষ্ণ আত্মা পরমাত্মা –
"মা" বলেও ডাকে কেউ ॥

ইন্দ্রিয় মাধ্যমে তাঁহার প্রকাশ—
প্রথমেই হয় যে ভাই ।
তবেই আমরা এই জগতেরে—
শব্দে স্পর্শে দৃশ্যে পাই ।।

—ভাব-ই আরাধ্য—

সহজ বেশে স্ব-নিবাসে—
ফিরে আয়রে মন ।
কেশে বেশে পরবাসে—
কাট্‌ছে তোর জীবন ।
দুর্লভ জীবন পেয়েছিস্ মন—
করে দেখ্‌রে অন্বেষণ ।
সাথেই আছে সর্বাবস্থায়—
সেই পরম "প্রাণকৃষ্ণধন" ।।

তাঁরে নিয়েই সব কিছু তোর—
তাঁরেই ভুলে আছিস রে মন ।
সাথেই পাবি ধন্য হবি—
এই সত্যে দৃষ্টি করলে স্থাপন ।।
কোথাও যেতে হবে নারে—
কাশী গয়া বৃন্দাবন ।
হৃদি-বৃন্দাবনের বন্ধ দ্বারটি—
সাধনায় কর উন্মোচন ।।

এই সত্য দৃষ্টি লাভের তরেই—
নানা মতে পথে সাধন—
করছে বহু বহু জনেই,—
—অভিমানে থেকে মগন ।।
আমি সাধু আমি ভক্ত –
শাক্ত শৈব বৈষ্ণব-সুজন ।
পরস্পরে হেয় ভাবে—
এতেই হচ্ছে ভেদের সৃজন ।।

এই যে প্রাণ বা আত্মারূপে –
কৃষ্ণের উপস্থিতি ।
বিশ্বময়ই সর্বভূতে—
তাঁহার অবস্থিতি ।।
প্রকৃতি মাধ্যমে তিনি—
অসংখ্য প্রকারে ।
আপনায় প্রকাশিছে—
এ বিশ্ব সংসারে ।।

এ নিত্য-লীলাটি দেখার—
সাধনা না করে ।
প্রকৃতির গুণে যারা—
হেয় শ্রেয় হেরে—
সেরূপ সাধন তাদের –
ব্যর্থ হতে বাধ্য ।
যথা ভাব তথা লাভ –
"ভাব-ই" তো আরাধ্য ।।

———

—সম্যক দৃষ্টি—

তাঁর পরশেই "আমি" "আমার"—
করছে সকল জীব-ই
এম্‌নি করেই লীলানন্দে—
আছেন "পরম-শিবই" ॥
স্থূলদেহ-মন বুদ্ধি আদি—
তাঁহার পরশ বিনা ।
কারো কোন প্রকার কাজের—
শক্তি থাকে না ॥

মহাশক্তি মা সবাকার—
শক্তি-পরশ দিয়ে ।
আপন মায়ার অন্তরালে—
খেলছে সবায় নিয়ে ॥
ভেবে দেখার খুব প্রয়োজন—
দুর্লভ এ জীবনে ।
কেমনে তাঁর অবস্থিতি—
এই বিশ্ব ভুবনে ॥

শুদ্ধচিত্তে গভীর ধ্যানে—
গুরুর শরণ নিয়ে—
মনের শতেক বাধা ঠেলে—
তত্ত্বের পথে গিয়ে—
গুরু-কৃপায় এগিয়ে গেলে—
ফোটে ধীরে ধীরে॰।
কিন্তু বর্হিদৃষ্টি জন্ম জন্মই—
বাইরে শুধু ঘোরে ।।

গভীর চিন্তায় ধ্যান যোগেতে—
বুঝতে চেষ্টা কর।
প্রাণরূপে সেই "পরম-কৃষ্ণই"—
এই দেহের ভিতর ॥
তাঁরই মহাশক্তি স্পর্শে—
দেহ ইন্দ্রিয় আদি।
সচল হয়ে সংস্কার মত—
খেলছে নিরবধি ॥

জ্ঞানাভাবে এই গভীরে—
যেতে নাহি পেরে—
সংস্কারের বশে সবাই—
জন্ম জন্ম ঘোরে ॥
দুর্লভ জীবন এরই তরে
আসতে ফিরে এ সত্যে।
বাহ্য দৃষ্টি স্থ সাধনে—
আনতে হবে এ তত্ত্বে ॥

সেই সাধনে সত্যদৃষ্টি—
খুলবে যখন ধীরে।
"প্রাণ-কৃষ্ণেরি" নিত্য লীলায়—
ডুব্‌বি মন গভীরে ॥
দেখতে পাবি যাঁহা যাঁহাই—
পড়বে রে তোর নেত্র
কৃষ্ণলীলা উঠবে ফুটে—
এখানেই সবত্র ॥

—বিশ্বাস—

এক বৃদ্ধা গোয়ালিনী—নাম তার কমলিনী
পতি পুত্র হীনা সেইজন।
গ্রামের বাড়ী বাড়ী হতে—ভোরে যায় দুধ নিতে
নদীর ওপারে গিয়ে করে তা বণ্টন ॥
বাড়ী বাড়ী দুধ দেয় জীবিকাটি চলে তায়
বাল্য হতে বৃদ্ধাবধি এই কর্ম্ম করি।
বাসুদেব রায়ের বাড়ী এসেছেন গুরু তাঁরি
শান্ত মূর্ত্তি ; সৌম্যরূপ ধারী ॥

দুই তিন দিন পরে—সশ্রদ্ধে প্রণমি তাঁরে
গোয়ালিনী কহে—"প্রভু মোর—।
আমি হই অতিদীনা—নিরক্ষরা জ্ঞানহীনা
কৃপা কণা দানি,—ভাঙো মোহঘোর ॥"
কিছুটা উদাস ভরে—কিছু উপেক্ষার সুরে
প্রভু কহিলেন—"তুমি রামনাম কর।
জীবনের কোন কালে—বাধা বা বিপদ এলে
নাম সাথে সে নামীরে স্মরো ॥"

এই উপদেশ পেয়ে—বৃদ্ধা গেল মুগ্ধ হয়ে
স্বর্গীয় আনন্দে তার হৃদি ভরে গেল।
মনে প্রাণে হয়ে খুশি—নাম জপে দিবানিশি
নামানন্দ ক্রমে তার অন্তরে পশিল ॥
একদা প্রভাত কালে—ঝড় ও বৃষ্টির ফলে
খেয়া-নৌকা চলেনা নদীতে।
গোয়ালিনী নদীতীরে—ভাবিতেছে অশ্রুনীরে
কেমনে ওপারে আজি যাই দুধ দিতে ॥

এত দুধ নষ্ট হবে - শিশু নাহি খেতে পাবে,
হঠাৎ "শ্রীগুরু-বাক্য" স্মরণে জাগিল।
তাই এ বিপদ কালে —মুখে "রাম নাম" ব'লে—
হৃদে স্মরি,—নদী পাড়ি দিল।।
সরল বিশ্বাস-ফলে —পার হয়ে অবহেলে
বাড়ী বাড়ী দুগ্ধ দিয়ে এল।
রঘুনাথ তর্কালঙ্কার—বুড়ি গেলে গৃহে তার
বিস্ময়েতে তারে জিজ্ঞাসিল।।

"তুমি তো এসেছ দেখি—খেয়া নৌকা চলিছে কি
বুড়ি, তুমি এলে কি প্রকারে?"
সবিনয়ে বুড়ি কহে—"পণ্ডিত মশাই ওহে
নৌকা কেন; জনপ্রাণী নাই কোন ধারে॥"
"শুধু রামনাম নিয়ে—নদী জলে পাড়ি দিয়ে
এসেছি গো আজি দুধ দিতে।"
পণ্ডিত সংশয়ে বলে - "এ হয় না কোন কালে
তুমি মোরে পারো কি দেখাতে" ?

সরল সে বুড়ি কয়—"এস তুমি মহাশয়
নাম ধরে যাবে মোর সাথে"।
উভে নদীতীরে এসে - মুখে নাম লয়ে শেষে
যাত্রা করে নদী জল পথে।।
বুড়ি মাঝখানে গেলে - পণ্ডিত হাঁকিয়া বলে
"আমি যেরে ডুবিয়া যেতেছি।"
বুড়ি কহে মহাশয়—মুখে শুধু নিলে হয়?
বিশ্বাস তো নাহি দেখিতেছি।।

পরণের বস্ত্রখানি—তুলেছ কোমরে টানি
সংশয় ! যদি ভিজে যায় ।
নাম নামী ভেদ নাই—এ বিশ্বাস তব নাই
অবিশ্বাসে সবই ব্যর্থ হয় ।"
অনেকে সাধনা করে—সংশয়েই ঘোরে ফেরে
সরল বিশ্বাস নাই প্রাণে ।
বাহিরেতে সাধু সেজে পাণ্ডিত্য-গৌরবে মজে
এ সহজ ধন তারা পায় না জীবনে ।।

—কৃষ্ণপ্রেম পারাবার—

মহাজন বাক্য ;—"রাধার ভজন বিনা—
সাধনায় কৃষ্ণলাভ কভু সম্ভবে না ।"
পরঃব্রহ্মেই কৃষ্ণ কয় শাস্ত্রের মতেতে ।
"নিত্য-রাধা" বিকশিত প্রকৃতি রূপেতে ।।

মহাপ্রেমময়ী রাধা, প্রেম আকর্ষণে—
অব্যক্তকে ব্যক্ত করে এ বিশ্ব ভুবনে ।।
যোগমায়া মহামায়া দুই ভাব নিয়া ।
ব্যক্ত-অব্যক্তের লীলা যেতেছে করিয়া ।।

যেই ভক্ত যেই রসে চায় আস্বাদিতে ।
ভাব মত ফুটে ওঠে সেই আধারেতে ।।
নবধা প্রকার ভাব শাস্ত্রে মোরা পাই ।
যে যার সংস্কার মত রাধা ভজে যাই ।।

তাই কেহ মা বলিয়া ডাকেন তাঁহাকে ।৮
রসময়ী প্রেমময়ী ব'লে কেহ ডাকে ।।
সংস্কার শুদ্ধ হলে ভাব মত তারে ।
ভাসাইয়া দেন "কৃষ্ণ-প্রেম-পারাবারে ।।৯

—আন্তরিক প্রত্যাহার—

বাহ্য-প্রত্যাহারে আসে না কখনো—
সাধনার সার্থকতা ।
গ্রাহ্য-বিষয়েরে বাহ্য-প্রত্যাখান –
এ নহে শাস্ত্র বারতা ।।১
বিষয় হইতে পলাইয়া থেকে –
ইন্দ্রিয় দমন আশে ।
অত্যধিক চাপে ইন্দ্রিয়ে দাবায়ে—
ব্রত আর উপবাসে—

পরম সার্থকতা হয় না লভ্য—
ইন্দ্রিয়ে রাখি অবশে ।
তাহলে দেহের মরণেতে জীব —
পেতো তাঁরে অনায়াসে ।।
বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে—
যেই অনুরাগ হতে ।
বীতরাগ দিয়া বিষয় ভুঞ্জিয়া
অনুরাগে হয় ত্যজিতে ।।২

বাহ্য-নিগ্রহেতে বাহ্য-সংস্পর্শ
বাহ্যে মাত্র লোপ পায়।
রাগদ্বেষ হয় সূক্ষ্ম অতিশয়
বাহ্য-আচরণে বিনষ্ট না হয়॥
ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম রসগ্রাহী-বৃত্তি
সূক্ষ্মভাবে তারা রয়।
সুযোগ পাইলে সাধক জনারে—
অতলে ডুবায়ে দেয়॥

অন্তর সংযমে বিষয় অনুরাগ—
ফিরাইয়া বীতরাগে।
চরম স্তরেতে দুই-ই ত্যাগ হলে
তবেই সত্য জাগে॥
বাহ্যে না মাতিয়া, বিষয় লইয়া—
শুধু ভাবকে ত্যজিলে তবে।
"বিশ্ব-বিষয়ীকে" বিষয়েরই মাঝে—
দুচোখে দেখিতে পাবে।

এই দরশন করে আনয়ন—
রাগদ্বেষ শূন্য "আত্মানন্দ"।
এই আত্মাই হন,—সেই "প্রাণ-কৃষ্ণ"—
ইনিই—"সচ্চিদানন্দ"॥
তাই বাহ্য হতে অন্তরের পথে—
শ্রদ্ধাসহ যাত্রা হলে।
গুহ্য-তত্ত্ব ধরি গেলে অগ্রসরি—
অবশ্য সুফল মেলে॥

দ্রষ্টব্য ঃ— শ্রীমদ্ভগবত গীতা—

৭ম অধ্যায়—৭ মন্ত্র

৯ম ,, —৪ ,,

১০ম ,, —২০।২২।৪১ মন্ত্র

—শুদ্ধবোধ—

মন তুই;—"শুদ্ধ-বোধকে" সঙ্গে নিয়ে—
কর্-রে বিষয় আস্বাদন।
সত্য জানিস,—বিষয় মাঝেই—
"বিষয়ী" করেন বিচরণ ॥
ডুবে আছিস অনুরাগ আর—
আসক্তিরই অশুদ্ধতায়।
অনাসক্তির-সাধন যত্নে—
বীতরাগে তুই ফিরে আয় ॥

তবেই সে বোধ শুদ্ধ হবে—
চিদানন্দ লাভ করিবি।
যিনি "নিত্য বোধং চিদানন্দং"—
তাঁহার সঙ্গ তবেই পাবি ॥
তাঁর সঙ্গ ছাড়া কেউ থাকেনা—
শুধু মাত্র অশুদ্ধতায়।—
প্রতি অঙ্গে প্রকাশ সত্ত্বেও!
এই কারণে বোঝেনা তাঁয় ॥

একটু ভেবে বুঝে দেখ মন—
কার পরশে হচ্ছে প্রকাশ।

এই দেহ সহ-সকল বিষয়—
সেই "বোধময়ের" স্বচ্ছ বিকাশ
অজ্ঞানে তুই নিচ্ছিস্ সবই—
কেবল আমার আমার বলে ।
সুখ ও দুঃখের তরঙ্গে তাই—
অন্তরটি তোর সদাই দোলে ।।

গুরু দত্ত সাধন পথে—
অন্তঃকরণ শুদ্ধ করে—
বাহ্যাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে তুই—
শুদ্ধবোধে আয়রে ফিরে ।।
জগদ্গুরুর কৃপা পাবি—
তিনি যে তোর সঙ্গে আছে ।
না জানা-না বোঝার তরে—
সামনের ধনকে রাখিস্ পাছে ।।

– সমতা –

হৃদয় আকাশে—প্রাণ সূর্য্য হাসে
মায়া-কুয়াসায়—দেখিনাকো তায় ।
কুয়াসা কাটিলে—চিদাকাশ ভালে
সে সূর্য্য প্রভায়—সবই দেখা যায় ।।
বিগত আগত—বর্ত্তমানে স্থিত
তাঁহারি লীলায়—প্রাণ ভরে যায় ।
এ কুয়াশা আসে—মায়ারি পরশে
মা-কে যে ভুলায়—সেই দেখা পায় ।।

মা পথ ছাড়িলে – হৃদয়েরি মূলে
প্রাণ-কৃষ্ণজ্যোতিঃ—ধরেন আকৃতি ।
ইনি কৃষ্ণ কালী—খোদা ও সকলি
যে রূপেতে মতি – ফোটে সে মূরতি ।।
আসিতে এ স্থলে—আমরা সকলে
যথা রুচী মত—সাধনায় রত
সাধনার মাঝে—সেজে কোন সাজে
রয়েছি সতত – বিভেদে নিরত ।।

তাইতো এমনে —জীবনে মরণে
এই গতাগতি স্বজিছে দুর্গতি ।
মানব জীবনে – মনুষ্যত্বের পানে
যার ফেরে মতি – সে লভে সদ্‌গতি ।।
ইন্দ্রিয়ের মতি – সদা বাহ্য গতি
অন্তরে ফিরালে—সুসাধন বলে –
—ক্রমে সে অন্তরে -"সত্য-তত্ত্ব" স্ফুরে
তত্ত্বের সুফলে – তবে দেখা মেলে ।।

সে সাধক দেখে – বিশ্বময় তাঁকে
পুত্র পরিজনে—দেখে সেই জনে ।
জলে কিংবা স্থলে—স্বীয় হৃদি মূলে
সর্ব্বরূপে গুণে—হেরে একই জনে ।।
দেখে বিশ্বময় – সেরূপ চিন্ময়
ভালমন্দ তায় —সব মুছে যায় ।
সে মাধুর্য্যে মিশে –ভেদ যায় ভেসে
শুধু সমতায়—প্রাণ ভরে রয় ।

—কে আমি—

কে আমি ! এ জিজ্ঞাসা জাগিতেছে মনে ।
"দেহ-ঘর" ছাড়া হলে রব কোন্‌খানে ।।
"নবদ্বার-গৃহে" আছি,—সেই দ্বার দিয়ে—
নিজে-নিজেয় ভোগ করি,—মন প্রাণ হয়ে ।।

এই মন এই প্রাণ দেহ বিশ্ব আদি ।
সবই মিথ্যা ! আমি সেথা নাহি থাকি যদি ।।
এ আমিটি কে ? শুধুই আমারে চিনিতে—
দুর্লভ মানব জীবন এই ধরণীতে ।।

আমারি আভাস্ প্রাণ,—মম প্রকৃতিরে—
লীলানন্দ-রসাস্বাদে—আস্বাদন করে ।।
সূর্য্যের আভাস—বিশ্বের অন্তরে বাহিরে—
যেমনে রয়েছে ! আমি আছি সে প্রকারে ।।

উত্তম পুরুষ আমি,—মধ্যম এ প্রাণ ।
দেহসহ স্থূল বিশ্ব অধমেতে স্থান ।।
উত্তমই রহিয়া আমি মধ্যম মাধ্যমে ।
এ লীলা বিস্তার করি এই মর্ত্তধামে ।।

সদা আমি নির্লিপ্ত নির্গুণ নিরাকার ।
আমারি আভাস হয় এই বিশ্বাকার ।।
এ প্রকাশ্য-বিশ্ব মোর নিত্যলীলা-ক্ষেত্র ।
নিজ লীলা নিজে করি স্বমায়ায় মাত্র ।।

ফিরিতে বাসনা হলে স্বরূপের পানে ।
সাধ্য নাই সে মায়ার—আর রাখে টেনে ।।

তখন স্ব-ধামে থেকে আপন খেলায়।
সপ্তলোকে বিরাজিত থাকি স্ব-লীলায়।।

এ সত্যে আসার তরে মানব জীবন।
মনুষ্যত্ব-লাভ করাই - প্রথম সোপান।
দ্বিতীয় সোপান হ'ল সত্যে লক্ষ্য রাখি—
সাধন করিয়া যাওয়া ;—ত্যজি ভেল্-মেকি।।

—কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি—

ত্যাগের মাঝে যে ভোগ করে—
তাকেই বলে ত্যাগী।
প্রাণের সাথে যুক্ত যে জন—
তিনিই হলেন যোগী।।
"প্রাণ-কৃষ্ণে" যার লক্ষ্যটি স্থির—
তাঁতেই অনুরক্ত।
সর্ব্বাবস্থায় স্মরণ যাহার
সেই প্রকৃত ভক্ত।।

সব ছেড়ে নয় এ সংসারে—
করে যে যার কর্ম্ম।
মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম যাহার—
সেই পালিছে ধর্ম্ম।।

কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ—
ভক্তিযোগের মাঝে।
যথাযথ কর্ম্মযোগেই
তিন যোগই বিরাজে ।।

কর্ম্ম না করিয়া কেহ
নিষ্কাম না হয়।
নৈষ্কর্মে না হলে কর্ম্ম—
সাধন ব্যর্থ যায় ।।
দায়িত্ব আর পরিশ্রমটি—
এড়িয়ে যারা ফেরে।
সাজ পোষাকে সাধু সেজে—
তারাই ঘুরে মরে ।।

চতুঃবর্ণের নিয়ম মত—
কর্ম্ম করে যাও।
তত্ত্ব-জ্ঞানটি সাথে নিয়ে—
কর্ম্মে যুক্ত রও ।।
এ যুক্ততা একনিষ্ঠ—
যখন তোমার হবে।
কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগে—
একত্রে পশিবে ।।

দ্রষ্টব্য : শ্রীমদ্ভগবত-গীতা –
৪র্থ অধ্যায় ১৮, ১৯, ২০ মন্ত্র।
৫ম অধ্যায় ৪, ৫, ৬ মন্ত্র।

—প্রেম কোকনদ—

সত্যি তাঁরে চিনবি যখন—
মুগ্ধ হয়ে যাবি।
খুঁজতে কোথাও হবে না যেতে—
নিজের মাঝেই পাবি ॥
নিজের মাঝে ভুবন মাঝে—
তাঁর দর্শন পাবি যবে।
এমন দুর্লভ মানব জনম—
সেদিনরে তোর সফল হবে ॥

দৃঢ় প্রত্যয় রাখিস মনে—
কিছুই পাইনি আমি।
ব্যর্থ আমার সাজ পোষাকে—
ঘোরাই দিবস যামি ॥
অপূর্ণতায় বৃথা বড়াই—
গোপন অভিমানে।
স্থূল হতে যে বাঁধছে মায়া—
সূক্ষ্মেরি বাঁধনে ॥

খাঁচার পাখী পালায় যখন—
মুক্ত আকাশে।
আকাশ বাতাস বৃক্ষলতায়—
যেমনে সে মেশে ॥
অনিবাধ-সঞ্চরণ তার—
যেমন ভাবে হয়।
"প্রাণকৃষ্ণে" যে মিশে আছে—
সেও তেমনে রয় ॥

হলুদ জলে স্নান করেনা—
খাঁচার মাঝে থেকে।
কৃষ্ণ রসেই ডুবে সেজন—
কৃষ্ণ সুখেই থাকে।।
দেহের বাঁধন জীবন মরণ—
কিছুই রয়না তার।
কৃষ্ণবোধেই দেখে সেসব—
সব-ই একাকার॥

স্থূল-সূক্ষ্ম বাঁধন সবই—
কৃষ্ণ হয়ে যায়।
মুক্তি বাঁধন জীবন মরণ—
সবই কৃষ্ণময়।।
মা প্রকৃতির মায়িক জগৎ—
ইন্দ্রজালের মত—
রূপান্তরে ফুটে তখন—
হয় স্বরূপ গত।।

তখন তার আর রয়না কিছুই--
"প্রাণ-কৃষ্ণই,"—শুধু রয়।
এরই তরে সাধন রে মন—
যেন বিপথে না যায়।।
হে কৃষ্ণ করুণাময়—
সকল সাধক জনে।
ভুল মুছে তার কৃপা করে—
আনো হে এইখানে।।

আমার গতি যাই করনা—
তুমিই আমার সব।
আমি আমার—সবই তোমার—
জানি,—তোমারি বৈভব ॥
তবুও এই প্রার্থনাটি—
জানাই তোমার পদে।
এই জীবনে ভাসিয়ে দিও—
সেই প্রেম-কোকনদে ॥

—লীলা সঙ্গিনী—

অসংখ্য অসংখ্য,—শত অসংখ্য প্রকারে।
লীলা আস্বাদন তুমি করিছ সংসারে ॥
হে প্রাণনাথ! বহু বহু বিচিত্রতা মাঝে।
একাই খেলিছ তুমি সেজে নানা সাজে ॥

প্রেমের সাগর জলে আছো তুমি ভেসে।
আপনি মজিয়া আছো আপনার রসে ॥
মায়া,—লীলা সঙ্গিনী,—তোমা সাথে থেকে—
জীব-চোখে এই লীলা রাখিয়াছে ঢেকে ॥

জীব যবে এ মায়ারে মা মা বলে ডাকে।
মাতৃস্নেহে মায়া পর্দা খুলে দেয় তাকে ॥
তখনি সে জীব প্রাণে "শিব-বোধ" জাগে।
সেই বোধে তব লীলার পরশটি লাগে ॥

বাহিরেতে জীবাকৃতি অন্তরে শিবত্ব ।
মা-র করুণার এই বিশেষ মহাত্ম্য ।।
মাকে ছেড়ে কোন মতে পুরিবে না আশা ।
ভেদ ভাবের সাধনায় মেটেনা পিপাসা ।।

যেহেতু মা ছাড়া লীলার কোন পন্থা নাই ।
সত্বাতে ফোটেনা লীলা,—শক্তি সেথা চাই ।।
সত্বা সাথে শক্তিযোগে বিশ্বলীলা হয় ।
শক্তিরে ধরিয়া তবে কাছে যাওয়া যায় ।।

মায়েরে করিয়া হেলা,—লীলা আস্বাদন ।
সহস্র-সাধনে হয়না সম্ভব কখন্ ।।
অতএব কৃষ্ণ কালী শিব দুর্গা সবে—
সম দরশন হলে তবে তত্ত্ব পাবে ।।

তত্ত্বরূপে প্রকাশিলে মাতা তত্ত্বময়ী ।
তবে হৃদে লীলা ফোটে,—শিবত্বতে রহি ।।
"প্রাণকৃষ্ণ" যে লীলার রসে ভাসিতেছে ।
যথার্থ সাধক জনও তাতে ডুবে আছে ।।

—টুকিটাকি—১

প্রশ্ন	উত্তর
জলের চেয়ে পাত্‌লা কি ?···	"জ্ঞান'
ভূমির চেয়ে ভারী কি ?···	"পাপ"
অগ্নির চেয়ে তেজ কি ?···	"ক্রোধ"
কাজলের চেয়ে কালো কি ?···	"কলঙ্ক"
সমুদ্রের চেয়ে গভীর কি ?···	"কাম"
নরকের চেয়ে নিকৃষ্ট কি ?···	"লালসা"
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিন্দনীয় কি ?···	"পরের নিয়ে গৌরববোধ"
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্যাজ্য কি ?···	"অভিমান"
সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য কি ?···	"ঈশ্বরানুরক্তি"
সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ কি ?···	"সব তিনি"
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ কি ?···	"আত্ম সন্তুষ্টি"
সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন কি ?···	"পরমাত্ম চিন্তা"
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি ?···	"সবেতে ঈশ্বরবোধ"
সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ কি ?···	"ভালবাসা"
সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি কি ?···	"অনাসক্তি"
সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব কি ?	"সমদর্শন"
নরের ভূষণ কি ?···	"আন্তরিক বিনয়"
নরের কলঙ্ক কি ?···	"আন্তরিক দম্ভ"

—টুকিটাকি—২

সৎ এ যার মতি তারে কয় সতি।
সৎ এ মতি কার প্রেমিকা রাধার

প্রেম কারে কয় ভোলা নাহি যায়।
যাহা চোখে পড়ে সৎ রূপে স্ফুরে।
কারে বলে রাধা এ প্রেমে যে বাঁধা।
কৃষ্ণ কারে কয় সচ্চিদানন্দ ময়।
কৃষ্ণ কোথা রয় বিশ্বভুবন ময়।
শ্রীকৃষ্ণের কি রূপ তিনি আত্ম-স্বরূপ।
দর্শন কে পায় তাঁর দিকে যে চায়।
পন্থা কিবা তার গুরু কৃপা সার।
আত্ম-কৃপা হলে গুরু কৃপা মেলে।
আচারেই যে মত্ত সে বোঝেনা তত্ত্ব।
জাগে যখন বোধে আসেন তিনি সেধে।
শূন্য যেথায় কপটতা জানিও তাঁর প্রকাশ তথা।
কেমনে কৃপা জাগে বাহ্যাসক্তি ত্যাগে।
মন, মুখ এক হলে আত্ম-গুরু-কৃপা মেলে।
আড়ম্বরে ভুলে পায়না কোন কালে।

—টুকিটাকি—৩

জগৎকে বিষয়-বোধ সৃজিতেছে অবরোধ
দৃশ্যে কৃষ্ণবোধ এলে প্রেম আঁখি তবে খোলে
বিশ্ব তো বিষয় নয় মায়াতে এ বোধ হয়।
কৃষ্ণই বিষয় সাজে লীলারসে আছে মজে।
সঠিক সাধন পথে কৃষ্ণ স্ফুরে বিষয়েতে।
যেমন তেমনি রয় হয় শুধু কৃষ্ণময়।
সব ছেড়ে কৃষ্ণ নয় সবই জেনো কৃষ্ণ হয়।

ভজনের প্রয়োজন   সবে কৃষ্ণ দরশন ।
সব ছেড়ে কৃষ্ণ খোঁজা   ব্যর্থ সেই কৃষ্ণ ভজা ।
অন্তরের সর্বাবস্থায়   কৃষ্ণবোধে নিতে হয় ।

কৃষ্ণকে প্রাণবোধে দেখ   "কৃষ্ণই প্রাণ" জেনে রেখো ।
প্রাণেতেই সবরূপ খেলে   প্রাণই রূপের অন্তরালে ।
প্রাণছাড়া তো রূপ থাকে না   রূপেই প্রকাশ হয় সেজনা ।
কৃষ্ণ কে ; তা বোঝ আগে   বোঝনা তাই ভেদ জাগে ।
এই ভেদেতেই পাওনা তাঁকে   তোমার মাঝেও সেজন থাকে ।
আছেন বলে তুমি আছো   তুমি কি মন তা ভেবেছ ।
আমি আমি এই যে তোমার   সত্যি কিন্তু এটি তাঁহার ।
সাধন ভজন এরই তরে   এ সব তত্ত্ব বুঝিবারে ।
আমি সাধু আমি ভক্ত   এতেই আছো অনুরক্ত ।
তাই বাহ্যাশা যাচ্ছেনা মন   তত্ত্ব ধরে কর সাধন ।

সে সাধন অভ্যাসের ফলে   মায়ার বাধা যাবে চলে ।
"সর্পবোধ" ছিল যাতে   "রজ্জুবোধ" হবে তাতে ।
এর আগে অভিমান   ব্যর্থতায় তার স্থান ।
ভেদ জ্ঞান যে সাধনে   কৃষ্ণ নাহি রয় সেখানে ।
হেয় শ্রেয় দরশনে   বিষয় ফোটে সে নয়নে ।
একা কৃষ্ণই এই ভবে   লীলায়িত সর্বভাবে ।
স্বীয় মায়া অন্তরালে   খেলে তিনি সর্বকালে ।
হে আমার ভোলা মন   কর সত্যে আগমন ।
জীবন সফল হবে   এখানেই কৃষ্ণ পাবে ।
জীবন্মুক্তি এরে কয়   এ দেহেই সম্ভব হয় ।

—টুকিটাকি—৪

আমি দেহ নই দেহ মাঝে রই
আমি নাহি খাই দেহকে খাওয়াই
আমি নাহি যাই দেহ নিয়ে যাই
আমি নাহি বলি প্রকৃতি সকলি
কর্ম্ম যাহা হয় প্রকৃতি করয়
ভাল মন্দ যাহা প্রকৃতিই তাহা
আমি নিরাকার প্রকৃতি সাকার
আমা সাথে বাঁধা প্রকৃতি শ্রীরাধা
কৃষ্ণ ছাড়া নাই রাধা কোন ঠাঁই
আমারি গৌরবে প্রকৃতি সম্ভবে

যুগল মিলন মোরা দুই জন
লীলা আস্বাদনে ভ্রমি এ ভুবনে
হাসি কান্না যাহা লীলা মাত্র তাহা
সৃষ্টি স্থিতি লয় লীলাতেই হয়
বিশ্বরূপ যাহা জেনো আমি তাহা
ঠাকুরে কুকুরে আমি সর্বাকারে
পাখী গান করে আমারেই ধরে
ফুলের শোভায় আমি থাকি তায়
স্নেহ মমতায় মোরে দেখা যায়
মেঘের গর্জ্জনে আমিই সেখানে

বৃষ্টির যে ধারা নহে আমি ছাড়া
এই যে বাতাস আমারি প্রকাশ
সূর্য্যের কিরণে আমিই সেখানে
সর্ব্ব সুষমায় যে চায় সে পায়

শিশু যে মা ডাকে — নিয়ে সে আমাকে
আমারি প্রকৃতি — লীলাতে স্বীকৃতি
লীলার বৈভবে — রহি দুই ভাবে
চাঁদ ও নক্ষত্র — লীলারি বৈচিত্র
আকাশে বাতাসে — লীলাই প্রকাশে
যে চিনেছে মোরে — বৃথা নাহি ঘোরে

সে দেখে আমারে — সবারি মাঝারে
প্রবৃত্তি আবেশে — সে চোখে না ভাসে
আমি জ্ঞানময় — "তত্ত্ব-জ্ঞানে" পায়
আমারে হেরিলে — প্রেমাস্বাদ মেলে
সেই প্রেম বশে — সবে ভালবাসে
এই ভালবাসা — পুরায় পিপাসা
যশ খ্যাতি লাভে — পুরে না তা ভবে
বাহে যার মতি — পায় না এ গতি
অন্তরের টানে — তবে হেথা আনে
আমারে যে চায় — সেই তত্ত্ব পায়
হলে তত্ত্ব লাভ — তবে জাগে ভাব
ভাব-মগ্ন জনে — লভে জনার্দ্দনে।

—টুকিটাকি—৫

ভাবছো যে সব আমার বলে—যেতে হবে সবকে ফেলে।
চিরদিনের আছে যেজন—তাঁকে ছেড়েই রয়েছ মন।
সঙ্গলাভে কিযে হবে—সঙ্গ করলে বুঝবে তবে।

তাঁর সঙ্গলাভ হয় কেমনে—বাহিরে নয়,—মনে প্রাণে।
প্রথমে চাই সুবিশ্বাস—বিশ্বাস-ই পায় তাঁর আশ্বাস।
এসব ঘটে খুব গোপনে—বর্হিমুখী পায়না জ্ঞানে।
রিপুর তাড়ন লুপ্ত হলে—অন্তরে তাঁর পরশ মেলে।
তখন দেখবে সেই চোখেতে—তাঁরই লীলা ত্রিজগতে।

সুখ দুঃখ আর বেদনা—সংস্কারের আনাগোনা।
যেমন,-গাছের পাতা যত—জন্মায় আবার হয় পতিত।
গাছটি যেমন ঠিকই থাকে—তেম্‌নি দেখবে পেলে তাঁকে।
আমিত্বটি থাকবেনা আর—সবই তখন দেখবে তাঁহার।

আরও দেখবে কেমন করে—যোগক্ষেম যায় বহন করে।
ক্রমেই তাঁতে ডুববে তখন—থাকবেনা আর জনম মরণ।
খুলবে তখন প্রেমের আঁখি—দেখবে লীলা তাঁতেই থাকি।
মানব জীবন ভাই পেয়েছ—ভেবে দেখ কোথায় আছো।

——————

—মায়ার পারে—

মনে প্রাণে মিলন হলে
এ বিশ্বটাই হেলে দুলে
সর্ব্বরূপে সর্ব্বকালে
কৃষ্ণরূপে ফোটে।
এ কৃষ্ণ রন্ সকল স্থানে
আবাস ; হৃদয়-বৃন্দাবনে
মনটি যদি যায় সেখানে
লীলা-দর্শন ঘটে॥

বাইরেতে মন বেড়ায় ব'লে
বৃন্দাবনের খোঁজ না মেলে
বিষয় নিয়েই,—সত্য ভুলে—
বিষয়ের দোষ গুণই দেখে।
সাধন মাঝে তাই অনেকে
হেয় শ্রেয় ভেদেই থাকে
তাই অভিমান বাঁধে তাকে
শ্রেষ্ঠভাবে, নিজে নিজেকে ।।

থাকেন তিনি সকল স্থানে
শুধুই রন্না বৃন্দাবনে,
এ কৃষ্ণেরে যেজন চেনে
সকল নামে রূপেই দেখে।
কালী কৃষ্ণ শিব-দুর্গা খোদা
একেকেই দেখে সেজন সদা
সাজ পোষাকের তফাৎটা যা
এ সত্যে তার দৃষ্টি থাকে ।।

প্রাণই মনের মাধ্যমেতে
লীলায় রত বিষয়েতে
বিষয়ও সৃষ্টি—প্রাণ হ'তে
শিবই হয় জীব,—মায়ার ফেরে।
মন যদি যায় প্রাণের পাশে
মায়া সেথায় নাহি পশে
সত্য তখন ওঠে ভেসে
বিশ্ব-দৃশ্যেই লীলা স্ফুরে ।।

দ্রষ্টব্য :—

১। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥"

গীতা ৭।১৪

২। "তোমায় আমায় মিলন হলে—
সকলি যায় খুলে।
বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায়ে—
ওঠে তখন দুলে ॥"

—রবীন্দ্রনাথ

—আপন জন—

অবোধ মনরে ভুল করিলি
অতল মিথ্যায় তুই ডুবিলি
এমন দুর্লভ জনম পেলি
আদি সত্যের খোঁজ না নিলি।
আড়ম্বরটাই করে গেলি
তোর পরিচয় তুই না নিলি
হাড় মাসেতেই রইলি ভুলি
আপন জনকে না চিনিলি ॥

চির-আপন "প্রাণ-কৃষ্ণকে"
প্রাণ-বোধেতে নাহি দেখে
সাধনে তাঁয় দূরেই রেখে
নিজেই নিজেয় ফাঁকি দিলি।

শোন্‌রে দীনের তুটি কথা
কৃষ্ণ কি তোর নাইকো হেথা
যাঁর দৌলতে তুই সর্ব্বথা
আমি আমার করিস খালি ?

কৃষ্ণই তোর এই প্রাণ হয়ে
লক্ষ জন্ম জন্ম তোকে নিয়ে
মায়ার পর্দা আড়াল দিয়ে
লীলানন্দে যাচ্ছে খেলি ।
সেই আনন্দে ফির্‌লি নারে
ঘুয়ে বেড়াস অহংকারে
"সত্য-আপন" সে জনারে—
বুঝতে,—সাধন না করিলি ॥

সঠিক খপর জেনেরে তাঁর
কাছে যেতে কাঁদ অনিবার
ব্যাকুল হলেই,—স্বহস্তে তার
মায়ার পর্দা দেবেন খুলি ।
তিনি যে হন্‌ আপন সবার
এ বিশ্বটাই রূপ যে তাঁহার
জলে স্থলে তিনিই সাকার
এই বোধের পথে আয়রে চলি ॥

সেই আপনে আপন বলে
আপন বোধে এগিয়ে গেলে
মাতৃস্নেহে যায় সে গলে,
—দেখ্‌বি নেবে কোলে তুলি ॥

দূরে ভেবে আর পর জেনে
সম্পর্ক কি নিকট হবে
ঘনিষ্ঠ-প্রেম কোথায় পাবে ?
সেই প্রেমেই বঞ্চিত হলি

—প্রতীক্ষা—

সাড়া দিচ্ছো অন্তরেতে
দেখা পাইনি চোখে ।
উদ্দেশ্যে তাই প্রণাম করে
যাচ্ছি দূরে থেকে ॥
কাছে গিয়ে দেখে তোমায়
দুটি চোখের জলে—
আপন বোধে কবে প্রণাম
করবো চরণ তলে ॥

"আমার"-"আমি" কবে প্রভু
হবে সমাপন ।
তোমার হয়ে ফুটবে কবে
দেহ প্রাণ ও মন ॥
শতেক বাধা সামনে থেকে
পথেতে আটকায় ।
সরিয়ে তাহা দাও প্রাণনাথ
নীরব করুনায় ॥

যেই আলোকে করছো প্রকাশ
আব্রহ্ম-কীট সবে ।
সেই "শুভ্র-কিরণ" আমার হৃদে
উঠবে ফুটে কবে ॥
এই একটি মাত্র আশা নিয়ে
তোমার দ্বারের পাশে—
—প্রতীক্ষাতে দিবারাতে
আছি হে নাথ বসে ॥

তোমার "সত্য-স্বরূপ" খানি
দেখে যাই জীবনে ।
যেই রূপেতে সকল সাজে
আছো ত্রিভুবনে ॥
যেই স্বরূপে জড় চেতন
সবই আছো হয়ে ।
দয়া করে হে দয়াময়
আমায় সেথায় রাখো নিয়ে ॥

———

দ্রষ্টব্য ঃ
তোরা জানিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
ঐ আসে, আসে, আসে ।
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে ।
—রবীন্দ্রনাথ—

—করুণার ধারা—

যেই করুণায় গাছের শাখায়—
ফোটাও ফুলের মেলা।
যেই করুণায় চন্দ্র তপন—
করছে হেথায় খেলা॥
যেই করুনায় খাদ্য যোগাও—
শিশু আসার আগে।
যেই করুণায় স্নেহের প্লাবন—
মায়ের প্রাণে জাগে॥

হে দয়াময় সেই করুণায় -
অধম পানে চাও।
মায়া মুগ্ধ দৃষ্টিটি মোর—
তোমাতে ফিরাও॥
এই চোখেতে যাই দেখে গো—
—তোমায় ;—এ প্রাণ ভরে
"সত্য-স্বরূপ"-"প্রাণ হয়ে তো -
যাচ্ছো লীলা করে॥

খুঁজতে যেন হয়না প্রভু
দিগ্বিদিকে ঘুরে।
তোমার স্বরূপ উঠুক ফুটে—
আমার হৃদয় পুরে॥
চর্ম্ম চোখের ভিতর দিয়ে—
মর্ম্মে আমার জাগো।
কীট পতঙ্গে ভেক ভুজঙ্গে—
তোমায় দেখি মাগো॥

—ক্ষের মনুষ্যত্বে—

"প্রাণ আমি," কহি তোমা হে মন আমার।
স্বরূপের পানে ফিরে এস এইবার ।
আমি নিত্য আমি সত্য বিশ্বলীলা মাঝে।
আরো কেন ভুলে আছ অনিত্যেতে ম'জে?

পেয়েছ মানব জন্ম—দুর্লভ তা হয়।
তির্য্যকের ভাবে ভোলা উচিত তো নয়।।
বুদ্ধিরে মাধ্যম করি বিবেক জাগায়ে।
ক্রমশঃ এসগো এবে মনুষ্যত্বে ফিরে।।

এখানে এলেই তুমি দেখিবে নয়নে।
স্বপ্রকাশ ভাবে আমি আছি তোমা সনে।।
তোমা ছেড়ে কভু আমি থাকিনা কখনো।
আমি শিব, কৃষ্ণ কালী খোদা বলে জেনো।।

যে যাহাই নাম রূপের করুক কল্পনা।
সর্ব্ব উপাদানরূপে আমিই একজনা।।
জেনে রাখো উপাদানে নাহিক প্রভেদ।
মম পাশে আসাকালে আস্বাদনে ভেদ।।

আস্বাদনের সাধ জাগে সংস্কার বশে।
যথা সংস্কারে জীব মোর কাছে আসে।।
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম্।
বহুরূপে একা আমি, একমেবাদ্বিতীয়ম্।।

সমুদ্রে পশিলে যথা নদী হয় হারা।
আমাতে মিশিলে সবে পায় একই ধারা।।

এখানেতে নাই কোন নামরূপ ভেদ।
এখানে না আসাবধি ঘুচিবেনা খেদ্

—আষাঢ় আকাশে—

জলভরা মেঘ আষাঢ়-আকাশে—
চারিদিক ছেয়ে আছে।
কাক পাখী সব রয়েছে নীরব—
মৌন হয়ে,—বসে গাছে ।।
ঠাণ্ডা বাতাস ফেলিতেছে শ্বাস—
এই বিশ্ব-কলেবরে।
হেথা কৃষ্ণচূড়া লাল ফুলে ভরা—
যেন প্রণমিছে নত শিরে ।।

সে যেন কহিছে "ওগো প্রিয়তম—
এ মধু-মাধুর্য তব—
আকাশ বাতাস ভুবন ভরিয়া!
এযে অতি অভিনব ।।
শান্ত মধুর প্রকৃতি বধুর—
সলজ্জ ভাবাবেশে—
মিশে আছো তুমি ওগো প্রাণস্বামী
তোমারে হেরি এ বেশে ।।

এমনি করিয়া রয়েছ মাতিয়া—
আপনারি লীলানন্দে।

বিশ্বাতীত হয়ে বিশ্বরূপে রয়ে
জীবনের প্রতি ছন্দে ॥
বিরূপে থাকিয়া দেখিনা এরূপ
রূপময় তুমি ভবে।
কৃপা কণা দাও দেখিতে শিখাও—
তোমার এ বৈভবে ॥

—যশঃ প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা—

সাধনার মূল উদ্দেশ্যটি হ'ল—
সত্যের উপলব্ধি।
উদ্দেশ্য এ নয়,—যাহা দেখা যায়—
যশঃ মান্ খ্যাতির বৃদ্ধি ॥
লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যেই ভুল যদি থাকে—
তাঁহারে কেমনে পাবে।
সাধনাবরণে বাহ্য-পিপাসাই—
শুধু মাত্র ঢাকা রবে ॥

সত্য যে শাশ্বত নিত্য জাগ্রত—
সৎ চিৎ আনন্দরূপে—
অন্তরে বাহিরে রয়েছেন ঘিরে ;
প্রবৃত্তিতে জীব রয়েছে বিরূপে।
সাধনার জোরে এ প্রবৃত্তিটিরে—
নিবৃত্ত করিতে হবে।
তীব্র সাধনাতে আগে সে ভুমিতে—
—এলে, —তবে অনুভবে পাবে ॥

সে বাধা দর্শনে তাহা নিবারণে—
দ্বিতীয় স্তরের সাধনে—
শ্রীগুরু কৃপায় জাগিবে হিয়ায়—
মুক্ত হবে তুমি কেমনে ॥
প্রবৃত্তি বাঁধন হয় বিমোচন—
যেই মানসিক প্রস্তুতিতে—
সে পথ সন্ধান দেন ভগবান—
তেমন সাধক চিতে ॥

সে সাধন পথে থাকে সে চলিতে—
প্রবৃত্তির বাধা ঠেলে।
বাহ্য-কামনায় তারে না ভুলায়—
বরং সহায়তা করে সকলে ॥
ক্রমশঃ গহনে ডোবে সে সাধনে—
বাহ্য আকর্ষণ যত—
এই অবস্থায় তার কাছে হয়—
শূকরী বিষ্ঠার মত ॥

—বৈরাগ্য—

সাধনার উদ্দেশ্যই হ'ল—
"মানসিক উন্নতি।"
কভু নয় উদ্দেশ্য তার
লভিতে সুখ্যাতি ॥

যে চিন্ময়-সত্য, জীবের—
—আপনার ধন।
সাধনে লভিতে হবে—
সেই হারানো রতন॥

মায়া ভ্রান্ত হয়ে তারে
গিয়াছি ভুলিয়া।
সাধনায় পেতে হবে
তাহারে ফিরিয়া॥
সত্যেরে না জেনে যারা—
সাধনায় রত।
যশঃ খ্যাতি আশে তারা—
ফিরিছে নিয়ত॥

চঞ্চল এ মনের সদা—
বাহিরেতে গতি।
সাধনে ফিরাতে হবে—
অন্তরেতে মতি॥
অন্তর-গভীরে আছে—
সে অন্তরতম।
শাস্ত্রের বিধান তাই—
সাধনার ক্রম॥

তার তরে সাধনায়—
সহায় সে হয়।
তার সহায়তা ছাড়া—
কেহ নাহি পায়॥

এ সত্যটি আগে বুঝে—
সাধনা করিলে।
পথভ্রষ্ট হয়না সে,
ঠিক পথে চলে ॥

দুরন্ত চঞ্চল মনে—
ধরিয়া ধরিয়া—
মিলাইতে হবে তাঁর—
সাথেতে আনিয়া।
কঠোর অভ্যাস আর—
সাধনার ফলে।
তিলে তিলে ফিরিবে সে—
সেই সত্য মূলে ॥

তবে প্রেমাস্বাদ তাঁর—
পাইবে হে মন।
বাহ্য আকর্ষণ তবেই—
ঘুচিবে তখন ॥
বৈরাগ্য তখনি আসে—
তার আগে নয়।
বৈরাগ্যের ভান্ কভু—
বৈরাগ্য না হয় ॥

—হীন তত্ত্ব—

সূর্য্যের কিরণে এ বিশ্ব ভুবনে
ফুটিছে সকল ছবি ।
শাশ্বত কিরণে দেখি বা ক'জনে
যা হতে প্রকাশে সবি ॥
যাঁহার পরশে সকলি প্রকাশে
প্রকাশ্য বিষয় যত ।
প্রকাশকৃকে ছেড়ে প্রকাশ্যকে ধরে
রয়েছি সাধনে রত ॥

যাই না গভীরে বাহ্যে ঘুরে ঘুরে—
জন্ম মৃত্যু ফের তাইতো কাটে না ।
যাঁহার প্রকাশে সারা বিশ্ব ভাসে
সেই "স্ব-প্রকাশে,"-ফিরিয়া দেখি না ॥
আত্ম-জ্যোতিতে তবে তো জগতে
সকলি প্রকাশ পায় ।
এ আত্মাই প্রাণ সর্ব্বভূতে রন্
"প্রাণকৃষ্ণ"ও তাঁরে কয় ॥

প্রাণ কৃষ্ণে ছেড়ে লয়ে বিষয়েরে
শিশু-সাধনাই করি ।
চেষ্টাওতো নাই শিশুতা নিয়াই
সততই ঘুরি ফিরি ॥
যেই নাম ধরে ডাকি না তাঁহারে
সে যে মোর প্রাণ হয়ে—
সকল প্রকারে লইয়া আমারে
খেলিছে ! দেখিনা চেয়ে ॥

শুধু ছুটিতেছি লক্ষ্য না রেখেছি
"মূল-লক্ষ্যের" পানে ।
লক্ষ্যহারা বলে সাধনার কালে
বিষয়ই রাখিছে টেনে ॥
প্রাণ আছে তাই বিষয়কে পাই
বিষয় যে হয় প্রাণেরি প্রকাশ ।
বিষয়েতে তাই "কৃষ্ণ-বোধ" চাই
বিষয় রূপে যে "কৃষ্ণেরি" বিকাশ ।।

ক্ষুদ্র ক্ষীণাভাস হয় সুপ্রকাশ
লক্ষ্যে অগ্রগতি হলে ।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে
এ নিশ্চয় সাধনা ফলে ॥
বিষয় অস্তিত্ব অসত্য অনিত্য
একমাত্র সত্য,—প্রাণের অস্তিত্ব ।
বাহ্য সাধনায় ভেদ জাগে তায়
ভেদ-দরশনই হয় হীন তত্ত্ব ॥

তুমি+আমি=তুমি ।

আমার আমি তোমার ছায়া
তুমিই হও এই আমির কায়া
এই জীবনের উদ্দেশ্যটাই—
তোমার মাঝে মিশে যাওয়া ।

যতদিন এই থাকবে আমি
দূরে দূরেই থাকবে তুমি
কোনরকম সাধন চেষ্টায়—
যাবে না গো তোমায় পাওয়া ॥

আমিটিকে চিনলে আগে
তুমির স্বরূপ তবেই জাগে
এই আমিটিকেই আড়াল দিয়ে—
তুমিই করছো আপন লীলা ।
এই আমিকে যে চিনেছে
তুমির হদিস্ সেই পেয়েছে
তোমার সাথেই একত্বে সে—
এখানেতেই করে খেলা ॥

তুমির মাঝেই হারায় আমি
তখন কেবল থাকো তুমি
শুদ্ধাশুদ্ধ ভাল মন্দ সব—
দুই-ই হয়ে যায় এক্ ।
স্বর্গ নরক পাপ বা পুণ্য
দুই তখন হয় একই গণ্য
লীলা ছাড়া রয় না কিছুই—
হে মন ! সেই সাধনে থাক্ ॥

—অভয় কোলে—

ফুটবে যখন তোমার আলো
থাকবেনা আর অন্ধকার ।
সেই কিরণের এ-মনি গুণ
সব হয়ে যায় একাকার ।।
অন্ধকারে দেখি যাহা
ভিন্ন-বোধে বিষয় সাজে ।
তোমার আলোয় চেয়ে দেখি
খেলছো তুমিই বিষয় মাঝে ।।

এখন যারে মুখ্য ভাবি
তখন গৌণ হয়ে যায় ।
আরও কিরণ প্রখর হলে
সে গৌণও নাহি রয় ।।
তুমিই থাকো,—আর রয়না কিছুই
স্থূল সূক্ষ্মের ভেদ ।
এখন যাহা জড় চেতন
তখন দুয়েতেই অভেদ ।।

এ লীলা,—এই জগতেই হয়
জীবের হৃদয়-বৃন্দাবনে ।
ইহাই তোমার নিত্যলীলা
শুধু মায়ার বশে হয় গোপনে ।।
এই মা মায়াই মহামায়া
আবার ইনিই যোগমায়া ।।
জীবের মতি গতি যেমন
তেম্নি ধরেন কায়া ।।

এই মায়ার বশে অবশেতে
কেউ থাকে তাঁয় ভুলে ।
কেউ ধ'রে সত্য—বুঝে তত্ত্ব
দেখে দুচোখ মেলে ।
মাগো তোমার করুণাতেই
সবাই যাচ্ছে খেলে ।
সবাই আছে জ্ঞান অজ্ঞানে
তোমার অভয় কোলে ॥

—অনুরাগ ও বীতরাগ—

মা মহামায়া জীবেরে বেঁধেছে
রাগ দ্বেষ-দ্বন্দ্বের বন্ধনে ।
এগুলি সতত সৃজন হতেছে
কামাদি রিপুর সঙ্গ গুণে ।
এই জড়দেহের মাধ্যমে মাত্র
ভাবটি বাহ্যে প্রকাশ পায় ।
দেহের মরণ হইবে যখন
সে বীজ অন্তরে থেকেই যায় ।।

রাগ সৃজে দ্বেষ ;—দ্বেষ আনে দ্বন্দ্ব
নিয়তই এখেলা হতেছে ।
এরই বশে জীব জন্ম মৃত্যু ফাঁদে
কেবলি ঘুরিয়া মরিছে ।।
কিন্তু এ রাগের দুটি দিক আছে
অনুরাগ-বীতরাগ ।

অনুরাগ জীবকে দ্বেষ দ্বন্দ্বে বাঁধে,
মুক্ত করে বীতরাগ ॥

এ অতি সূক্ষ্ম-চিন্তার বিষয়
স্থূলে ম'জে লাভ হয়না ।
এই তত্ত্ববোধ না লভিয়া সেই
—অতত্ত্বজ্ঞ-জনে পায়না ॥
বিশ্ব-বিষয় হতে অনুরাগটিকে
ফিরাইলে বীতরাগে ।
তেমন "সাধক-হৃদেতে" ক্রমশঃ
এই তত্ত্ববোধ জাগে ॥

বিষয় লইয়া বীতরাগ দিয়া
যেই জন ভোগ করে ।
বিষয়-ই তখন "বিশ্ব-বিষয়ী" কে
দেখাইয়া দেয় তারে ॥
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পরেতে
দুটিকেই ফেলে দেয় !
তাঁহারে হেরিলে দুই "রাগ" তথা
আপনি মুছিয়া যায় ॥

শুধু থাকে সেই "পরমানন্দ"—
আপনার লীলানন্দে ।
জীবের সুপ্ত শিবত্ব জাগিয়া
মিশে রয় নির্দ্বন্দ্বে ।

জন্ম মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
হইয়া তখন থাকে ।
ত্রিজগতে কারোই সাধ্য থাকেনা ।
বাঁধিয়া রাখিতে তাকে ॥

—সঙ্গ সুখ—

চায় অনেকেই পায়না সবাই
কৃষ্ণ-সঙ্গ-সুখ ।
বেঠিকানায় পথ চলাতেই
হতেছে বিমুখ ॥
তত্ত্বতঃ তাঁর পরিচয়টি
অনেকের নাই জানা ।
অজানাতে সাধনে তাই
ছল্ করিছে নানা ॥

হচ্ছে যে তাঁর নিত্যলীলা
অনাদিকাল ধরে ।
যথাস্থানে লক্ষ্য দিলে
তবেই লীলা স্ফুরে ॥
কৃষ্ণ যে প্রাণ ! তুমি আমি
প্রাণের মাঝেই আছি ।
লীলার ছলে মায়ার বলে
"প্রাণকৃষ্ণে" ভুলে গেছি ॥

সত্য দৃষ্টি দান করিতেই
তাঁর নরদেহ ধারণ।
সে দৃষ্টিলাভ করার তরেই
শ্রীমূর্ত্তি পূজন।
সব সাধকই তাহাই করে
কৃষ্ণ কালী রামকে নিয়ে
সত্যি যে চায় দেখতে সে পায়
দেখেও ছুচোখ দিয়ে॥

একই তত্ত্ব ভিন্ন-রসে
আস্বাদনটি হয়।
সংস্কার বা রুচীমত
যে রস যেজন চায়॥
সখ্য দাস্য বাৎসল্যাদি
রস ভিন্ন বটে।
তত্ত্বে কিন্তু তিনি হন "প্রাণ"
বিরাজ সর্ব্বঘটে॥

সর্ব্বঘটে তিনিই আছেন
এ সত্যবোধ না এলে।
সাধনার ফল পাওনি কিছুই
যেওনা মন তা ভুলে॥
সত্য করে "সত্যে" জানো
সেই সাধনে ফের।
এতদিন যার পাওনি আভাস
ছুচোখে তাঁয় হের॥

—লীলার বিলাস—

প্রাণেরি প্রতীক তুমি হে চির মহান।
তোমারি মূরতি নাথ এই বিশ্বখান্ ।।
মায়ার প্রভাবে আছি খণ্ডতায় ডুবে।
পূর্ণতার পানে সদা টানিছ হে সবে ।।

যে তোমার টানের বশে নিকটেতে আসে।
তোমার লীলার ছবি তারই চোখে ভাসে ॥
যে রয় দূরেতে চাহি দেখিতে না পায়।
না দেখা, না জানার তরে ভেদ-জ্ঞানে রয় ॥

কৃষ্ণভক্ত কালীভক্ত শিবভক্ত জনে।
ভেদ দরশন করে তোমারে না জেনে ॥
তাই তারা থাকে শুধু নাম রূপে ভুলে।
অবশ্য বুঝিবে তারা সে যোগ্যতা হলে ॥

এ নহে তাদের দোষ—এও তব লীলা।
যোগ্য করে নিতে সবে তব পথ চলা ॥
স্তরে স্তরে আনিতেছ ক্রমানুক্রমিকে ;
সকলেই আছে নাথ তব চোখে চোখে ॥

যে বুঝেছে ধন্য তারি মানব-জীবন।
বাহ্য নিয়ে মাতামাতি করে না সে জন ॥
সে শুধুই নিয়ে থাকে "প্রাণ কৃষ্ণ ধনে।"
কোলাহল হতে দূরে রহে সে নির্জ্জনে ॥

গহন গভীর পানে রহে শুধু চেয়ে।
ডুবিয়া থাকিতে চায় প্রাণকৃষ্ণে" নিয়ে ॥

প্রকৃতি প্রকোপে কভু সঙ্গ ছাড়া হলে।
অন্তরে কাঁদিয়া বলে "রাখো পদ তলে" ॥

মায়িক দর্শন হতে মুক্ত কর মাগো।
দুই-ই যে তোমাতে খেলে—এই বোধে জাগো ॥
এ বিশ্বে তো দুই ভাবে তোমারি প্রকাশ।
মায়িকে সম্মুখে রাখি লীলারি বিলাস ॥

—ভক্তি—

"ভক্তি," সে তো নয় দেখাবার ধন—
নিজে শুধু দেখা যায়।
"ভক্ত আমি" এই অভিমান যেথা—
ভক্তি সেথা নাহি রয় ॥
রাধা,-কৃষ্ণ সনে মিলিত যেখানে—
সেথায় দৃষ্টি গেলে।
সে সাধক জনে সেই শুভক্ষণে
ভক্তি দেবী নেন কোলে ॥

দরশন হলে এ বিশ্ব সেকালে—
কৃষ্ণময় হয়ে যায়।
এও ফোটে চোখে এই তিন লোকে
তাঁর নিত্যই লীলা হয় ॥
প্রাণকৃষ্ণ সাথে প্রকৃতি শ্রীরাধা
অসংখ্য ভঙ্গিমায়।
বিশ্ব-লীলাঙ্গনে একত্রে দুজনে
"নিত্যলীলা" করে যায় ॥

এ লীলা সূক্ষ্ম এ অতি গভীর—
সকলেই পারে না যেতে।
তাই অনিত্য নরদেহ ধরি—
শিখালেন বৃন্দাবনেতে॥
সে অনুসরণে যে সাধক জনে—
নিত্য লীলা পানে ফেরে।
মায়ার আড়ালে নিত্য তিনি খেলে—
প্রেমের আঁখিতে হেরে॥

ভাষায় ফোটে না এসব তত্ত্ব—
উপলব্ধি হলে পাবে।
সর্ব্ব অভিমান হলে অবসান—
যেচে সেধে টেনে নেবে॥
তিনি যে সবার অতীব আপন
তাঁরই কোলে সবে আছি।
আপন ভাবিয়া কাছে নাহি গিয়ে—
দূরে খুঁজি মিছামিছি॥

—ভিক্ষা দাও—

তব দ্বারে আমি কাঙাল হে নাথ—
কৃপা কণা ভিক্ষা দাও।
এখানে রেখেছ রাজা সাজাইয়া—
এ মর্যাদা কেড়ে নাও॥
সত্যে শূন্য-মিথ্যায় ভরা—
অনিত্য এ রাজবেশ।

পারেনি কখনো, পারিবে না কভু—
নাশিতে ত্রিতাপ-ক্লেশ ॥

স্মরণে তোমার শান্তি পারাবার—
তুমি হে সচ্চিদানন্দ।
তুমি হে শাশ্বত জীব চৈতন্য—
তুমিই পরমানন্দ ॥
প্রকৃতির বশে ইন্দ্রিয় অবশে—
বাহিরেই ছুটিতেছে।
"জীববোধ" তাতে দিবসে ও রাতে—
সততই মিশে আছে ॥

এ বোধের তাই যোগ্যতা নাই—
তোমার সভায় যেতে।
গিয়ে তব দ্বারে ফেরে বারে বারে—
অনিত্য বিষয়েতে ॥
সাধ্য মোর নাই নিয়ে যেতে তারে—
তোমার আনন্দ সভাতে।
আমি অসহায় তুমি দয়াময়—
টেনে নাও তব দয়াতে ॥

—পূজা—

তুমিই তো মোরে টানিছ সজোরে
অন্তরেতে টান দিয়ে।
এ বিশ্ব মাঝারে লইয়া সবারে
যেতেছ হে সুর গেয়ে ॥

তব সেই টানে তব সেই গানে
বন্দনা করে যাই।
সকলি তোমার দেওয়া উপচার
আমার কিছুই নাই ॥

পুষ্পাঞ্জলি করে যারা পূজা করে
সে পুষ্প তোমারি দান।
আমি পূজা করি তব সুর ধরি
গাহিয়া তোমারি গান ॥
হে মোর দেবতা ভরা আকুলতা
পূজাটি চরণে নিও।
জীবনের শেষে কাছে নিয়ে বসে
প্রসাদটি তার দিও ॥

পূজা যে সকলি বুঝি না কেবলি
বুঝিলে সে পূজা হয় সফল।
না বুঝিয়া যদি জন্ম জন্মাবধি—
"পূজা-খেলা" করি,—সে হয় বিফল ॥
যেমনে যা হতে চাহ পূজা নিতে
তুমি সে ভাবটি দাও।
ওগো মহারাজা সবই তব পূজা
যে ভাবে ইচ্ছা,—নাও ॥

—সুর—

হৃদ্-যমুনায় উঠ্ছে তুফান
শুনছি তাতে তোমারি গান
গানের মর্ম্মে উঠছে যে তান
বাইরে তাহাই ফোটে।
যমুনার জল তুমি যে নাথ
বাতাস হয়ে দিচ্ছো আঘাত
দুই-ই তুমি! লও প্রণিপাত
তো-মা-র পাদপীঠে।।

"দেহ-আমি" মিথ্যা সে হয়
তোমাতে যে আমিটি রয়
সে-আমিই তো হয় সর্বময়
তাঁর করুণায় এ লীলা হয়।
লক্ষ্য এলে সুরের দিকে
তবেই লীলা ফোটে চোখে
তার আগে সে ভুলে থাকে
"মহামায়া মার"—ছলনায়।।

তত্ত্বের পথে সাধ্লে তবে
লীলাটী তাঁর প্রকট হবে
পাণ্ডিত্যে তাঁয় কেউ না পাবে
শতেক সাধন ভজনে।
জেনো হে ধীর ভুবন মাঝে
সে সুর বাজে সকল কাজে
লীলাই যে তাঁর সকল সাজে
হচ্ছে বিশ্বলীলার অঙ্গনে।

সবিনয়ে জানাই সবায়
কেউ যেন দেখোনা আমায়
দেখতে হলে দেখো তাঁহায়
কেমন করে করেন খেলা।
তোমায় আমায় সবায় নিয়ে
সবার মাঝে সুরটি দিয়ে
একা তিনিই যাচ্ছে গেয়ে
এই সুর দেওয়াটাই তাঁহার লীলা ।।

—নিত্য লীলা—

কৃষ্ণে পেতে হলে এসো প্রাণ-মূলে
কৃষ্ণই হন্ প্রাণ! শাস্ত্র তাই বলে।
এক প্রাণোপরে অসংখ্য প্রকারে
ব্রহ্মাবধি কীট সবে যায় খেলে ।।
লীলার কারণে সেই একই জনে
প্রকৃতি সাজিয়া বিরাজে ভুবনে ।।
ব্রহ্মেরই নাম কৃষ্ণ শ্যামা রাম
সর্বনামরূপে একাই সে জনে ।।

শাস্ত্রের মর্ম্মেতে দেখি বহুমতে
জলেতে সহজ; পিপাসা মেটাতে।
জল ও বরফে একই দুইরূপে
বরফে,—পিপাসা মেটে যে দেরীতে ।।

ব্রহ্ম নিরাকার কিন্তু বিশ্বাকার
স্ব-প্রকৃতি সাথে লীলাতে রয়েছে।
সুসাধন ক'রে এই বোধে ফিরে
বিশ্ব-লীলাঙ্গনেই কেহ বা হেরিছে ॥

কেহ অবহেলি দূরে আঁখি মেলি
সুমুখে ছাড়িয়া পিছনে খুঁজিছে।
জলকে ত্যজিয়া বরফে লইয়া
"তৃষ্ণা-শান্তি" চেষ্টা কেহ বা করিছে ॥
সেও শান্তি পাবে কিন্তু দেরী হবে
বরফ গলিয়া জল হবে যবে।
এ জটিল পথে চলিতে চলিতে
পদস্খালন হয় অনেকেরি ভবে ॥

সাধন প্রথমে কোন রূপে নামে
ধরিয়া এখানে আসিতে হয়।
কৃষ্ণই হেথায় প্রাণ হয়ে রয়
মন তুমি "প্রাণে" হয়ে যাও লয় ॥
ফুটিবে নয়নে সারাটি ভুবনে
হতেছে প্রাণেরই খেলা।
বৃক্ষ ও লতায় পুত্র ও পিতায়
কৃষ্ণেরই নিত্যলীলা ॥

—গতি ও গন্তব্য—

হে মন—

চেনোনা জানোনা বলে তাই ঘুরিতেছ।
সাগরে বসতি করে জল খুঁজিতেছ॥
সাধু শাস্ত্র হতে "সত্য-পরিচয়" নাও।
সাধনে, "প্রাপ্তির-বাধা" সরাইয়া দাও॥

ক্রমে তব চিত্ত বুদ্ধি যত শুদ্ধ হবে।
ততটুকু তাঁর স্পর্শ অন্তরেতে পাবে॥
গতি শুধু বাড়ায়োনা ; গন্তব্যে না জেনে।
বিপরীত গতি হলে পাবে না সে ধনে॥

তিনি যে সবার আপন, সবাতেই আছে।
অনন্ত অসীম হয়ে—সীমাতে ফুটিছে॥
কাছে ছেড়ে দূরে কেন অনির্দ্দেশ্য পথে—
সহজে কঠিন করে খোঁজ সাধনাতে?

তিনি যে অন্তরতম,—বসতি অন্তরে।
সর্বদৃশ্যে থেকে বিশ্বে নিত্যলীলা করে॥
তোমারও অন্তরে মন তিনি যে রয়েছে।
সেথা ছেড়ে কোন্ দূরে খুঁজিতেছ মিছে?

জৈব-সংস্কার যত তাঁকেই ধরিয়া।
যে যাহার ভাবমত উঠিছে ফুটিয়া॥
তাঁর স্পর্শ আছে বোধে,—তাঁর পানে চাও।
সংস্কারকেই ইষ্ট বোধে সদা ডেকে যাও॥

কৃষ্ণ কালী খোদা রাম যে ভাবেই চাবে।
সেথা দৃষ্টি স্থির হলে—অন্তরেই পাবে॥
তাই বাহ্য বিষয়েতে মুগ্ধ না হইয়া।
ইষ্টেরই প্রকাশ বোধে যাও তা দেখিয়া।।

এতো সত্য,—"ইষ্ট স্পর্শ" তাহাতেও আছে।
তাঁর স্পর্শ না থাকিলে সকলি যে মিছে।।
আদি সত্য! সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ব অবস্থায়।
অনিত্যে মাধ্যম করি নিত্যই দেখা দেয়॥

সেই "নিত্য সত্য" পানে সাধনেতে ফের।
"তাঁর তত্ত্ব" জেনে বুঝে মরমেতে হের॥
গুরু কৃপা গুণে যার লক্ষ্য স্থির হয়।
অনিত্য-পিপাসা নাশে সত্য দৃষ্টি পায়॥

অগ্নি-তাপে 'জল-অংশ শুকাইয়া গিয়ে—
দুগ্ধের যেটি 'সার-অংশ' যায় ক্ষীর হয়ে।।
সাধন প্রভাবে তথা অনিত্য মুছিয়া।
অন্তর বাহিরে ইষ্ট উঠিবে ফুটিয়া।।

মহাপ্রভুর মহাবাক্য সার্থক তখন।
দৃষ্টি যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা হইবে স্ফুরণ।।
যশ অর্থ মানের আশা করিয়া বর্জ্জন।
সঠিক সাধন পথে ফের তুমি মন।।

—বৃথা সাধনা—

তুমি কেমন, কি রূপ তোমার—
পাইনা হদিস্ তার।
শাস্ত্রে শুনি তুমি নির্গুণ—
তুমি নিরাকার ।।
কৃষ্ণ কালী শিব্ দুর্গা রাম
এরা তবে কে ?
সবায় নিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন
শাস্ত্রও দেখি যে ।

জেগেছে আজ এ সংশয়
দাও মীমাংসা করে ।
শুন্‌ছি যেন তোমার বাণী—
"এসো একৃকে ধরে ॥
কিন্তু জেনো এক কখনো
সব হয় নাকো ।
তখন মাত্র একই সব হয়
যখন সবেই একৃকে দেখ

তখন কৃষ্ণকেই—দেখতে পাবে
ঐ কালী দুর্গার মাঝে ।
এও দেখিবে এক ব্রহ্মই
আছেন সবই সেজে ।।"
প্রথম ধাপেই যায়না পাওয়া
সেই পরমের জ্ঞান ।
একৃকে ধরে উর্দ্ধে গেলে
তখন থাকেনা অজ্ঞান ।।

জ্ঞানালোকের স্পর্শে খোলে
প্রেমের নয়ন তায়।
ব্রহ্মাণ্ডময় সব কিছুতে
দেখে যায় তোমায় ।।
নিরাকারকেই বিশ্বাকারে
সেই নয়নে হেরে।
নির্গুণই সগুণ প্রকৃতিতে
যাচ্ছে লীলা করে ।।

এই লীলার তরেই তুই হয়েছে
সেই,—একই মহাজন।
যে রসে যেই,—চায় পেতে তাঁয়
তার হয় তেমনি আস্বাদন ।।
এরই তরে নানান মত আর
পথ রয়েছে হেথা।
এই মত ও পথে ভেদ্ যে রচে—
সাধনা তার বৃথা ।।

—সংস্কার—

মানবের অন্তরে যেই সংস্কার রয়।
তাহাই ফুটিয়া ওঠে সর্ব্ব অবস্থায় ॥
সাধু সাজো যোগী সাজো হবেনা সে লয়।
সংসার মাঝেই থাকো নাহি তার ক্ষয় ।।

আদি সত্যে ফিরে যেতে এই সংস্কার।
বাধা বা সহায়—সেই হয় সবাকার ॥
জন্ম জন্ম ধরে যদি সত্যে লক্ষ্য রেখে—
একান্ত সাধন ক'রে,—শুদ্ধ হতে থাকে ॥

বিরূপ সংস্কার নিয়ে পর্ব্বত প্রমাণ।
মোহবশে সাধু সেজে নাহি পরিত্রাণ ॥
যে অবস্থায় যে রয়েছে—মনুষ্যত্ব লভি।
সে গুণে ভূষিত হলে,—ক্রমে পায় সবি ॥

তিলমাত্র সংস্কার বিমুখী থাকিতে—
সে স্বচ্ছ-সত্যের স্ফুরণ হয়না হৃদেতে ॥
শুদ্ধ সংস্কার আসে সাধু সঙ্গ গুণে।
আর আসে শাস্ত্র সঙ্গে,—শরণে মননে।

সেটিকে জমার ঘরে যতনে রাখিয়া।
পূর্ব্বটিকে-ভোগে দাও খরচ করিয়া ॥
শুদ্ধ সংস্কারে যবে হৃদি পূর্ণ হবে।
সর্ব্ব-অবস্থায় "প্রাণ কৃষ্ণ" দেখা দেবে ॥

দ্রষ্টব্য :—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।১২

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্ত স্তনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥"

—ব্রজ মণ্ডল—

এই দেহ-ব্রজ মণ্ডলে
এ হৃদি-বৃন্দাবন তলে
চব্বিশ-গোপীসহ খেলে
"প্রাণ-কৃষ্ণ" মোর ।
প্রকৃতি শ্রীরাধারানী
কৃষ্ণ-শক্তি হ্লাদিনী
কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিণী
প্রেমরসে সতত বিভোর ।।

শ্রীকৃষ্ণেই অস্তিত্ব তার
সূর্য্যে যথা চন্দ্রমার
কৃষ্ণ সাথেই শ্রীরাধার
বিরহ মিলনে খেলা ।
প্রাণকৃষ্ণ ছাড়া হলে
অস্তিত্ব তার নাহি মেলে
কোনভাবে কোন ছলে
হয়না এ বিশ্বলীলা ।।

এ লীলা হতেছে নিত্য
মায়াতে ভুলেছি তত্ত্ব
হয়ে "আমি ভাবে" মত্ত
রয়েছি এখানে ।
সদ্‌গুরু পদাশ্রয়
যার ভাগ্যে লাভ হয়
এ লীলা সে দেখে যায়
ফোটে হৃদি-বৃন্দাবনে ।।

"দেখে কৃষ্ণে"—সব সাজে
কীট পতঙ্গের মাঝে
পুত্র পরিজনে রাজে
আরো দেখে সারা বিশ্বময় ।
এদেহে সে দেখে যায়
মরণে ও তাঁতে রয়
ভাব মত রস পায়
সংস্কার যে রসেতে চায় ।।

একা তিনি পিতা মাতা
তিনি ত্রাতা তিনি ধাতা
বন্ধন ও মুক্তি দাতা
অপ্রিয় ও প্রিয়তম তিনি ।
বিশ্ব হয়ে বিশ্বনাথ
দীন হয়ে দীননাথ
শ্রদ্ধা হয়ে প্রণিপাত
সবেতেই সমভাবে যিনি ।।

এ হেন সহজ ধনে
খুঁজি শৈলে খুঁজি বনে
অন্তরে খুঁজিনা ধ্যানে
জন্ম জন্ম তাই বৃথা ঘুরি ।
সেদিকে চাহিনা ফিরে,
আমিত্বের অহংকারে
সাধনেও রাখি ধরে
তাই তাঁরে নিয়ে আছি তাঁরে ছাড়ি ।।

—সমভাব—

আমি অংশ তুমি পূর্ণ—মাঝখানেতে মন।
মনই সৃষ্টি করিতেছে লীলা অগনন।।
তোমারি প্রকৃতি সাথে মিলি একাধারে।
অসংখ্য প্রকারে লীলা সৃজিছে সংসারে।।

পরম পুরুষ তুমি প্রকৃতির বশে
বুদ্ধি ও বিবেকে নিয়ে আছ তাতে মিশে।।
অনাদি অনন্ত কাল এমনি করিয়া।
সহ অবস্থান হেতু রয়েছ ভুলিয়া।।

বিরহ মিলনে লীলা তোমারি যে হয়।
অজ্ঞানে বুঝিনা বলে হাসায় কাঁদায়।।
সূর্য্য ও কিরণ তার যেমন অভিন্ন।
অগ্নি ও দাহিকা তার এও নহে ভিন্ন।।

পরমাত্মাই আত্মারূপে বিরাজিত ভবে
প্রকৃতির গুণবশে ভিন্ন দেখি সবে।।
কায়ারই ছায়াসম—অস্তিত্ব আমার।
পরিশুদ্ধ বিবেকে ফোটে স্বরূপ তোমার॥

অশুদ্ধ বিবেকে শুদ্ধ করিবার তরে।
সাধনা করিছে সবে নানা পথ ধরে॥
সবারই উদ্দেশ্য এক—যে কোন প্রকারে।
এ অশুদ্ধ বিবেকেরে শুদ্ধ করিবারে।

বুদ্ধি বিবেক যার যত শুদ্ধ হইয়াছে ।
"তব-তত্ত্ব" ততটুকু সেই বুঝিয়াছে ।।
অশুদ্ধ বুদ্ধিই থাকে ভেদ ভাব নিয়ে ।
সমভাব-শূণ্য হেতু বোঝেনা তা দিয়ে ।।

—লীলা রস—

গুরু নারায়ণ বিপদ ভঞ্জন
বিঘ্ন বিনাশন হরি
মনের দৌরাত্ম্য তোমার মাহাত্ম্য
রাখিছে গোপন করি ।।
হে জগৎস্বামী এই দেহ আমি
তাই শুধু ঘুরে মরি ।
তোমাতে থাকিয়া তোমারে ভুলিয়া
সদা বিচরণ করি ।।

তত্ত্ব-জ্ঞানাভাবে থাকিয়া এ ভবে
রজ্জুতে সর্প দেখি ।
তাই তোমা ছেড়ে মরি বৃথা ঘুরে
তুমি হাসো,—হৃদে থাকি ।।
ওগো ভগবান তুমি মন প্রাণ
তুমিই এ প্রপঞ্চ বিশ্ব ।
লীলা প্রয়োজনে খেলো নিজসনে
আমি দেখিনা সে দৃশ্য ।।

শুদ্ধ বুদ্ধি দানে লীলা দরশনে
তুমি গো ফিরাও যারে ।
তত্ত্ব-জ্ঞান রূপে ফুটিয়া নিশ্চুপে
এ লীলা দেখাও তারে ।।
জাগিলে পিপাসা পূর্ণ কর আশা
অপিপাসু যারা ভবে ।
তারা মজে বাহ্যে চাহেনা এ গৃহ্যে
তুমি বা কেমনে দেবে ।।

সর্ব্ব শাস্ত্র বলে তুমি সর্ব্ব মূলে
দেহ মন প্রাণ তুমি ।
তোমারি মায়ায় জীব ভুলে,—তায়
বলে শুধু আমি আমি ।।
স্বীয় সাধনায় "সত্যে" যেবা চায়
তুমিই সে-সত্য যে গো ।
যথা ভাব মত হয়ে প্রকাশিত
অন্তরে তার জাগো ।।

তত্ত্ব-পথ ছেড়ে যারা ঘোরে ফেরে
সূক্ষ্ম কামনা বশে ।
লয়ে গুপ্ত আশা যশের পিপাসা,
"তত্ত্ব" সেথা না পশে ।।
যা হয় সকলি লীলা তা তোমারি
এ সত্যবোধে যে রয় ।
সে রয় এ ভবে লীলা রসে ডুবে
পরপারেও তাই পায় ।।

—ভাব—

তোমায় ছেড়ে থাকি বলে – বাহ্য খেলায় ভুলে।
তাইতো হেনাথ পাইনা দেখা—বিশ্ব লীলার মূলে ।।
তাই "সত্য-বোধ" ফোটে নাকো – আমার চিত্তপটে।
তুমি ছাড়া এ বিশ্বলীলা—কেমন করে ঘটে ?

হে প্রাণনাথ এম্‌নি করে – খেলতে ভালবাস।
একাই হেথায় দুই সাজেতে—তাইতো তুমি আস ।।
গুণময়ী প্রকৃতির মাঝে—নির্গুণ নিরাকারে—
থেকেই তুমি, – যেতেছ হে—এই লীলারঙ্গ করে।

প্রকৃতির মায়াচক্রে—নিজে ঘুরিতেছ।
নিজ লীলা নিজে তুমি আস্বাদ করিছ।
একই কালে নানাভাবে নানা দেহে থেকে।
ভাসিয়া রয়েছ তুমি আত্ম-লীলা-সুখে ।।

চুরাশি লক্ষবার ধরি নব নব দেহে।
আসা যাওয়া কর শুধু এ লীলার মোহে ।।
তোমার যেমনি সাধ জাগিছে যখন।
সেই ভাব হৃদে লয়ে কর আগমন ।।

দুই নাই, – একা তুমি অসংখ্য হইয়া।
অসংখ্য আমিত্ব পরে যেতেছ খেলিয়া ।।
দুর্লভ মনুষ্য দেহে ভাব শুদ্ধি হলে।
বাহ্য-মোহ ত্যজি ফের স্ব-লীলার মূলে ।।

ভাবনেত্রে দেখে যাও আপনার লীলা।
অসীম অনন্ত বিশ্বে হতেছে যে খেলা।।

যেটুকু রয়েছে বাধা এ হৃদয়-কোণে।
দয়াময়! মুছে দাও তাহা নিজ গুণে।।

—প্রণাম—

মন তোর প্রণাম যেদিন লগ্ন হবে—
তাঁহার চরণ তলে।
সেদিনই তুই পাবি তাঁরে—
আপন হৃদয় মূলে।।
প্রণাম করিস উদ্দেশ্যে তাঁর—
ভাবিস তাঁরে দূরে।
এ বোধ আজও জাগলোনা তোর—
তিনি আছেন অন্তঃপুরে

বিশ্বময় যাঁর "চরণ স্পর্শ"—
সেই চরণের তলে।
জাগ্রত-বোধ নিয়ে তথায়
প্রণাম করা হলে—
প্রণাম সাথে সে প্রণম্যের—
তফাৎ মুছে যায়।
নিরাকারই সাকার রূপে—
তখন প্রকাশ হয়।।

এর তত্ত্ব আছে "জীব-হৃদয়েই"—
স্বপ্ত অবস্থাতে।
"সত্য-লক্ষ্যে" সাধন যত্নে—
হয় তারে জাগাতে ।।
লোক দেখান—দায় সারা রূপ
বাহ্য সাধনাতে।
যশ খ্যাতি লাভ হতে পারে—
প্রণাম হয়না তাতে ।।

—জ্বালার মাঝে শান্তি—

মন তুমি কি চেনো তাঁরে,—খুঁজছো যাঁরে—
নানাভাবে আর নানাচারে ?
সে যে তোমার সাথে—একত্রেতে—
মিশে আছে একাকারে ।।
ক্ষণকালও রয়না ছেড়ে,
খেলছো তুমি তাঁরেই ধরে।
চেনোনা জানোনা বলেই—
দেশ বিদেশে ফিরছো ঘুরে ।।

যা নিয়ে মন করছো মনন—
হচ্ছে তাতে যে ভাবোদয়।
প্রাণ বা আত্মার স্পর্শ ছাড়া—
ভাব সেখানে কেমনে রয় ?

দেহ দেহী তুই তো ভিন্ন—
দেহীর স্পর্শে দেহের বিকার।
দেহ-প্রকৃতির সংস্কারে তাই—
তোমার মাঝে প্রকাশ তাঁহার ॥

বিকার নিয়েই মত্ত তুমি—
তাকাও না তো ফিরে।
বুদ্ধি বিবেক এদের তুমি—
নাওনা সাথে করে ॥
অনাদর আর অবহেলায়—
নিষ্ক্রিয় রয়েছে।
চাইলে তাদের পাবেই হে মন—
দাঁড়িয়ে আছে পাছে ॥

এদের নিয়ে খেলা তোমার—
করবে যখন শুরু।
দেখতে পাবে ঠিক তখনই—
সহায় হবেন গুরু ॥
গুরুর কৃপায় বুদ্ধি বিবেক—
হবে তোমার সাথী।
এ "প্রাণ-কৃষ্ণের" তত্ত্ব পাবে—
ঘুচ্‌বে মাতামাতি ॥

এই চর্ম্ম চক্ষুর গভীরে যে—
মর্ম্ম-চক্ষু আছে।
দেখবে তখন সেই চোখে তাঁয়—
সদাই কাছে কাছে ॥

১৭

এও দেখবে কেমন করে —
স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে ।
তোমার সকল আশাই পুরায় —
আদর যত্ন স্নেহে ।।

সুখ দুঃখ বা ভাল মন্দেয়—
রোগে শোকে সান্ত্বনায় ।
যেই সংস্কার ফুটছে তোমার,—
তাঁর পরশটি পাবে তায় ।।
এ সত্য তখন বুঝবে হে মন—
তাঁর উপরেই ভাসছে সব ।
এ সবের যে অনুভূতি—
এটাই হল তাঁর বৈভব ॥

যে চেতন-স্পর্শে এরা চেতন—
তাঁর পানে তো তাকাও না মন
তাঁকে ছেড়ে বিকার নিয়েই—
মগ্ন তুমি সারাটি ক্ষণ ।
শুদ্ধ বুদ্ধি বিবেক দিয়ে—
দেখ যদি চেয়ে ।
জ্বালার মাঝেই শান্তি পাবে —
সেই শান্তিময়কে নিয়ে ।।

—তাঁরই কথা—

তিনি তোমার সাথেই আছেন
তিনি সবার মাঝেই আছেন
সকল স্থানেই তিনি আছেন
আগে এটা জানো এবং মানো।
এ বোধ নিয়ে চেষ্টা কর
"স্থির-প্রত্যয়ে" আগে ফের
"দৃঢ় আত্ম-চেতন" ধর
তার পরেতে "সাধন-যত্নে" চেনো॥

তবেই যদি তাঁর দেখা পাও
কৃষ্ণ কালী যে রূপেই চাও
যেমন আশা তেমন সাজাও
তোমার "মানস-মন্দিরে"।
"আত্ম-চেতন" যেই না ধরে
হাজার রকম সাধন করে
ইষ্টের দর্শন হবেনা রে
দেখ্‌ছি "গীতার মন্ত্র" পরে॥

গীতার মন্ত্রটি :—১৫ আধ্যায় ১১ মন্ত্র।

"যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥"

—জগদ্‌গুরু—

"গুরু" নামেই সেই জ্ঞানময়ের
স্মরণ যার না আসে।
"গুরু" শব্দে স্থূলদেহ মাত্র—
যার স্মরণে ভাসে॥
বুঝতে হবে এখনও সে
প্রথম ভাগ পড়িছে।
অগ্রগতি হয়নিকো তার
"সত্য"—ঘুমিয়ে আছে॥

সদ্‌গুরু যে হন জ্ঞানময়
সে জ্ঞান,—আছে সবার মাঝে।
ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখী বলে
মনটি—ঘুরছে বাহ্য কাজে॥
এই বাহ্য হতে অন্তর পানে
ফিরলে মনের গতি।
তবেই জ্ঞানময়ের অনুভবটি
সহজ হবে অতি॥

সেই স্তর হতে সাধক দেখে
এই যে জ্ঞানের আলো—
আমার মাঝের সুপ্ত প্রদীপ
তিনিই জ্বালিয়ে দিলো॥
এম্‌নি করে জন্ম জন্ম
নানান দেহ ধরে।
জগদ্‌গুরুই কাছে নিতে
যাচ্ছে কৃপা করে॥

অতএব এই স্থূল দেহটি
তাঁরই স্থূল প্রকাশ।
এই শুদ্ধবোধে হয় তখনি
চিন্ময়ের বিকাশ ।।
এখান থেকে দেখ্‌লে চেয়ে
স্থূল দেহটির পানে।
সেই স্থূলেতেই—"চিন্ময়াভাস"
দেখা যায় নয়নে ।।

তাই শুধু্‌ নয় এ বিশ্বময়
সব কিছুরই মাঝে।
সে দৃষ্টিতে দেখতে সে পায়
শ্রীগুরুই বিরাজে ॥
আরও দেখে,—যে এক হতে
বহুর ব্যাপ্তি ভুবনে।
সেই বহুর মাঝে—এক্‌কে দেখে
তেমন সাধক জনে ॥

—এ যে তব গান—

নিজের গানের কলিগুলি
নিজেই যাচ্ছো গেয়ে।
নিজের সুরে নিজেই তুমি
আছো মোহিত হয়ে ॥
পাছে তুমি বুঝতে পারো
নিজের গাওয়া গানে।

নিজেই হাসি নিজেই কাঁদি
সেই সুরেরি-টানে ।।

সেথায় তোমার সুরের মাঝে
ছন্দ-পতন ভয়ে ।
আড়াল দিয়ে রেখেছ তাই
মায়ায় সাথে নিয়ে ।।
নিজেই তুমি সব হয়েছ
নিজেই নিজেয় ভুলে ।
অসংখ্যতায় ভুবন জুড়ে
খেলছো নানান ছলে ।।

হে প্রাণনাথ লীলা তোমার
নিত্য হেথায় হয় ।
প্রেমের আঁখি যার খুলে দাও
সেই দেখে জগৎময় ॥
হয়না তাকে কোথাও যেতে
দেহের মাঝেই বসে ।
এ সংসার ভবন মাঝেই
তোমার লীলারসে ভাসে ।।

—তোমার বারতা—

যে টুকু মা দিচ্ছো আমায়—
তোমার বারতা ।
সযতনে ততটুকুই—
রেখে গেলাম হেথা ।।

জানিনা কি হবে এসব,—
তোমারি ইচ্ছায়—
—অন্তরে যা ফোটালে মা—
রহিল হেথায় ।।

তোমারি এ বিশ্বলীলার—
কোনো প্রয়োজনে—
যদি কভু লাগে কাজে—
দিওমা সেখানে ।।
ফুল যথা ফুটে গাছে—
গাছেই শুকায় ।
কোথাও তোমার পদে—
ফুল স্থান পায় ।।

এ দুয়ের কোথাও নাই—
ফুলের স্বতন্ত্রতা ।
তোমারি ইচ্ছায় সবই—
ঘটে যায় হেথা ।।
এটুকু সার্থক মোর—
তব লীলাঙ্গনে ।
কিঞ্চিৎ রস পান করে—
গেনু এ জীবনে ।।

—সর্ব্ব কারণ কারণম্—

কার্য্য ও কারণ দুয়ে জগৎ প্রকাশ ।
প্রতিটি কার্য্যেই আছে "কারণ-আভাস" ।।

দর্শনে শ্রবণে ঘ্রাণে নিদ্রা জাগরণে।
বিরাজ করিছে "কারণ", অবশ্য সেখানে ॥

অনাদির আদি—সর্ব্ব কারণ-কারণ।
তাঁহার পরশ বিনা সবই অকারণ ॥
বাহ্যেতে যে "ব্যক্তরূপ",—আব্রহ্ম কীটেতে।
যা কিছু কার্য্যের প্রকাশ—দেখা যায় যাতে—

—"পরম কারণ" ছাড়া কারো সাধ্য নাই—
ব্যক্ত-স্থূল-দেহ ; কিছু করিবে একাই ॥
অতএব যা হতেছে বিশ্ব দৃশ্য মাঝে।
"অব্যক্ত নিরাকার-কারণ",—সর্ব্বত্র বিরাজে ॥

তাহলে মোর এই দেহে অবশ্যই আছে।
তাঁহারে চিনিনা বলে কার্য্যে ঘুরি মিছে ॥
যেজন চিনেছে তাঁরে—কার্য্যেরি মাঝেতে—
তাঁহার নির্ম্মল-স্পর্শ পায় অব্যক্ততে ॥

পরম সুখেতে কিংবা চরম দুঃখেতে।
লক্ষ্য তার স্থির থাকে সেই কারণেতে ॥
ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ জয় পরাজয়।
সে "পরম-কারণ" কিন্তু চিরস্থায়ী রয় ॥

এ "পরম-রতন"টিকে যেজন পেয়েছে।
ক্ষয় লয় নাহি তার কিবা আগে পাছে ॥
এপারে ওপারে রয় কারণেতে মিশে।
সচ্চিদানন্দ রসেই থাকে শুধু ভেসে ॥

দ্রষ্টব্য :—

"ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্।
অনাদির আদি কৃষ্ণ, সর্ব্ব কারণ কারণম্।"

—বৈষ্ণব শাস্ত্র

—পরম প্রাপ্তি—

দেহ দেহী পৃথক ভাবে—
জ্ঞাননেত্রে যে দেখতে পায়।
"পরমধন" সে পেতে পারে—
একান্তই যদি সে চায়॥
স্থূল ও সূক্ষ্ম দুয়ে মিলে
বিশ্বময় যে হচ্ছে খেলা।
ভিন্ন সত্ত্বা নাই কাহারও—
"এক পরমেরই" নিত্য লীলা॥

মোহের বশে আমরা শুধুই
ঘটনাকেই নিয়ে—
মগ্ন মত্ত হয়ে থাকি—
"পরমকেই" বাদ দিয়ে॥
ঘটনারই মোহ মোদের—
করছে বশীভূত।
জন্ম মৃত্যুর গতাগতি—
তাইতো অব্যাহত॥

ঘটনারি অন্তরালে
দেহীই নিত্য যাচ্ছে খেলে।

এই দেহীর-সঙ্গ কেই বা করি—
ঘটনাতেই থাকি ভুলে ॥
বহু ভাগ্যে গুরু-কৃপায়
দেহীকে যে চেনে।
সাধনার "মূল-লক্ষ্য" যে কি
সেজন মাত্র জানে ॥

যার সংস্কার যেমন ভাবে—
দেখতে - পেতে চায়।
এই দেহীই স্বয়ং পরমাত্মা ;
তে-মনি প্রকাশ হয় ॥
এ যোগ্যতা লাভের তরেই—
নানা মত ও পথে—
জগৎ জুড়ে বহু জনই—
আছেন সাধনাতে ॥

গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক ভাব—
রয় যে সাধনায়।
ইহাই যে হয় "পরম-বাধা",—
তাই "পরম ধন" না পায় ॥
সেই "সরলকেই" পেতে হলে
সরল পথে গেলে।
ক্রমে "অতি সরল" হলে—
তখন দেখা মেলে ॥

জন্ম মৃত্যুর ফাঁস তখনি—
আপনি খুলে যায়।

কি জীবনে কি মরণে
সেই "পরমকে" পায় ।।
সৎ-চিদ-আনন্দ নীরে—
তখন সেজন ভাসে ।
ভাসতে ভাসতে অস্তিত্ব তার
পরমেই যায় মিশে ।।

দ্রষ্টব্য :— শ্রীমদ্ভগবত গীতা—১৩ অধ্যায় ৩৩.৩৪ মন্ত্র ।
"যথা প্রকশয়ত্যেক কৃৎস্নং লোকশিমং রবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ।।"
"ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞান চক্ষুষা ।
ভূত প্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তিতে পরম্" ।।

—বিবেকের বাণী—

যেদিন এ দেহটিকে,—হরিবোল দিতে দিতে—
নিয়ে যাবে শশ্মান ঘাটেতে ।
সেদিন থাকিব কোথা,—সে ঠিকানা—
আজও আমি পারিনি জানিতে ।।
ঠিকানা কি নাই কিছু ?—এই প্রশ্নটুকু—
নিয়ত জাগিছে মোর মনে ।
গভীর মননে দেখি, "শাশ্বত-ঠিকানা আছে,
কিন্তু তাহা অতি সংগোপনে ।।"

বিবেকের বাণী শুনি,—"আজো আছ যেথা
তখনো তাহারি কোলে থাকিবে গো তুমি।
জানোনা চেনোনা বলে সংশয়ে ছলিছ,—
চিরদিন-ই নিয়ে আছে-হয়ে তব আমি ।।
আমিটি সেই পরমাত্মা—প্রাণরূপে তব—
অনন্ত অনন্তকাল রেখেছে ধরিয়া।
তাঁরি মায়া প্রকোপেতে—শুধু লীলা হেতু—
মনে জ্ঞানে তুমি তাঁরে রয়েছ ভুলিয়া ।।

পেয়েছ দুর্লভ এই মানব জীবন—
মন বুদ্ধি শুদ্ধ করে কর অন্বেষণ।
এদেরে করিতে শুদ্ধ—বহু মত পথ আছে—
যে কোন একটি পথে করহ গমন ।।
সমনস্ক থেকো সদা—বাধা বিঘ্ন হতে—
এ পথে অনেক বাধা করে বিচরণ।
ঐকান্তিক হয় যদি সাধনা তোমার—
প্রাণময়ী মা-ই,—বাধা করিবে মোচন ।।

তখন দেখিতে পাবে—আজ যেথা আছো,—
পরলোকে তাঁরি কোলে—নিশ্চিন্তে থাকিবে
তাঁর লীলা প্রয়োজনে—যেভাবে যেথায় নেবে—
আনন্দময়ীর কোলে আনন্দে খেলিবে—
এ চির সত্যেরে শুধু হইবে জাগাতে—
মায়াঘোরে সেই বোধ ঘুমায়ে পড়েছে।
এ সংসারে বহুজন সেই বোধে থেকে—
সংসারে সংসারী হয়ে কর্ম্মে লিপ্ত আছে ।।"

মনের প্রবৃত্তি মত গতি লভে জীব যত
দেহ-সৌষ্ঠব মত নয়।
মন বশীভূত করি গেলে তত্ত্ব-পথ ধরি
অগ্রগতি মত গতি হয়॥
প্রথম সাধন কালে সরল-হৃদয় হলে
তবে সত্য ফোটে সে হৃদয়ে।
কিঞ্চিৎ লভিলে তত্ত্ব তবে বোঝে যাহা সত্য
তার আগে রহে মিথ্যা লয়ে॥

আমি সাধু আমি ভক্ত ভঙ্গিমায় করে ব্যক্ত
মনে মুখে ভিন্ন ভাব ধরে।
অহং অভিমান বশে অকুলেতে যায় ভেসে
বাহ্যমোহে শুধু ঘোরে ফেরে॥
দুর্লভ জীবন শেষে ভাবমত দেহে এসে
পুনরায় সেই গতি পায়।
অতএব বন্ধুগণ কর সেই অন্বেষণ
তত্ত্ব কি এবং কোথায়॥

দেহ দেহী দুইভাবে পরমাত্মা একাই ভবে
খেলে এই বিশ্ব-লীলাঙ্গনে।
রেখেছে মায়াতে ঢাকি তাই মোরা ভুলে থাকি
সত্য তাই ফোটেনা নয়নে॥
সত্য পানে নিরন্তর যেই হয় অগ্রসর
ঐকান্তিক হলে এই প্রাণেরি কৃপায়।
মায়া তার আচ্ছাদন ধীরে করে উন্মোচন
যত মুক্ত; তত কাছে পায়॥

জীবনেই যায় পেয়ে মরণেও রয় লয়ে
তাঁহাতেই তার গতি হয়।
যদিও এ গুহ্য-তত্ত্ব কিন্তু ইহা আদি সত্য
সেই বোঝে ;—এ পথে যে যায় ॥
বোধ ফোটে যেই প্রাণে সেইমাত্র অনুমানে
কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি কিবা হয়।
রাগ অনুরাগ আদি যা কিছু ভজন বিধি
হেথা এলে তা প্রকাশ পায় ॥

ইষ্টে চিন্ময়-বোধ আসে সে বোধ প্রাণেতে মিশে—
—দেখে সে প্রাণেই,—বিশ্বের সত্তাটি ভাসে।
প্রাণ শূন্য দেহ ঘটে কোন কিছু নাহি ফোটে
প্রাণ ফেরে মনেরি আবেশে ॥
তাই অতি প্রয়োজন ফিরাইতে হবে মন
সাধনায় এই সত্যপানে।
মনঃ গতি প্রাণ পানে সাধনে যেজন আনে
তারে তিনি নেন কাছে টেনে ॥

তিনি হন পিতা মাতা তিনি হন বন্ধু ভ্রাতা
ধাতা ত্রাতা এবং বিধাতা।
সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবে একমাত্র তিনিই ভবে
অতি সত্য,—শাস্ত্রের বারতা।
যাঁরে ভজি যাঁরে পূজি ইষ্টরূপে যাঁরে খুঁজি
সর্ব্বভূতে তিনি হন প্রাণ।
প্রাণাত্মাই বিশ্বমাঝে রয়েছেন সর্ব্বসাজে
কালী কৃষ্ণ খোদা গড্,—রাখো এই জ্ঞান ॥

এ সত্য না বুঝে যদি সেধে যাও জন্মাবধি
ভেদ-জ্ঞান যাবেনা তোমার।
নামরূপ এহ ব্যাহ্য, প্রাণই ইষ্ট; কিন্তু গুহ্য
প্রাণে ফের মন হে আমার॥
অভ্যাসে বা সাধনায় জেনো প্রাণে ফেরা যায়
মনই হ'ল তার মানদণ্ড।
মনেরে অবশে রাখি বাহ্য সাধনায় থাকি
খণ্ডতায় লভ্য নয়,—তিনি যে অখণ্ড॥

—গুপ্ত অভিমান—

ভাসিয়া বাতাসে শ্রবণেতে পশে
তোমারি কণ্ঠধ্বনি।
ওরে কাছে আয় আমি যে হেথায়
ডাক্‌ছো যেন গো শুনি॥
যেন সূর্য্যে থেকে বলছো গো ডেকে
এই তোরে ছুঁয়ে আছি।
কাছে ছেড়ে মোরে কোথায় সুদূরে
খুঁজিস রে মিছামিছি॥

রয়েছি দৃষ্টিতে সকল সৃষ্টিতে
আছি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হয়ে।
শ্রবণে আঘ্রাণে পানে ও ভোজনে
রয়েছি তো কোলে নিয়ে।

চলিতে বলিতে জাগ্রতে নিদ্রাতে
আমি নিয়ে আছি সবে।
আব্রহ্ম কীটেতে যে যার কর্ম্মেতে
ক্রিয়াশীল তাই ভবে ।।

মায়াতে ভুলিয়ে আমারে ছাড়িয়ে
চাস্ আমারেই পেতে।
জলকে ত্যজিয়া ঘটিটি লইয়া
তৃষ্ণা কি মেটে তাতে ?
আমি আত্মাপ্রাণ সবে অবস্থান
আমারেই বাদ দিয়ে।
কৃষ্ণ কালীতে নামরূপে মেতে
আছিস ভেদকে নিয়ে ।।

এই যে এ ভেদ আনে শুধু ছেদ্
সাধনার মাঝখানে
তাই অভিমান ভেদাভেদ জ্ঞান
জাগে সাধকের প্রাণে ।।
সৃষ্টি ও স্থিতিতে "প্রাণ কৃষ্ণ" হতে
সবই যে প্রকাশ হয়।
এই প্রাণধন সর্ব্বরূপে রন
সবারই ইষ্ট প্রাণেতেই রয় ।।

এই "প্রাণ-আমি" হই "তোর আমি"
আমা পানে ফিরে আয়।
আমারে ছাড়িয়া নাম রূপ নিয়া
কেহ না আমারে পায় ।।

নাম রূপ ধরে প্রাণ বোধে তারে
যে জন সাধনা করে।
প্রগাঢ় তা হলে প্রাণ-ই সেকালে
প্রকাশে সে রূপ ধরে ॥

মায়া বা অজ্ঞান মাত্র ব্যবধান
যে ফেরে আমার পানে।
আমারি কৃপায় সেই মায়া তায়
তখন,-আর না টানে ।।
ক্রমে ক্রমে তার হৃদয়ের দ্বার
মুক্ত হয়ে যায় সহজে।
পেয়ে আত্ম-জ্ঞান হইয়া মহান
নির্দ্বন্দ্ব হয়ে বিরাজে ॥

ইষ্ট সাথে মিশি রহে দিবানিশি
ইষ্টময় দেখে নয়নে ॥
যা কিছু এ ভবে ইষ্ট দেখে সবে
নির্গুণেই দেখে সগুণে ॥
জীবের সাধন ইহারই কারণ
ভেদ দেখে শুধু অযোগ্য যেজন।
যারা দলাদলি করিছে কেবলি
"গুপ্ত অভিমানে" দুর্ম্মতি সেজন ।।

—বাসুদেব সর্ব্বমিতি—

"নিত্য-সত্য" যাঁতে ধৃত   তাহা ধর্ম্ম তাহা অমৃত
ধর্ম্ম নহে কেবলি আচার।
আচারকে গৌণ করে   বিচারের পথ ধরে
—গেলে, ধর্ম্মলাভ হয় তার ॥
"ধর্ম্ম-মর্ম্ম" কিবা হয়   শাস্ত্র বহুভাবে কয়
সে সুলভে করিয়া দুর্লভ।
হয়ে থেকে ধর্ম্ম ছাড়া   "ধর্ম্ম-ধ্বজা" করে খাড়া
সম্ভবেরে করি অসম্ভব ॥

বুঝিতে চাহিনা সার   নিয়ে ফিরি যা অসার
সরবেতে প্রচারও তা করি।
নামরূপ-বাহ্যভাবে   অন্তর ভরিয়া সবে
ধার্ম্মিক সাজিয়া ঘুরি ফিরি ॥
কেহ কৃষ্ণ কেহ কালী   নামে ক'রে দলাদলি
বৈষ্ণব বা শাক্ত সাজি মোরা।
সত্য-তত্ত্ব না বুঝিয়া   ছোট বড় জ্ঞান নিয়া
ধর্ম্মে মাতি হয়ে ধর্ম্ম ছাড়া ॥

"সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ"—"বাসুদেব সর্ব্বমিতি"
"ময়া ততমিদং সর্ব্বং"—অহমাত্মা গুড়াকেশ"
"ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং"—"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি"
"অহং সর্বেষুভুতেষু ভূতাত্মাবস্থিত সদা—
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্তঃ কুরুতেহর্চ্চা বিড়ম্বনম্ ॥"
ইত্যাদি—   (ভাগবত-গীতা চণ্ডী)

এসব যে শাস্ত্র বাক্য   এ তত্ত্বে না রেখে লক্ষ্য
কৃষ্ণ ভজি কালী নিন্দা করি।
সাধকানাং হিতার্থে   ব্রহ্ম-রূপ তদর্থে
সর্ব্বরূপেই বিরাজেন হরি ।।
শিশু অ আ পাঠ শেখে   অলাবু ও আম দেখে
অ আকে চিনিবার তরে।
অ আ চেনাই ধর্ম্ম তার   নাম রূপ সেই প্রকার
সাধকেরে সত্যে আনিবারে ।।

একমাত্র তিনি সব   বিশ্বটাই তাঁর বৈভব
"প্রাণ-আত্মা" রূপেতে প্রমাণ।
নিরাকারই সাকারেতে   লীলানন্দে আছে মেতে
প্রকৃতিও তিনি নিজে হন্ ।।
বিশ্বে এ যুগল লীলা   হইতেছে দুটি বেলা
এই লীলা আস্বাদন তরে।
দুর্লভ জীবন পেয়ে   একের আশ্রয় লয়ে
তাই নর ধর্ম্মপথ ধরে ।।

—লীলা তত্ত্ব—

নানা নামে নানাকারে
ছড়িয়ে দেছ আপনারে
কোলে নিয়ে সকলারে
নিজ লীলা নিজে আস্বাদিছ।

কি বিচিত্র কি অপূর্ব্ব
তব লীলার প্রতি পর্ব
যেই হৃদয় "শূন্য-গর্ব"
"লীলা-তত্ত্ব" সেথা প্রকাশিছ ।।

একমাত্র তুমিই সত্য
তুমিই আদি গূহ্য-তত্ত্ব
সাধনে যার হয় আয়ত্ব
সর্ব্ববস্থায় সে তোমায় দেখে ।
যে বুঝেছে তোমার তত্ত্ব
অনিত্যতেও দেখে নিত্য
তার চোখেতে ফোটে সত্য
তোমাতেই সে ডুবে থাকে ।।

সে ভক্তেরি হৃদয় পুরে
ফোটো তুমি সর্ব্বাকারে
শুভাশুভ দুই প্রকারে
ভক্তের চোখে লীলাই স্ফুরে ।
সে দেখে যায় তোমার লীলা
নিজের সাথে নিজের খেলা
স্ব-মায়াতে আপন ভোলা—
—হয়েই,—বেড়াও বিশ্বজুড়ে ।।

এই "দেহ-মন্দির" মাঝে
দেখে আপন ইষ্ট সাজে
তার জীবনের প্রতি কাজে
তোমার পূজাই সে করে যায় ।।

সে খোঁজেনা বাহিরে তোমায়
নিজের মাঝেই তোমারে পায়
আহার বিহার আর নিদ্রায়
সর্ব্বাবস্থায় তোমাতেই রয় ।।

—গোপন বিলাস—

হে প্রিয় গোপনে অনন্ত ভুবনে
যে খেলা নীরবে খেলিছ ।
বৃক্ষলতা জীবে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে
গোপনে যে রূপে রয়েছ ।।
সেজে বিশ্ব সাজে নাম রূপ মাঝে
গোপনে নির্লিপ্ত থেকে ।
বিশ্ব-চরাচরে লীলার মাঝারে
নীজেরে রেখেছ ঢেকে ।।

অনাদি অক্ষয় শাশ্বত অব্যয়
সেই নিত্যলীলা মাঝে ।
তোমারি প্রকৃতি ধরিয়া আকৃতি
সাজিছে অসংখ্য সাজে ।।
হয়ে নিরাকার ধরিছ আকার
আপন প্রকৃতি-পরে ।
সেই বোধে নাথ করি প্রণিপাত
আব্রহ্ম-কীট ও নরে ।।

তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ নওতো আবদ্ধ
শুধু মসজিদে মন্দিরে।
যারা মত্ত রয় শিশু সাধনায়
সীমাবদ্ধ তোমা হেরে ॥
অসীম হইয়া সীমাতে থাকিয়া
স্বগত লীলায় ভবে।
হয়ে লীলায়িত করিছ মোহিত
দেব নর আদি সবে ॥

সে লীলা সাগরে ভাসে সেই নরে
"বোধ-শুদ্ধি" যার হয়েছে।
গুরু-কৃপা ধরে যে এগুতে পারে
সবেতে তোমারে হেরিছে ॥
স্বীয় দেহে মনে হেরে সেই জনে
তোমারি বিলাস যত।
এ বিশ্ব জগতে থাকিয়া তোমাতে
তোমাতেই হয়-গত ॥

—বাস্তব—

বাস্তবকে সু-বাস্তবে করিতে দর্শন।
তাইতো মানবকুলের ধর্ম্মের সাধন ॥
বাস্তব এ স্থূলজগৎ যাঁতে ধৃত আছে।
শাস্ত্রের "গূহ্য-অর্থ" তাঁরে ধর্ম্ম বলিতেছে ॥

ধর্ম্ম নহে বাস্তবকে অস্বীকার করা।
বাস্তব ভাসিছে যাঁতে; তাঁরে বোধে ধরা ॥
আমরা বাস্তববোধে করি যা দর্শন।
অনিত্য ভঙ্গুর তাহা, ব্যর্থ অকারণ ॥

যে বিষয় নিয়ে মোরা ভোগে মত্ত রই।
অনিত্য অস্থির সেতো,—স্থিরসত্ত্বা কই?
যে স্থির বাস্তব-সত্ত্বায়—অনিত্য বাস্তব—
সহস্র ভাঙা গড়া মাঝে হতেছে উদ্ভব—

সে নিত্যেরে জানিতে ও করিতে দর্শন।
তাই এ জীবনে মোদের ধর্ম্মের সাধন ॥
প্রকৃত ধাম্মিক লভি সেই সুবাস্তবে।
দেখে যায় নিত্যানিত্যের-লীলা এই ভবে ॥

অনিত্য বাস্তবে থেকে নিত্যে লক্ষ্য যার।
চিত্ত বৃত্তি ক্রমে নিত্যেই মিশে যায় তার ॥
নিয়ত সঙ্গের গুণে মায়ার বাঁধন।
একে একে খুলে যায়,—মুক্ত সে তখন ॥

জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকিয়া হেথায়।
শাশ্বত বাস্তব সাথে সেথা মিশে যায় ॥
নদী যথা সমুদ্রেতে গতি লাভ করে।
এ হেন "বাস্তব-দর্শীর" তাই হয় পরে ॥

—নীরব অভিসারে—

হে চির অক্ষয়   তুমি হে অব্যয়
অব্যক্ত সনাতন।
ভক্তি নত শিরে   প্রণমি তোমারে
শুদ্ধ হোক দেহমন ॥
শুদ্ধ হৃদি মনে   তব প্রস্ফুরণে
মুছে যাক অন্ধকার।
জ্ঞান প্রেম চোখে   আনন্দ পুলকে
হেরি তব বিশ্বাকার ॥

যে গহন পথে   নিজানন্দে মেতে
করিছ গুপ্ত লীলাভিসার।
সেই অভিসারে   সাথী কর মোরে
ঘুচুক,—এ মিথ্যা আমি ও আমার ॥
তব লীলানন্দে   আমারে নির্দ্বন্দ্বে
সমতায় রাখো এনে।
বাহ্য কোলাহলে   নাই বা ভুলালে
নীরবে লওগো টেনে ॥

———

—তত্ত্ব-জ্ঞান—

"তৎ"-জ্ঞানকেই "তত্ত্ব-জ্ঞান" কয়
এ বিশ্বমণ্ডলে "সৎ-ই" তৎ হয়
"তত্ত্ব-জ্ঞান হীনে" আঁধারেই রয়
তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ তাই প্রয়োজন।

সাধুসঙ্গ হয় প্রথম সোপান
মুক্ত হয় যার সর্ব-অভিমান
শুদ্ধ চিত্ত মাঝে ফোটে সেই জ্ঞান
জ্ঞান হতে ভক্তির হয় প্রস্ফুরণ।

ভক্তি নহে শুধুই কথার কথা
বন্ধ্যার হয়না কভু প্রসব ব্যাথা
ভক্তি ভক্তি মুখে বলিয়া সর্বথা
জ্ঞান হীনে ভক্তি পায়না।
তত্ত্ব জ্ঞান নহে শুষ্ক নীরস
"তৎ" মাঝেই আছে" শুদ্ধ-প্রেমরস"
তত্ত্বজ্ঞ জনেই পায় সে পরশ
অনির্দেশ্যে চেয়ে রয়না ।।

জ্ঞান ভক্তি দোঁহে সংযুক্ত সদাই
ভক্তি রয় নাকো,—জ্ঞান যেথা নাই
জ্ঞানই "তৎ" এর তত্ত্ব লভিয়াই
স্বভক্তিতে সেবা করে।
সর্বময় সেই সত্য-সনাতনে
জ্ঞানই তাঁরে দেখে প্রেমের নয়নে
সর্বকর্মে পূজা করে সযতনে
সৎ-চিৎ-আনন্দে ধ'রে ।।

স্থূল সূক্ষ্ম আর কারণ রূপেতে
তত্ত্বজ্ঞানী পায় তাঁহারে দেখিতে
বিশ্বেশ্বরে দেখে বিশ্বের মাঝেতে
আরও দেখে দেহে মনে।

জ্ঞান ও প্রেম-নেত্র যাহাতেই পড়ে
প্রাণকৃষ্ণ-লীলা তাহাতেই স্ফুরে
"লীলা-রস-সুধা" সাগরের পরে
ভাসে সে ভক্তজনে।

———

—সুধার্ণব—

সাধন উদ্দেশ্য হল আমির বিনাশ।
আমির বিনাশে হয় গুরুর বিকাশ ॥
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।
"আমি-মুক্ত" চোখে গুরু হন্ সুগোচর ॥

'মিথ্যার-আমিতে' দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে আছে।
তাই তিনি অগোচর ; থাকিয়াও কাছে ॥
মিথ্যা-আমির অহংয়েতে জীব মায়া বশে।
জন্ম মৃত্যুর ঘুর্ণিপাকে ঘুরিছে অবশে ॥

তত্ত্ব-পথ ধরে গুরু কৃপা করি সার।
পার্থিব আকাঙ্ক্ষা মুক্ত সাধনা যাহার ॥
সর্ব্ব অভিমান-শূন্য হৃদয় যখন।
অবশ্য গুরুর-কৃপা লভিবে সেজন ॥

ক্ষুদ্র তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষায় সাধনাভিমানে।
বাহ্য-সাধনাতে কেহ পায়না সে ধনে ॥
জাগতিক যশ খ্যাতির সুউচ্চ শিখরে।
অনেকেই সে সাধনে পৌঁছাইতে পারে ॥

কিন্তু সে পরমাস্বাদে থাকিয়া বঞ্চিত।
বিষয়ের "বিষ-রস" পানে থাকে রত ॥
"প্রাণ-কৃষ্ণ-রস-সুধার" স্বাদ নাহি পায়।
সুধার্ণবের "শুষ্ক-চরেই" ঘুরিয়া বেড়ায় ॥

—সম্মিলন ক্ষেত্র—

মন রে—

খুঁজিস যাঁরে চিনলে তাঁরে—
মুগ্ধ হয়ে যাবি।
নয় সুদূরে,—অন্তঃপুরেই—
খুঁজলে তাঁরে পাবি ॥
সে অখণ্ডকে খণ্ড করে—
শিশুতার এই সাধনায়।
আজো যদি ডুবে থাকিস্—
কেমন করে চিন্‌বিরে তাঁয় ॥

সে যে সদানন্দ,—নিত্যানন্দে—
নিত্য লীলায় মগ্ন আছে।
সাগর মাঝে বাস করে মন—
জল খুঁজে তুই বেড়াস্ মিছে ॥
অজ্ঞানতায় অন্তরে তোর—
যতেক ভাবের হচ্ছে উদয়।
স্ব-প্রকৃতির ভাবের মাঝে
তাঁর লীলাই যে হচ্ছে হেথায় ॥

এমনি করে সেই অখণ্ড
এই অখণ্ড ভুবন মাঝে।
সৎ-চিৎ-আনন্দময়ই—
নাম রূপেতে আছেন সেজে॥
তাঁরে চিনতেই সাধন সবার—
নানা মত ও পথ ধরে।
বাহ্যাচারেই মত্ত থেকে—
চিন্‌বি তাঁরে কেমন করে?

সে রসময়ের রস-আস্বাদ—
এই চিত্ত যখন করবে রে তোর।
কৃষ্ণ কালী খোদা গডের—
সর্ব্বাস্বাদে থাক্‌বি বিভোর॥
সব রূপেতেই প্রকাশ যাঁহার –
সে যে বিরাট সে অনন্ত।
সকল রসেই পূর্ণ সে যে—
কোথাও নাই তার আদি অন্ত॥

প্রাণ বা আত্মা তোর বা সবার—
সে অখণ্ডই হয়ে আছে।
ধরে প্রথম কোন একে—
ফিরে আয় মন প্রাণের কাছে॥
সাধন যখন শুদ্ধ হবে—
শুদ্ধ-চিত্তে চাইলে তারে।
যথা রুচীই প্রকাশ হবে—
বিমুখ সে করেনা কারে॥

তাঁর পরশ যখন পাবিরে মন
সবায় পাবি তাঁরি মাঝে।
শুধু বাধাটুকু মুছে গেলেই—
দেখ্‌বি তারে বিশ্বসাজে॥
সেই প্রেমময়ের প্রেম সাগরে—
ভাস্‌বি যখন তুই ওরে মন।
মক্কা-কাশী-বৃন্দাবনের—
দেখতে পাবি সম্মিলন॥

—অমৃত রস—

চিনিনা তোমারে তাই এ সংসারে
ভ্রমি শুধু আঁধারেতে।
চিনি বা না চিনি জানি বা না জানি
তুমি কিন্তু আছো সাথে॥
নয় শুধু সাথে আপন মায়াতে
স্ব-কল্পিত "আমি" সেজে।
অন্তরে বাহিরে তুমি সর্ব্বাকারে
লীলায়িত বিশ্ব মাঝে॥

সে আমিটি লয়ে অহংএ মিশায়ে
জীব রূপে আছো ভুলে।
এমনি করিয়া আপনা ভুলিয়া
আপনি যেতেছ খেলে॥
যবে তুমি সত্য এ গহন তত্ত্ব
উপলব্ধি কর নীজে।

তখন সে চোখে যাও লীলা দেখে
এ দুটি চক্ষু বুজে ।।

তুমি আছো ভুলে তুমি আছো মূলে
আদি মধ্য অন্তে তুমি ।
জপ তপ ধ্যানে ভিন্ন আচরণে
নানা ভাবে ফের ভ্রমি ।।
এ আমি তো তুমি নহে ভিন্ন আমি
এ-ভিন্ন-বোধটি মুছায়ে ।
রাখো কৃপা করে "লীলা সিন্ধু" পরে
অমৃতের রসে ভাসায়ে ।।

—বৈষ্ণবত্ব লাভ—

বৈষ্ণবত্ব হয় অন্তরের ধন –
ফুলের সৌরভ যথা ।
ক্ষণসঙ্গে তাঁর সুশীতল স্পর্শে—
ঘুচে যায় যত ব্যথা ।।
শাস্ত্র যে বলেছে সাধু-সঙ্গ কথা,—
বৈষ্ণবই সেই সাধু ।
প্রকৃত বৈষ্ণবের সঙ্গ যে পেয়েছে
সেও পান করে মধু ।।

এ বিশ্ব-প্রপঞ্চে প্রকৃতির গুণে
গুণময় ভাব মাঝে ।

বৈষ্ণবজন করে বিচরণ
যথা পদ্মপত্রে নীর রাজে।
ত্রিগুণের মাঝে থেকেই সেজন—
গুণলিপ্ত নাহি হয়।
নির্গুণ ভূমে চিত্ত স্থির যার—
তারেই বৈষ্ণব কয়।

বৈষ্ণবত্ব নয় বাহ্য-বিকাশ
সে হয় অন্তর ধন।
পবিত্র সাধনে পরিশুদ্ধ মনে—
তবে জাগে সে রতন॥
শ্রীগুরুর কৃপা আশ্রয় করে--
তাঁরই নির্দ্দেশিত সাধনে।
শুদ্ধ-নির্ম্মল নিরভিমান চিত্তে—
মানবতার জাগরণে—

তবে সে পবিত্র অন্তর-মাঝে—
বৈষ্ণবত্ব ওঠে ফুটে।
চরমে আসিলে ভক্ত-ভগবানে—
মিলনও তখন ঘটে॥
এই মিলনের রস-আস্বাদনে—
বৈষ্ণবই ডুবিতে পারে।
হেন বৈষ্ণবের সঙ্গ লভে যেই—
একই গতিলাভ করে॥

—গুরুতত্ত্ব—

গুরু যে চিন্ময়—গুরু প্রাণময়
অনন্ত অব্যয়—গুরু যে অমৃত।
গুরুর স্বরূপ—এই বিশ্বরূপ
হয়ে সে অরূপ—সর্ব্বরূপে স্থিত।।
হয়ে সর্ব্বময়—রয়ে বিশ্বময়
প্রকাশ না হয়—অজ্ঞান আঁধারে।
সত্যের সাধনে—তত্ত্বের মিলনে
প্রেমের নয়নে—দেখা যায় তাঁরে।।

বাহ্য-আশা ভুলে—অন্তরে ডুবিলে
ঐকান্তিক হলে—স্পর্শ মেলে তাঁর।
পরশের ফলে—তবে দৃষ্টি খোলে
শূন্যে জলে স্থলে—ফোটে তদাকার।।
এ দেহ মাঝারে—ত্রিভুবন ভরে
দেখা যায় তাঁরে—চিন্ময় প্রভায়।
চিন্ময় দর্শনে—হৃদি-বৃন্দাবনে
সকলি তখনে—গুরুতে মিলায়।।

এ অবস্থা এলে—'সত্য-দৃষ্টি' খোলে
তবে হৃদিমূলে—সত্য প্রকাশয়।
সাধনার কালে—পথ ভুলে গেলে
"ভেদ-দৃষ্টি" ফলে—লুকাইয়া রয়।।
তাই ওহে মন—মোর নিবেদন
করহে সাধন—"সব তিনি" বোধে।
সবে আছে মিশে—সাধন অভ্যাসে
অবশ্য প্রকাশে—শ্রদ্ধায় যে সাধে।

সে অন্তরতমে লভিতে মরমে
অন্তরে হবে যেতে।
প্রবৃত্তির বশে যে ভাব প্রকাশে
সেথা রন গোপনেতে।
প্রবৃত্তি ভুলিয়া নিবৃত্তিতে গিয়া
চিত্ত বৃত্তি স্থির হলে।
সবই থাকিবে আসক্তি না রবে
নিরাসক্ত চিত্তে মেলে॥

গৌণে প্রবৃত্তি হইলে নিবৃত্তি
মুখ্যেতে ফেরে মতি।
প্রবৃত্তি রহিবে কৃষ্ণেতে ভাসিবে
এ বৃত্তি দুর্লভ অতি॥
এই বৃত্তি তরে যে সাধনা করে
ঐকান্তিক হলে পায়।
সাধনার কালে বাহ্যে যেই ভোলে
সে বৃত্তি অশুদ্ধ হয়॥

কারে নাহি ছেড়ে সবেরেই ধরে
যে 'প্রাণ কৃষ্ণ' সঙ্গ লভে।
এই জীবনেই আপন মাঝেই
ইষ্টরূপে হেরে সবে॥
নয় বাহিরেতে ফোটে অন্তরেতে
পবিত্র "বৃত্তি ও বোধে।"
সবে যার তরে বিভিন্ন প্রকারে
মত, পথ ধরে সাধে॥

নাম রূপ লয়ে গোড়ামী করিয়ে
যত হও অগ্রসর।
আদি তত্ত্ব সার বোধে নাই যার
তার কাছে অগোচর ॥
তত্ত্ব বিহনেতে বাহ্য সাধনাতে
শিশু সাধকেরা রয়।
এর প্রয়োজন রয়না তখন
হয় যার তত্ত্বোদয় ।।

—অন্তর্যামী—

দেহ ও আমিটি তোমা হতে জাত,—
তাইতো তুমিগো—"মাতা"।
তোমার স্পর্শে সক্রিয় আছে বলে—
তাইতো "জগৎ পিতা" ।।
ধরে আছো বলে সৃষ্টি স্থিতি লয়ে—
তাই তুমি হও "ধাতা"।
অবোধ হইতে স্ব-বোধেতে আনো—
তাই তুমি "পরিত্রাতা" ।।

'জীব-প্রাণ' যবে পরিশ্রান্ত হয়—
ভ্রমিয়া এ মায়ামরু।
করুণায় আনো স্ব-রূপের পানে—
হয়ে তুমি "সদ্‌গুরু" ।।

প্রতিটি প্রবৃত্তি প্রতি ইন্দ্রিয়ের—
পুরাও সকল তৃষা ।
নিজে সেই সাজে-সেজে বিশ্বমাঝে—
পরিতৃপ্ত কর আশা ॥

জীবের জীবনে যত কিছু ভাবে—
হতেছে যা প্রতিক্ষণে ।
তব স্পর্শে ; তব-প্রকৃতি তা করে,—
কিছু নাই আর এখানে ॥
এই সত্য আজি মরমে উদিছে—
সেই বোধে তোমা নমি ।
স্থূলে ও সূক্ষ্মে অন্তরে বাহিরে-
দেখি যেন অন্তর্যামী ॥

—মনুষ্যত্ব লাভ—

এ দুর্লভ জীবনেতে আগে মানুষ হও ।
অমানুষিক বৃত্তিগুলি ত্যাগ করে দাও

মনুষ্যত্বে স্থিত হলে, ধর্ম্ম আসে ।
অন্তর বাহির ভিন্ন---সেথা না প্রকাশে ॥

স্ব-ভাবেতে স্থিত যাঁরা, ধর্ম্ম সেথা রয় ।
ভিন্ন চেষ্টা লাগে নাকো—ক্রমে কাছে পায়
"স্ব"-বলিতে তিনি নিজে—তুমি আমি নয়
তাঁর ভাবে অবস্থানেই তাঁরে পাওয়া যায় ॥

চাই সত্য সরলতা অহিংসা সংযম ।
অকপট হয় যেন চিত্ত বুদ্ধি মন ॥
জীব মাত্রে "শিব বোধে" দরশন হলে ।
মায়াবদ্ধ হৃদিদ্বার তবে তার খোলে ॥

এই ধারা পথে খোলে মর্ম্মচক্ষু তার ।
"প্রাণ-কৃষ্ণ-লীলা-বোধে" ফোটে এ সংসার ॥
হেয় শ্রেয় প্রিয়াপ্রিয় ঠাকুর ও কুকুরে ।
প্রচ্ছন্ন-কৃষ্ণের রূপ সেই চোখে হেরে ॥

"কৃষ্ণব্রহ্ম,"—তিনি তো আর বিশ্ব ছাড়া নয় ॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে—নিত্য তিনি রয় ॥
ভক্তের আকাঙ্ক্ষামত—রূপে জাগে প্রাণে ।
কালী কৃষ্ণ খোদা : ড্—সংস্কারের টানে ॥

যে ভাবেই সাধনা কর,—মনুষ্যত্ব লভি—
স্ব-ভাব করিলে লাভ,—তবে পাবে সবি ॥
বাহিরে সাধুর ভাণ,—অন্তরে গরল ।
মনে মুখে ভিন্নজনের সকলি বিফল ॥

কোথা নাই ভগবান—বিশ্বসত্ত্বা কার ?
প্রাণসত্ত্বারূপে তিনি করিছে বিহার ॥
প্রাণাত্মারে যে চিনেছে তারি চিত্তে ফোটে ।
বিশ্বময়ই হেরে তাঁরে সর্ব্ব ঘটে ঘটে ॥

—বৃথা কলরব—

না করিয়া সব বৃথা কলরব
এসো—"প্রাণ-কৃষ্ণে" করি অনুভব
চেষ্টা সৎ হলে অবশ্য সম্ভব
সত্যই তিনি যে আপন সবারি।
সাধন-প্রচেষ্টা শুদ্ধ না হইলে
সেই "শুদ্ধ-ধন" কভু নাহি মেলে
অন্তর বাহিরে ভিন্নভাব হলে
বসিবে কোথায় দয়াময় হরি॥

বিষয়ের টানে যশ-অভিমানে—
সাধন-মার্গে ফেরে যেই জনে—
কিংবা রহিলে হেয় শ্রেয় জ্ঞানে
ভাব মতই লাভ হয়।
তত্ত্ব লভিতে এলে ব্যাকুলতা
ক্রমে ক্রমে সত্য ফুটে ওঠে সেথা
সেই জ্ঞানালোকে দেখে সে সর্ব্বথা
অন্তর বাহির সবই কৃষ্ণময়॥

সত্যের কভু হয় নাকো লয়
অসত্যের কভু স্থায়িত্ব না রয়
নিত্য অনিত্য ছুঁয়ে লীলা হয়
নিত্যের পানে ফের।
বাহ্য আকর্ষণ যশঃ মান আশা
সেখানে পুরেনা নিত্যের পিপাসা
"প্রাণই" নিত্যসত্য! চাই হেথা আসা
প্রাণেরি প্রকাশ সবতেই হের॥

দেখিতে পাইবে বৃক্ষ লতায়
দেখিবে তাঁহারে আকাশের গায়
পরিজন মাঝে লভিবে তাঁহায়
আপনার মাঝেও হেরিবে।
যিনি বিশ্বপ্রাণ, তিনি তব প্রাণ
বিশ্ব বিশ্বাতীতে যাঁর অবস্থান
শাস্ত্রমতে তিনিই হন্ ভগবান
কোথায় তাঁহারে খুঁজিতে যাইবে?

প্রাণে প্রেম হলে বিশ্ব প্রেম আসে
এক প্রাণে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশে
এই সত্য যার নয়নেতে ভাসে
দ্বন্দ্বাতীত ভূমি সেই জন পায়।
বিভেদ ভুলিয়া অভেদে থাকিয়া
এলোকেই কৃষ্ণ প্রেমেতে ভাসিয়া
পরলোকে কৃষ্ণেই যায় সে মিশিয়া
ত্রিতাপ দহন হয়ে যায় ক্ষয়।।

—সাম্প্রদায়িকতার-হেতু—

গুরু হন মাত্র সেই একজনই —
"জগতের গুরু তিনি।"
এ স্থূল-দেহেতে তাঁর আবির্ভাব—
ঘটাইতে পারে যিনি।

শুদ্ধ সাধনে সকল বাঁধন
মুক্ত হয়ে গেছে যার।
দীক্ষা দানিতে গুরুতে মিলাতে
তারই রয় অধিকার ।।

সব বাঁধনের উর্দ্ধে থাকে সে
শ্রীগুরুর আবির্ভাবে—
—আমিত্ব থাকে না ! গুরুই শিষ্যেরে—
দীক্ষাদান করে তবে ।।
শত জনমের পাপ-সংস্কার
হোক যত রাশি রাশি।
তুলায় অগ্নি পরশের মত
অবশ্য ফেলিবে নাশি ।।

কামনা বাসনা রাগ দ্বেষ আদির
পীড়নে—পীড়িত যারা।
স্বার্থ পুরাতে দীক্ষা দানিতে—
সতত উণ্মুখ তারা ।।
জাগতিক ভোগকে স্থায়ী করিবারে
"গুরু-করণ" করে যারা।
তেমন শিষ্য একূলে ওকূলে
হ'য় যায় সর্ব্বহারা ।।

সৌভাগ্যের গুণে সদ্‌গুরু লাভে,
হয় অমৃতের আস্বাদন।
সদ্‌গুরু-কৃপা লভিতে হইলে—
বহু ভাগ্যেরও প্রয়োজন ।।

যতকাল নাহি যোগ্যতা হবে—
সদ্‌গুরু-কৃপা হয় না।
দল গড়িতে বিভেদ ছড়াতে—
তেমন গুরু বহুজনা।।

সময় না হলে হয় না কিছুই—
কিন্তু দেখি অসময়ে—
অনেকে বেড়ায় সাজ পোষাকেতে—
সাধু গুরু ভক্ত হয়ে।।
তাইতো সমাজে "এক-সত্যেরে"
বিকৃত করিয়া বহুতে—
সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতা—
দিকে দিকে দেখি ছড়াতে

—আমি—

নির্জ্জন ঘরেতে আছি,—আর কেহ নাই।
কেহ নাই,—তবু যেন কার দেখা পাই॥
সে কে,—ভাবি মনে মনে,—স্বজনে নির্জ্জনে—
ছায়া হতে সূক্ষ্মভাবে আছে মোর সনে?

সে তো এই দেহ নয়, সে হয় ঐ "আমি"॥
আমিরে চিনিনা বলে জন্ম মৃত্যু ভ্রমি॥
তাঁরে অস্বীকার করে—আমি সাজি নিজে।
আমারি কর্ত্তৃত্ব ভাবি জীবনের কাজে॥

এ তাঁরি মায়ার খেলা,—এ-ম-নি করিয়া।
এই বিশ্ব-লীলাঙ্গনে যেতেছে খেলিয়া॥
যেই জীব,—এই শিবে—জ্ঞানেতে হেরিবে।
অসমোর্দ্ধ-প্রেমে তাঁর,—সেই ভেসে যাবে॥

সে আমিটি হয় জেনো "প্রেমের পুতুলি।"
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভাসে,—সে প্রেমে সকলি॥
এই সত্যে ফিরিবারে যাহা প্রয়োজন।
সমাজে তারেই কয় সাধন ভজন॥

চব্বিশটি তত্ত্বের আছে চব্বিশ বিকার।
সাধনে যে যেতে পারে বিকারের পার—
সাধন-সার্থক তারই,—দুর্লভ জীবনে।
মিথ্যা আমি মুছে যায়, "সত্যে" সেই চেনে॥

—ব্যর্থ-অব্যর্থ—

মা তুমি নির্গুণা নিরাকারা হয়ে
স্ব-প্রকৃতি মাঝে সাকার হইয়ে
গুণাশ্রয়ী হয়ে ত্রিগুণে লইয়ে
নিত্য লীলায়িত ভুবনে।
স্ব-মায়ায় রচি বিশ্বে ব্যবধান
অসংখ্য প্রকারে নিত্য ক্রিয়মান
মায়াবশে জীব না পেয়ে সন্ধান
ভ্রমিছে আঁধার-গহনে॥

তুমি মা অভয়া বরাভয় দানে—
মায়া পাশরিয়া যারে নাও টেনে
তব করুনায় তারি মনে প্রাণে
এ লীলা স্ফুরিত হয়।
যতদিন জীব আমিত্ব আঁকড়ি
সেই অভিমানে যায় কর্ম্ম করি
জানেনা বটে সে,—তুমি ঘাড়ে ধরি—
—মায়াচক্রে রাখো তায় ।।

পথ সেই পায়,—তব তত্ত্ব লভি—
—শরণাগতি যার হয়ে যায় সবই,
বিশ্বময় দেখে-যে তোমারে দেবি
স্নেহ ঝরে তারি শিরে।
অখণ্ড তোমায় যে খণ্ড করে দেখে
রাগ দ্বেষ দ্বন্দ্ব,—তারে ঘিরে রাখে
সাধন করেও সে পায়না তোমাকে
জন্ম জন্ম মরে ঘুরে ।।

মিথ্যা দেহটিকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়া
অন্তরে যেজন চায়না ফিরিয়া
সূক্ষ্মে যে লীলা যেতেছ করিয়া
সেই দৃষ্টি নাহি পায়।
করিয়াই বাহ্য সাধন ভজন
সম্মুখে রাখে সেই অভিমান
সেজন পায়না করুণার দান
সকলই ব্যর্থ হয়।

———

—অভিনয়—

অভিনেতা যখন অভিনয় করে—
তখনি—হয় তা মধুময় ।
দর্শক সহ অভিনেতা নিজেও—
তা হতে আনন্দ পায় ।।
এই বিশ্বরূপ অভিনয়-মঞ্চে—
শাশ্বত অভিনেতা—
নিজ প্রকৃতিরে সঙ্গিনী করে—
অভিনয় করে হেথা ।।

নিগুর্ণ আর নিরাকারে থেকে—
হয়না লীলাভিনয় ।
প্রকৃতির মাঝে তাইতো সাকারে—
অভিনয় করে যায় ।
যা কিছু মাধুর্য্য কিংবা ঐশ্বর্য্য—
সে নেতারই কুশলতা
কিন্তু গুণময় মঞ্চ ব্যতীত—
ফোটেনা তো মধুরতা ।।

প্রকৃতির মায়া সহায় করিয়া—
'মায়াবী' হইয়া নিজে ।
হর্ষ বিষাদাদি অসংখ্য দৃশ্যে—
সাজিছে অসংখ্য সাজে ।।
শুধু মাত্র থেকে মায়া অন্তরালে—
করিছেন লীলা-অভিনয় ।
"শুদ্ধ-বোধ-রূপী" দর্শক সেজে—
রস-আস্বাদন করে যায় ।।

মায়ার প্রভাবে প্রবৃত্তির বশে—
জীবত্বের অভিমানে।
স্বরূপ ভুলিয়া নিজে এ লীলায়—
ভ্রমিতেছে অজ্ঞানে।।
সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠাবস্থায় মানব দেহেতে—
গুরুশক্তির মহিমায়।
স্বগত মায়ারে শিথিল করিয়া—
আস্বাদন করে অভিনয়

[খ]

তাই মানবের সাধন ভজন—
বোধেরে শুদ্ধ করিবারে।
"শুদ্ধবোধ" ছাড়া এই লীলাতত্ত্ব—
থেকে যায় অন্ধকারে।।
তাই সাধনায় রয়নাকো যেন—
জাগতিক কোন আশা।
সূক্ষ্ম আশাও মরীচিকা সম—
জীবনে বাড়ায় হতাশা।।

যশ মান খ্যাতি,—সাধন-অভিমান—
এরে কয় "সূক্ষ্ম-আশা"
কামিনী কাঞ্চন বর্জ্জিত হলেও;
—ইহাতেও বাড়ে পিপাসা।।

এ পথেও কেহ পায়নাকো কভু—
হেরিতে এ অভিনয়।
স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্ব আশা ত্যাগী-ই —
"শুদ্ধ-বোধে" দেখা পায়

—সাধক অসাধক—

কালী কৃষ্ণ খোদা গুরু যাই বল' তাঁরে।
ভাব মত কৃপা তিনি করেন সবারে ।
তিনি কিন্তু এক - নিত্য, রন্ নিরাকারে ।।
ভাব ধরে ফুটে ওঠে স্ব-প্রকৃতি পরে ।।

বিশ্বের যে 'স্থূলরূপ' তুমি আমি সহ।
এই-ই তাঁর 'লীলারূপ'-তুই নাই কেহ ।।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে থেকে এরি মাঝে।
আপন-প্রকৃতি পরে আছে স্থূল সাজে ।।

নির্বিকার হয়ে তিনি প্রকৃতি বিকারে—
অসংখ্য নাম রূপে ফুটিছে সাকারে ॥
সূর্য্য যথা এক হয়ে তরঙ্গের-পরে ।
একাই অসংখ্য হয়ে বিচরণ করে ॥

সেইরূপ প্রতি নামরূপে করে খেলা ।
অনাদি অনন্ত ভাবে হতেছে এ লীলা ।।
শাশ্বত এ নিত্যলীলা দরশন তরে ।
সাধনা করিছে নর অসংখ্য প্রকারে ।।

সাধন উদ্দেশ্য শুধু তাঁরে চিনিবারে।
চিনিলে হেরিবে তাঁরে আপন মাঝারে॥
তৎসহ সর্ব্ব নামে সর্ব্বরূপ মাঝে।
ইষ্টস্ফূর্ত্তি হয়ে সাধক পায় তাঁরে খুঁজে॥

তখন সে সাধকের যাঁহা নেত্র পড়ে।
ভাবমত ইষ্টমূর্ত্তি তাহাতেই স্ফুরে॥
সাধক জীবনে হয় এই সত্য ধারা।
ভেদ বা গোঁড়ামি করে অসাধক যারা॥

—সীমার মাঝে অসীম তিনি—

অন্তরটিকে শুদ্ধ করে
সাধনাতে যেজন ফেরে
অন্তরেতেই পায় তাঁহারে
যে নাম রূপেই পেতে সে চায়।
সে যে সবার অন্তর ধন
বাইরে ক'রে তার অন্বেষণ
বাহ্য নিয়েই মত্ত যেজন
সেই "নিত্য-সত্যে" সেজন না পায়॥

ধ্যান ধারণার মাধ্যমেতে
সেই 'সত্য-তত্ত্বের' গভীরেতে
সাধক যখন পারে যেতে
সেই অতলের সভা মাঝে।

দেখে তখন সেই অসীমে
সীমার মাঝেই আসে নেমে
সাধনা যায় আপনি থেমে
ফুটে ওঠেন বিশ্বসাজে ॥

তাঁর প্রেম-সুরের ঝঙ্কারেতে
হৃদ্‌-পদ্মটি ফোটে তাতে
দেহাত্ম-বোধ কোন মতে
রয়না তখন আর ।
সে সুর বাজে গুল্মলতায়
চন্দ্র সূর্য্যে আর তারকায়
নিজের মাঝেও শুনতে সে পায়
"দুই"—থাকেনা তার ।।

দ্রষ্টব্য :—

—"মোর নিঃশ্বাসে ও নিমেষের পাতে—
চেতনা, বেদনা, ভাবনা, আঘাতে—
কে দেয় সর্ব শরীরে ও মনে
তব সংবাদ আনি ।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে—
কেমনে, কিছু না জানি" ॥
—রবীন্দ্রনাথ—

—কৃষ্ণের সন্ধানে—

ঊর্দ্ধের পানে দৃষ্টি না ফিরালে—
সূর্য্যেরে দেখা যায়না।
তত্ত্বের পথে সাধনা না হলে—
কৃষ্ণলাভ কভু হয়না॥
কৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝিলে তবেই—
শ্রীকৃষ্ণেরে চেনা যায়।
সর্ব্বময় ব্রহ্ম একমাত্র তিনিই—
ব্যাপ্ত এ ভুবনময়॥

কেমনে কিভাবে ব্যাপ্ত তিনি হেথা—
সে তত্ত্বের সন্ধানে—
সাধনার সাথে সচেষ্ট থাকিলে—
ক্রমে আসে অনুমানে॥
কৃষ্ণই নিজ লীলা আস্বাদিছে—
এই স্থূল দেহটিকে ধরে।
নিজেই পঞ্চ তন্মাত্র হইয়া—
ব্যাপ্ত তিনি চরাচরে॥
স্বভাবতঃ জীব মায়ার অধীনে—
এই সত্য ভুলে গিয়ে।
"কৃষ্ণ তত্ত্ব-বোধে"—বঞ্চিত হয়ে—
আছে দেহাত্ম বোধ নিয়ে॥
দেহ বিকারের বশে ঘুরে ঘুরে—
তাহারই আকর্ষণে।
দেহান্তরে তাই করে আসা-যাওয়া—
জন্ম-মৃত্যু আবর্ত্তনে॥

শ্রেষ্ঠ ও দুর্লভ মানব জীবনে—
সাধন প্রচেষ্টায়।
এ প্রকৃত সত্য আয়ত্ব করিতে—
ঐকান্তিক যেবা হয়—
সেই ক্রমে দেখে—"দেহ বিকারের—
ঊর্দ্ধে—নির্ব্বিকারে—

বিশ্বপ্রাণ রূপে শ্রীকৃষ্ণ কেমনে—
যেতেছেন লীলা করে?॥
সাধনার সাথে তত্ত্ব চিন্তনেতে—
স্থূলাসক্তি নাশ হলে।
সূক্ষ্ম নয়নে প্রাণকৃষ্ণ-ধনে—
তবেই দর্শন মেলে ॥
তত্ত্ব-প্রস্ফুরণে কৃষ্ণ-দরশনে—
মায়ার বাঁধন কাটে।
কোন অভিমানে শতেক সাধনে—
এ সৌভাগ্য নাহি ঘটে ॥

কৃষ্ণ নন্ শুধু স্থূল মূর্ত্তি মাত্র—
সর্ব্বব্যাপী তিনি সূক্ষ্মেতে।
তাঁর তত্ত্বসহ সূক্ষ্মের সাধনে—
ফুটিবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ॥
স্থূলাসক্তির ক্রমে লয় হলে—
সূক্ষ্মের ধারণা প্রভাবে।
স্থূল সূক্ষ্ম তখন হয়ে একাকার—
কৃষ্ণময় বিশ্ব হবে ॥

— — —

৩০৫

দ্রষ্টব্য :—

১। তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে,—
পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে।
ক্ষণমিহ স্বজ্জন সঙ্গতিরেকা—
ভবতি ভবার্নবতরণে নৌকা ॥
—শ্রীমন্মহাপ্রভু—

২। শতজন্ম করে যদি নাম সংকীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।

—ভাব—

অন্তরে ফুটিছে যত ভাব রাশি—
সবে তাঁর স্পর্শ আছে।
রূপ রস আদি তন্মাত্রের যোগে—
চিদাকাশে ভাব ফুটিছে॥
লীলা-রসাস্বাদ করিবারে তিনি—
নিজেই তন্মাত্র হয়েছে।
স্বীয় প্রকৃতির অবলম্বনে—
সংখ্যাতীত রূপ ধরিছে॥

এই নিত্যলীলা সুচারু করিতে—
স্ব-মায়ায়,—ছায়া রচিয়া।
একমেবাদ্বিতীয়ম্—হয়েই—
অসংখ্যে যেতেছে খেলিয়া॥

অপরূপ হতে অপরূপ লীলা—
দেখে যায় সেই জনে ॥
সাধনার সাথে এই তত্ত্ববোধ—
জাগে যার শুদ্ধ মনে ॥

সকল শাস্ত্রের সারতত্ত্ব রূপে—
এ সত্যই প্রকাশিছে।
গুণময়ী মায়ার ত্রিগুণের বশে—
জীব কিন্তু ভুলে আছে ॥
সার তত্ত্বটিকে আয়ত্ব করিতে—
চিত্ত যার রহে সাধনে।
শ্রীগুরু কৃপায় উপলব্ধি হয়—
সর্ব্ব-অভিমান বর্জণে ॥

'মিথ্যা-আমি' বোধ মুছে যায় যবে—
"সব-তিনি",—বোধে ফুটিলে
এই স্থূল বিশ্বে গন্ধে স্পর্শে দৃশ্যে—
সত্যের দর্শন মেলে ॥
এ সত্যই হন্ সৎ-চিদ্-আনন্দ!—
সাধক সে রস পায়।
মায়া যবনিকা মুক্ত হয়ে ক্রমে—
সে রসেই ভেসে যায় ॥

দ্রষ্টব্য :—

"প্রমাদাচ্ছন্ন মানুষ চিরকাল স্বপ্ন দেখ্ছে যে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপূর্ণতা আসবে সামাজিক ও শাসন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে;

কিন্তু একমাত্র অন্তরাত্মার পূর্ণতার দ্বারাই বাহ্যিক সকল অবস্থার পরিপূর্ণতা আনা যেতে পারে।

তুমি যা অন্তরে,– বাহিরে তা-ই উপভোগ করবে। এমন কোন কল নেই যা তোমাকে তোমার সত্তার বিধানের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে।"

—শ্রীঅরবিন্দের বানী—

—সহজ সত্য—

[ক]

আমি যে তোমাতে আছি দিনে রাতে
এ কথা তো আগে বুঝিনি।
"শাস্ত্র-সার" কথা দিল যে বারতা—
মরমের কানে শুনিনি॥
যা আছে বাহিরে তাহারেই ধরে
শান্তি পেতে চেষ্টা করেছি।
তোমাতে যে শান্তি হইয়া বিভ্রান্তি
তাহাই পাসরি রয়েছি॥

বেলা বয়ে গেল সন্ধ্যা হয়ে এল
আঁধার আসিছে ঘিরে।
হেন অসময়ে সে পথ ধরিয়ে
পাবো কিগো তোমা ফিরে?
ওগো দয়াময় তব করুণায়
পঙ্গু ওঠে হিমাদ্রীতে।

বাচালের ছলে বোবা কথা বলে
সম্ভবে গুরু-কৃপাতে ॥

সে গুরু কৃপায় টানিছে আমায়
তাই নাই কোন সন্দ।
সেই ভরসায় চলি এ যাত্রায়
হে গুরো নিগমানন্দ ॥
ট্রেন যাত্রাকালে টিকিট থাকিলে
যাত্রী যথা রয় নির্ভয়ে।
তোমারে লভিতে আছি ভরসাতে
তোমারি করুণা পেয়ে ॥

[খ]

এ হেন সন্ধ্যায় তাই মনে হয়
এইতো রয়েছ তুমি।
তুমি এ দেহেতে বিশ্ব ভুবনেতে
সেজেছো সবারই "আমি" ॥
সেই আমিটিরে তাই আছি ধরে
"তুমি বোধে" তারে ফিরায়ে—
বৃক্ষ লতা জীবে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে
"তোমা-বোধে" যাই দেখিয়ে ॥

জীবনে মরণে আছি তোমা সনে
এ "সহজ-সত্যটি" ধরি।

সাধু ও চোরেতে শত্রু ও মিত্রতে
"তোমা-বোধে" যাই হেরি ॥
এমনি বোধেতে তোমাতে আমাতে
মুছে দাও সব ব্যবধান ।
শেষ এ মিনতি দাও এই মতি
ওহে গুরো ওগো ভগবান ॥

—সাধনার বাধা—

তুমিই সবার চির আপনার
আপনারেই ভুলে রয়েছি ।
বাহিরের টানে আপনার পানে
গতিপথ হারায়েছি ॥
তাই নানা ছলে ভ্রমি মহীতলে
ফিরি তব সন্ধানে ।
প্রাণময় হয়ে অন্তরে লুকায়ে
লীলায়িত তুমি গোপনে ॥

সে গোপন পথে যে পারে এগুতে
গুহ্য গোপন সাধনায় ।
আপনারি মাঝে নব নব সাজে
সেই তব সঙ্গ পায় ॥
বিশ্বে বিরাজিছ এ দেহেও আছ
স্ব-মায়ার অন্তরালে ।
সে দিকে না চেয়ে বিপথে চলিয়ে
ফিরি শুধু গোলেমালে ॥

সুপথে ফিরাও শুদ্ধ বোধ দাও
শুদ্ধ-বোধেতে তবে—
যাহা অপরূপ তোমার স্বরূপ
অন্তরে প্রকাশ হবে ॥
যে চিন্ময় রূপে তুমি চুপে চুপে
মৃন্ময়-মাঝে ফুটিছ ।
মৃন্ময়ও হয়ে আপনারে লয়ে
নীজ লীলারসে ভাসিছ ॥

লইয়া আমায় রাখো হে সেথায়
সেই লীলাভূমে এনে ।
বাহ্য আড়ম্বরে ভুলায়োনা মোরে
নীরবে লওগো টেনে ॥
শ্রীগুরু কৃপায় যদি হে আমায়
ফিরালে সত্যের পানে ।
কোন অভিমানে যেন এ জীবনে
বাঁধিওনা মাঝখানে ॥

—জগন্নাথ দর্শন—

শ্রীক্ষেত্র পুরীতে "জগন্নাথ" হেরিতে
অনেকেই সেথা যায় ।
কেহ ট্রেন পথে কেহ বা 'বাসেতে
যে যাহার সুবিধায় ॥

উদ্দেশ্য সবার দর্শন তাঁহার
"যানবাহন",—উপায় সেথা।
উপায়ে লইয়া দ্বন্দ্বতে মজিয়া
কেহ কেহ দেখি ভ্রমিতেছে বৃথা।।

এই ভ্রম হতে যে পারে ফিরিতে
শাশ্বত সত্যের পানে।
সে সাধক ক্রমে পৌঁছায় সে ধামে
পরিতৃপ্তও হয় দর্শনে॥
উপায় স্বরূপে কোন নাম রূপে
অবশ্যই কর চিন্তন।
উদ্দেশ্য ভুলিয়া উপায় লইয়া
দ্বন্দ্ব করা অকারণ।।

যদ্যপি না হয় সত্যের উদয়
থাকো শুধু স্বীয় সাধনায়।
সাধনার কালে উদ্দেশ্য যে ভোলে
তার সকলই ব্যর্থ হয়।
উপায়ে মজিয়া 'রূপ-দ্বন্দ্ব' নিয়া
যেই রহে সাধনায়।
সে হয় বঞ্চিত করে সে অহিত
অনুগামী যারা রয়।।

—সাধন রহস্য—

যতক্ষণ রবে আমি-অভিমান
ততক্ষণ পাবে না কৃষ্ণের সন্ধান
নিঃশেষে আমিটি হলে অবসান
কৃষ্ণের দর্শন পাবে।
দর্শন হলে আর দ্রষ্টা থাকে না
দৃশ্য দ্রষ্টা দুই-ই হয় একজনা
স্থূলে রয় বটে বাহ্য দেখা শোনা
সূক্ষ্মেতে দুই না রবে ॥

এই স্তরে যারা করে বিচরণ
তাদেরি সার্থক মানব জীবন
পর্ব্বতে কাননে নাহি প্রয়োজন
সহস্র বন্ধনে থেকে—
সবেতেই তারা কৃষ্ণসঙ্গ পায়
স্থাবর জঙ্গম হেরে কৃষ্ণময়
জীবনে মরণে সর্ব্ব অবস্থায়
কৃষ্ণবোধে তারা থাকে ॥

অসংখ্য ভেদেতে অভেদ-দর্শন
নিঃসংশয়ে করে সে দিব্য নয়ন
দুয়ের অস্তিত্ব রয়না তখন
একাকার হয় অন্তর বাহির।
লভিয়াছ মন ইহারি কারণ
এ হেন দুর্লভ মানব জীবন
"ভেদ-দৃষ্টি" তাই করহ বর্জ্জন
ধারণা তোমার হইবে সু-ধীর।

সচ্চিদানন্দের আনন্দ রসেতে—
তবে চিত্ত তব পারিবে পশিতে
"জীব", —গতি লভে ধারণা বশেতে
"সু-ধারণার" তরে সবারি-সাধন ।।

নামরূপ দ্বন্দ্বে ভেদের সাধনা
করিতেছে বটে বহু শিশু জনা
দ্বন্দ্বের অতীতে না গেলে ধারণা
তেমন সাধন ব্যর্থ-অকারণ ।।

দ্রষ্টব্য :—

"জগতের যত অনু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চির গৌরব
একথা না যদি শিখিলে ।
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে ।।"

—রবীন্দ্রনাথ-

—উৎসে ফিরে এস—

"বদ্রীনাথ" দর্শনে পর্ব্বত আরোহণে
যে ওঠে সুউচ্চ শিখরে ।
বহু বিঘ্ন-বাধা করিয়া সমাধা
সেই দেখা পেতে পারে ।।

মূল উর্দ্ধে আছে গেলে তার কাছে
তবে "উৎস" দেখা যায়।
অন্তরের মতি যেথা নিম্ন গতি
সে সাধনে লভ্য নয়॥

অতএব মন কর প্রাণপণ
'উৎসে' যেতে সযতনে।
বাধা বিঘ্নে-হেলি উর্দ্ধে দৃষ্টি মেলি
রত থাকো নিজ সাধনে॥
নিম্ন-ভূমে হেথা হতেছে সর্ব্বথা
মায়ার কুহক খেলা।
ইহারই প্রকোপে সত্যকে-মিথ্যারূপে,
না জেনে হেরিছ লীলা॥

এ মিথ্যা-প্রবৃত্তি হইয়া নিবৃত্তি
সত্য পানে তাহা গেলে—
স্ব-দেহ মাঝারে আজ্ঞাচক্রোপরে
কৃষ্ণ-দরশন মেলে॥
ক্রমশঃ বিস্তারি সারা বিশ্বোপরি
লীলার স্ফুরণ হয়।
সে শুদ্ধ দৃষ্টিতে এ স্থূল জগতে
সবই হয় ব্রহ্মময়॥

যেই ব্রহ্মে সবে ডাকিছে সরবে
কৃষ্ণ কালী খোদা ব'লে।
মূলে তিনি সবে ধরে আছ ভবে
তাঁর কাছে এস চলে॥

আসিলে এখানে হেরিবে নয়নে
একই সে "উৎস" হতে।
অসংখ্য ভাবেতে নাম ও রূপেতে
তাঁহারি প্রকাশ জগতে ।।

—তন্ত্র শূণ্য সাধনা—

গভীরে গমন না করিলে মন
কেমনে লভিবে সে পরম ধন।
শুধু নাম গানে লভিবে কেমনে
নাম সাথে নামীর না হলে মনন ॥
সাধনা করিয়ে মনকে ফিরায়ে
বাহির হইতে অন্তরে আনিলে।
অন্তরের ধন হবে দরশন
জাগিবে আপন অন্তরের মূলে ॥

হেরিবে তখন তাঁরি বিচ্ছুরণ
এই মায়াময় সারাটি ভুবন।
রবেনা অদৃশ্য শব্দ স্পর্শ দৃশ্য
বোধে ; তিনি রূপে হবে প্রস্ফুরণ ।।
জপ তপ ধ্যানে গ্রহণে প্রদানে
দেখা পাবে তাঁর, তারি মাঝখানে।
তুমি করিছ না হবে এ ধারণা
দেখিবে তিনিই করিছে কেমনে ॥

তাঁহার সাধনে দুর্লভ জীবনে
হেন অনুভূতি না আসা অবধি।
সাধনা তোমার হতেছে অসার
বাহ্য-আকর্ষণে আছো অদ্যাবধি ।।
ত্যজ আকর্ষণ কর প্রাণপণ
তবে "প্রাণ-কৃষ্ণে" হইবে মিলন।
প্রাণই কৃষ্ণ খোদা জানিও সর্ব্বদা
প্রাণই ইষ্টরূপে দেন দরশন ॥

জেনো দুই নাই প্রাণই একাই
অসংখ্য সাজে সাজিয়া।
পুরুষ ও প্রকৃতি ধরিয়া আকৃতি
যেতেছেন লীলা করিয়া ॥
সেদিকে তাকাও লীলা সাথী হও
মায়া দেবে পথ ছেড়ে।
বাহ্য আকর্ষণে তত্ত্বের বর্জনে
দুর্ভোগ যাবে বেড়ে ।।

———

—সহজ সরল শাশ্বত তিনি—

মানব দেহেতে মনুষ্যত্বটিকে —
জাগ্রত করে তোল।
আচার-সর্ব্বস্ব হয়োনা হে মন—
বিচারের পথে চল ।।

বিচার সম্ভূত আচারই শ্রেষ্ঠ,—
এই সত্য মনে রেখো ।
আচারকেই শুধু প্রাধান্য দানিয়া—
বঞ্চিত হয়োনাকো ॥

তুমি যাঁরে চাও সবে যাঁরে চায়—
সবেতেই তিনি রয়েছে ।
সবে অবজ্ঞিয়া আচারে ডুবিয়া—
তাঁহারে পাবেনা কাছে ॥
বাহ্য আচারে আর আড়ম্বরে—
বাঁধা আছো অভিমানে ।
অভিমান ভরা অন্তরে,—তাঁহার
—প্রকাশ হইবে কেমনে ?

তিনি যে শাশ্বত সহজ সরল,—
বাহ্যে মায়ার খেলা ।
সেই বাহ্যেতে ম'জে থাকো যদি—
কেমনে হেরিবে লীলা ?
সহজেরে পেতে সহজ পথেতে—
হয় যার অগ্রগতি ।
সহজ হইয়া সহজে লইয়া—
তারই হয় গতাগতি ॥

সরলের আশে সরল বিশ্বাসে—
সরল পথেতে গেলে ।
শত অসাম্য অসরল মাঝেও—
"সরল-স্পর্শ" মেলে ॥

ভেবে দেখ মন; বাঁধা পড়ে গেছ—
আচার ও অনুষ্ঠানে।
মতিগতি তব ভরে আছে তাতেই—
তাইতো ফোটেনা প্রাণে ॥

সবকে লভিতে ভোল এই সব—
বাহিরের যত খেলা।
এরই অন্তরালে তাঁর অবস্থিতি—
গম্ভীরে রয়েছে মেলা ॥
শ্রীগুরু কৃপাতে এসো গভীরেতে—
"দুর্লভ-জীবন" তাই।
শুধু জৈব-ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিতে—
এ দেহেতে আসে নাই ॥

—এসো গো ফিরিয়া—

"জীব-হৃদি-লীলামঞ্চে" অষ্ট সখি সাথে।
রসরাজ নিজেই আছে লীলারসে মেতে ॥
পঞ্চভূত মন বুদ্ধি জৈব অহংকারে।
মঞ্চরূপে রচিয়াছে নিজেই নিজেরে ॥

নিজে হয়ে অভিনেতা,— অভিনয় রসে।
প্রাণ আত্মা হয়ে আছে সে রসেই ভেসে ॥
খেলিছেন জীব চক্ষে মায়া পর্দা ঢাকি।
অসংখ্য প্রকারে লীলা করেন একাকী ॥

মায়া ভ্রমে জীব তাই এ সত্য ভুলিয়া ।
মায়া সৃষ্ট "আমিবোধে" রয়েছে ডুবিয়া ।।
এই ভ্রম হতে জীব মুক্তিলাভ তরে ।
নানা নানা মতে পথে সাধনাটি করে ।।

সাধনার প্রথমেই হেয় শ্রেয় জ্ঞানে ।
কেহ কেহ ভ্রমিতেছে আত্ম-অভিমানে ।।
কে যে আত্মা কে যে আমি এ তত্ত্ব না বুঝে ।
সুদূরে সতত তাঁরে মরিতেছে খুঁজে ।।

হে সাধক ইষ্ট তব যেই হোক নাকো ।
পরমাত্মাই তব আত্মা, নিজ মাঝে দেখো ।।
গুরুদত্ত সাধনেরে অবলম্বন করে ।
ধীরে ধীরে এস তুমি অন্তরেতে ফিরে ।।

ক্রমশঃ দেখিতে পাবে যিনি ইষ্ট তব ।
তাঁহারাই লীলার মূর্ত্তি -এ বিশ্ব বৈভব ।।
তুমি হও সে লীলার চির সহচর ।
সঠিক সাধনে ইহা হইবে গোচর ।।

হেথা এলে গতাগতির হয় অবসান ।
জীবনে মরণে হয় তাঁতে অবস্থান ।।
ঘুরিতেছ এই মিথ্যা আমিটি ধরিয়া—
বহু জন্মাবধি ! এবে এসো গো ফিরিয়া ।।

—সাধনার লক্ষ্য—

নিয়তই তাঁর সঙ্গে আছিস—
শুধু চিনিস্‌না মন তাঁরে।
তাঁর তরে তুই সাজ-পোষাকে—
বেড়াস দেশান্তরে ॥
সাজ পোষাক তো দেখেনা সে—
সে দেখে অন্তরে।
অন্তরটি না শুদ্ধ হলে—
রাখ্‌বি কোথায় তাঁরে?

তুই যেখানে সেখানে সে—
আগেই হাজির থাকে।
তাঁর তত্ত্ব জেনে সেই সাধনে—
তবেই চিন্‌বি তাঁকে ॥
সে আছে তাই—তুইও আছিস,—
সে না থাক্‌লে আছিস্ কোথা?
প্রাণরূপে সেই "কৃষ্ণ-খোদা"—
নিত্য বিরাজ করেন হেথা ॥

দেখ্ ভেবে মন তুইও যেমন,—
তোর মতই এ বিশ্বে সবাই।
তাঁর প্রকৃতির লীলা মঞ্চে—
সেই বশেতে খেলছে সদাই ॥
একা তিনিই তুই হয়ে যে—
লীলায় মত্ত আছে।
অন্তর বাহির জুড়ে একাই—
তিনি বিরাজিছে ॥

সেই আপন জনে অযতনে
দূরেই রেখে দিয়ে—
দলাদলি করেই গেলি—
কৃষ্ণ কালী নিয়ে ।।
যে নাম রূপেই চাইবি তাঁরে—
পাবিরে সেই ভাবে ।
অন্তরটি পবিত্র হলে—
দেখতে পাবি তবে ।।

এই পবিত্রতার তরেই সাধন,
তাঁকে পেতে নয় ।
সে যেরে তোর নিত্য সাথী—
তোর মাঝেই সে রয় ।
তাই সাধনে কর আগেরে—
মনুষ্যত্বের জাগরণ ।
তা না করে বাহ্য মোহে—
বেড়াস নে মন অকারণ ।।

—মিলন মন্ত্র—

একবার ভেবে দেখ ওহে মন
এ দেহটি ছেড়ে যাইবে যখন
কে তোমার সাথী রহিবে তখন
জেনেছ কি তার পরিচয় ?

আজো তব সাথে সে যে রয়েছে
সতত সস্নেহে কোলে নিয়ে আছে
অন্তর বাহিরে বিরাজ করিছে
হে অবোধ মন চিনিলেনা তাঁয় ।।

তব প্রাণ হয়ে বিরাজ করিছে
তোমারে লইয়া খেলিয়া যেতেছে
মায়ার আড়ালে লুকাইয়া আছে
জানো,—চেনো এইবারে ।
সে যে দয়াময় সে যে প্রেমময়
সৎ চিৎ হয়ে সদানন্দময়
কৃষ্ণ কালী খোদা তাঁরই নাম হয়
কাছে এসো ‘একে’’ ধরে ।।

বিচক্ষণ ভাবে ভেবে দেখে মন
নিয়ে আছে তোমা অনন্ত জীবন
মুহূর্ত্তও ছেড়ে থাকেনা কখন্
জীবনে কিংবা মরণে ।
ভুলে আছো বলে তাই ঘুরিতেছে
জন্ম ও মৃত্যুর আবর্ত্তে পড়িছ
ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হতেছ
শুধু না তাঁহারে জেনে ।।

নাম রূপ দ্বন্দ্বে মজে ওহে মন
ব্যর্থ ক’রোনা এ দুর্লভ জীবন
“প্রাণ-কৃষ্ণই” সর্ব্ব কারণ কারণ
তিনি অব্যক্তে বিহার করিছে ।

অনন্ত ভুবনে অনিত্যের সাজে
প্রাণই রয়েছেন নাম রূপে সেজে
তাঁকে ছেড়ে জীব অনিত্যতে ম'জে
দুর-গতি তাই লভিছে ।।৮

শ্রেষ্ঠ জীবন পেয়েছ হে মন
নাম রূপ দ্বন্দ্বে থেকোনা মগন
নাম সাথে নামীর কর অন্বেষণ
নির্দ্বন্দ্বে সাধিলে পাবে দরশন।।৮
স্বতঃ মুছে যাবে মায়ার আঁধার
লভিবে তাঁহার "প্রেম-পারাবার"
ভবে আসা যাওয়া ঘুচিবে তোমার
জীবনে মরণে হইবে মিলন ।।।

—দর্শন যোগ্যতা—

গাছের শাখায় শাখায় যেমন
তারই অসংখ্য পাতার মেলা ।
তে-মনি "প্রাণ কৃষ্ণোপরে"—
নিখিল ভুবন করছে খেলা ।।
মা প্রকৃতির বিচিত্রতায়
অসংখ্য-ভাব লীলাতে রয় ।
লাভালাভ আর হাসি কান্না
লীলার মাঝে তাই দেখা যায় ।।

অজ্ঞানতায় তাঁর লীলাকে
আমার বলে দেখি।
তাই প্রকৃতির গুণের বশে
হাসি কান্নায় থাকি॥
এই প্রাণই হন পরমাত্মা—
প্রকৃতি হন্ লীলার-সাথী।
একাই হলেন লীলার্থে দুই—
পুরুষ এবং এই প্রকৃতি॥

সাধক জনের হিতের তরে
আসেন নানা রূপও ধরে।
কৃষ্ণ রাধা, রাম ও সীতা
শিব ও দুর্গা আদি করে॥
ক্ষণস্থায়ী রূপে আসেন
চিরন্তনের পথ দেখাতে।
যুগে যুগে একা তাঁরই—
প্রকাশ হ'ল এই মহীতে॥

মায়ায় ভোলা "জীব-ভাবকে"
শিবত্বে ফিরাতে।
সাধক জনকে সাধন পথে
এক ধরে হয় যেতে॥
সঠিক সাধন পথে গিয়ে
এই বোধেতে এলে।
এক হতেই যে বহুর বিকাশ
সেই "সত্য-দৃষ্টি" খোলে॥

তার আগেতে আমরা যখন
মায়ার ঘোরে থাকি।
সম্প্রদায়-আর ভেদাভেদ ভাব
সেই চোখেতে দেখি॥
সত্য ধরে সাধন ক'রে
শ্রীগুরুর-কৃপায়।
অনাসক্তে ও সরলতায়
তবেই দেখা যায়॥

—সত্য দর্শন—

তোমার সাথে থাকবো মিশে
এই আশা মোর প্রাণে।
এম্‌নি তোমার সৃষ্টির ধারা
সদা বাহির পানেই টানে
বাইরে যাতে মিশে থাকি
প্রকৃতিরি গুণে।
নানান ভাবে চোখে ফোটো—
লীলার প্রয়োজনে।।

সেই নানাভাব ও রূপ যে তোমার
যদিও তা জানি।
তোমাবোধে ফোটেনা তা
ভিন্ন ভিন্ন গণি।।

নিত্যানিত্য দুই হয়েছ --
তুইকে আবার ধরে আছ ।
সাকার লীলার রসাস্বাদন
নিরাকারে করিতেছ ।।

এই সত্যবোধ দাও এবারে—
তুমিই আছ দু-রূপ ধরে ।
ক্ষর ও অক্ষর দুই ভাবেতে
তোমার ব্যাপ্তি ত্রি-সংসারে ।।
সবই তুমি,—তোমার প্রকাশ
বিশ্ব ভুবন ময় ।
তুমি বোধে সব দেখিলে—
মিথ্যাও সত্য হয় ॥

সহজ সত্য ওঠে ফুটে -
তেমন জাগরণে ।
বিশ্বময়ের "সত্য-স্বরূপ"
ফোটে দরশনে ।।
এ অবস্থায় এলে তখন
যাঁহাই নেত্র পড়ে ।
বিটবিলতায় আকাশেব গায়—
সবেতে কৃষ্ণ স্ফুরে ।।

———

—শেষ-পরিণতি

চৈতন্য সাগরের অমৃত রসোপরে—
নিখিল বিশ্বটি ভাসিছে।
রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ সব—
সেই সাগর উপরে খেলিছে॥
সে চৈতন্যময়-ই অষ্টধা প্রকারে—
আপনারে বিকশিয়া—
স্থূল বিশ্বরূপে নিজেই সেজেছে—
নিজেরি প্রকৃতি নিয়া॥

আপন মায়ায় আপনার লীলা—
আপনি রচনা করিয়া—
নির্গুণ নিরাকার সত্তা হইতে—
সাকারেযেতেছে খেলিয়া॥
সেই গুণময়ী-মা-মায়ার বশে—
তুমি আমি ভুলে আছি।
অনন্ত বিশ্বে অনন্ত জীব তাই—
ভিন্ন বোধে ভ্রমিতেছি॥

চৈতন্য যে হয় জ্ঞান ও প্রেমময়—
জ্ঞানই স্বরূপ তাঁর।
এ "গূহ্য-তত্ত্ব-জ্ঞান" মানব জীবনে—
শক্তি আছে লভিবার॥
লক্ষ লক্ষ বার আসা যাওয়া করে—
দুর্লভ মনুষ্য জীবনে।
সত্য-সাধনায় মনুষ্যত্ব পেলে
তবে ফোটে "চেত-দর্পণে"॥

আত্মিক সাধনে মানব জীবনে—
অগ্রগতি যার হয়।
অনন্ত বিশ্ব যে তাঁরই প্রতিভাস্—
সেজন দেখিতে পায়।।
জলের তরঙ্গে এক সূর্য্য যথা—
অসংখ্য হইয়া ফোটে।
একমেবাদ্বিতীয়ম্-ই সেরূপে
ফোটে তার চিত্তপটে।।

তখন সত্যকে ক্রমশঃ সে দেখে—
সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবে
এহেন দর্শনে যোগমায়া হয়ে—
তবে তিনি ধরা দেবে।।
দেখা দেবে তিনি সারা বিশ্বময়—
কিবা অন্তরে কিবা বাহিরে।
মরমের চোখে প্রেমময়ে দেখে—
ভক্ত ভাসে প্রেম-সাগরে।।

হেথা দ্বৈতবোধে তাঁহারে সাজায়—
আকাঙ্ক্ষার মত ক'রে।
তিনি সর্ব্বময়! সে ভাবেই আসে—
কালী কৃষ্ণ রূপ ধরে।।
প্রেমের নয়নে সে রূপ দর্শনে—
গভীর নিমগ্নতায়—
দ্বৈত মুছে গিয়ে অদ্বৈতে তখন—
অস্তিত্ব ডুবিয়া যায়।।

—প্রশ্নের উত্তর—

কেউ আমারে প্রশ্ন করে—
"তোমার এই লেখায়—
প্রাণের কথার পুনরুক্তি-ই
শুধু দেখা যায়।
মাত্র ভাষার ফের বদলে—
এক কথাই বলেছ।
কোন একটা সাধন পথের—
বিশ্লেষণ না দেছ" ॥

প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সবায় -
করিয়া মিনতি।
জানাই হে ভাই সকল পথের—
একই স্থানে গতি ॥
সাধন পথে রসাস্বাদের -
হয়তঃ তফাৎ আছে।
"প্রাণ-গোবিন্দের" সঙ্গ পেলেই
সে আস্বাদ যায় মুছে ॥

আগমাপায়ী সে আস্বাদন—
পূর্ণ সত্য নয়।
"পূর্ণাস্বাদ", —সে হয় একই—
"প্রাণ কৃষ্ণে" যে পায়।
তিনিই পূর্ণ ;—পরিপূর্ণ—
তাঁহার পরিচয়।
দিয়ে চেষ্টাই করেছি ভাই—
আমার এই লেখায় ॥

তিনি সবার অতি আপন—
তিনি সবার হন প্রাণধন।
কৃষ্ণ কালী খোদা বা গড্—
যে নাম রূপেই কর সাধন ॥
সাধনারি সিদ্ধিপথে—
এগিয়ে যত যাবে।
মায়াবরণ শিথিল হয়ে—
প্রাণের পরশ পাবে ॥

বুঝবে তবে, এই প্রাণই তোমার—
সাধনার সারধন।
কৃষ্ণ কালী খোদা বলে—
করছো যার সাধন ॥
দেহ সহ বিরাজ তাঁহার—
বিশ্ব ভুবন জুড়ে
বিবেক ! প্রাণের স্পর্শ পেলে—
নাম রূপ রয় দূরে ॥

আমার লেখা "সত্য লক্ষ্যে"
যে পথ ধরেই যাও।
পথ চলতে সাধন দ্বন্দ্বে—
লক্ষ্য না হারাও ॥

———

—ঘটনা ও প্রার্থনা—

অখ্যাতি অবজ্ঞা কেহ বা করিছে
এই গ্রন্থের বিরচনে।
কেহ বা আবার ভূষিত করিছে—
যশ ও সুখ্যাতি দানে ।।
হে গুরো মহান,—তুমি সবই জানো—
ঘটনার আদি অন্ত।
যা আসিছে সবই তব "কৃপাবোধে"—
মোরে সমজ্ঞানে রেখো শান্ত ।।

———

শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ

—উপসংহার—

আমিত্বের অভিমান ঘৃণ্য অতিশয়।
নিন্দা ঘৃণার আঘাতেই তাহা নাশ হয় ।।
অজ্ঞানে বা অচেতনে হইলে প্রকাশ
কৃপা করি সে আঘাতে কোরো গো বিনাশ

———

শ্রীকানাইলাল সাধুখাঁ

—ঃ সমাপ্ত ঃ—